৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ১০ চৈত্র – ১৬ চৈত্র, ১৪২৯ ঃ ২৫ মার্চ – ৩১ মার্চ, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 23, 25 March - 31 March, 2023 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

কলকাতা পুরসভার বাজেট কেমন

৬ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : জাতীয় শিক্ষা নীতি মানতে চায়নি এরাজ্য। কমিটি করে

বলেছিল নিজেদের নীতি তৈরি করবে। সে নীতি আজও হয়নি। কিন্তু তার মধ্যেই জাতীয় শিক্ষা নীতি অনুযায়ী পাঠ্যক্রম চালু করতে নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার।

রবিবার : শুধু অর্থ পেলেই হবে না। তার হিসাব রাখতে হবে

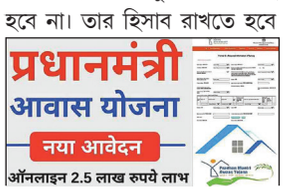

স্বচ্ছতার সঙ্গে। কোনো দুর্নীতি করলে চলবে না। না হলে বন্ধ হয়ে যাবে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ। এই শিক্ষা নিয়েই এ রাজ্য পঞ্চায়েত গুলিতে অডিট শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে জেলা শাসকদের।

সোমবার : এতদিন শিক্ষা নিয়োগ নিয়ে মেতেছিল বাংলা।

এবার শান্তনু ঘনিষ্ঠ অয়ন শীলের অফিস তল্লাশি করে বেরোল পুর নিয়োগ দুর্নীতির নথি। এই নিয়ে এখন রাজ্যের পুরসভা গুলিতে চলছে মহা সোরগোল। মুখ লুকোতে ব্যস্ত অনেকে।

মঙ্গলবার : পশ্চিমবঙ্গে এখন সবটাই বিধি বাম। এতোদিন মিড

ডে মিল নিয়ে নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠছিল। এবার যে অ্যাপের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষিকাদের তরফে হিসাব পাঠাতে হয় জেলা প্রশাসন বা পুরসভার কাছে বিগড়ে গিয়েছে সেই অ্যাপও।

বুধবার : পিএনবি ঋণ কেলেঙ্কারিতে ফেরার মেহুল

চোক্সির নাম ফের রেড কর্নার নোটিশের তালিকায় তোলার জন্য ইন্টারপোলের কাছে নতুন করে আবেদন জানাল সিবিআই। তাদের দাবি মেহুল চোক্সির বক্তব্য কাল্পনিক।

বৃহস্পতিবার : মেডিকেল কলেজে স্নাতকোত্তর স্তরে

পড়াশুনোর সময়ই তিন মাসের জন্য জেলা বা মহকুমা হাসপাতালে কাজ করতে যেতে হবে। দেশ জুড়ে চালু করা ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের এই নিয়মেই নির্দেশিকা জারি রাজ্যর।

শুক্রবার : ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের প্রচারে মোদী

পদবী উল্লেখ করে মানহানিকর মন্তব্যের জন্য ২ বছর কারাদণ্ডের সাজা হল রাহুল গান্ধির। সুরাতের মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট এই সাজা ঘোষণা করেছেন।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সাগরে চাকরি চুরির পোস্টার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরের তৃণমূল জেলা পরিষদ সদস্য তথা গঙ্গাসাগর-বকখালি ডেভলপমেন্ট বোর্ডের (GBDA) ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ পাত্র ওরফে জিকোর নামে টেট দুর্নীতিতে কোটি কোটি টাকা তোলার পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সাগরের রুদ্রনগর, মন্দিরতলা, খুঁদিগুড়িয়াপুল সহ একাধিক এলাকার দোকান ও বাড়ির দেওয়ালে রঙিন এই পোস্টার দেখা যায়। যে পোস্টারে লেখা আছে, 'সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরার অনুপ্রেরণায় জেলা পরিষদ সদস্য সন্দীপ পাত্র ও তপন পাড়িয়া টেট দুর্নীতিতে মিডিলম্যান হিসেবে সাগর বিধানসভা থেকে কোটি কোটি টাকা তুলে বেপাত্তা। শিক্ষা নিয়ে সাগরে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি হল কেন বঙ্কিম হাজরা জবাব চাই, জবাব দাও।' সৌজন্যে সাগরদ্বীপবাসী। তবে বেলা হলে এই পোস্টারগুলি কে বা কারা ছিঁড়ে দেয়। এই পোস্টার ঘিরে বিরোধী দলগুলি সরাসরি চাকরি দুর্নীতি নিয়ে শাসকদলকে কাঠগড়ায় তুলেছে। এলাকার বিধায়ক

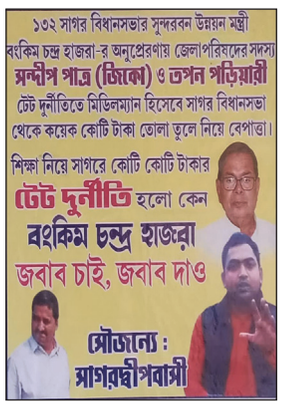

তথা মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ও জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ পাত্র সরাসরি টেট দুর্নীতিতে জড়িত বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। সন্দীপ পাত্র পোস্টার পড়ার বিষয়ে কিছু জানা নেই বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন বিরোধীরা কুৎসা অপপ্রচার করছে। এই পোস্টারে সরাসরি কারও নাম নেই। সাগরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী বলেন, 'পোস্টার আমি দেখিনি। তবে ফেসবুকে দেখেছি। এটা মিথ্যা। সন্দীপ ও তপন এর সঙ্গে যুক্ত কিনা আমি বলতে পারব না। এটা ভোটের স্লোগান।'

বনগাঁয় ফের নিয়োগ প্রতারণা, শিকার মহিলা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ মহকুমায় দুর্নীতি যেন পিছু ছাড়ছে না। বিশেষ করে নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের অন্যতম পাণ্ডা বাগদা ব্লকের অন্তর্গত মামা-ভাগ্নে গ্রামের বাসিন্দা চন্দন মণ্ডল ওরফে সৎ রঞ্জন সম্প্রতি গ্রেপ্তার হয়। এখানেই কিন্তু বনগাঁয় নিয়োগ বা চাকরি দুর্নীতি থেমে নেই। সম্প্রতি নিয়োগ কাণ্ডে বনগাঁ মহকুমায় আরও একটি জালিয়াতি প্রকাশ্যে আসে। এই ঘটনাটি ঘটেছে পেট্রাপোল থানার অন্তর্গত ছয় ঘরিয়া গ্রামে।

এই গ্রামের বাসিন্দা মদন ঘোষের কন্যা মিতা ঘোষ ২০১৯ সালে এই একই গ্রামের প্রতিবেশী বাসিন্দা সুধাংশু পালের পুত্র চঞ্চল পালকে চাকরির জন্য ৬ লক্ষ টাকা দেন। কিন্তু এই কয় বছরে আজও তার চাকরি না হওয়ায় খোঁজ খবর নিয়ে অবশেষে জানতে পারেন যে, তিনি

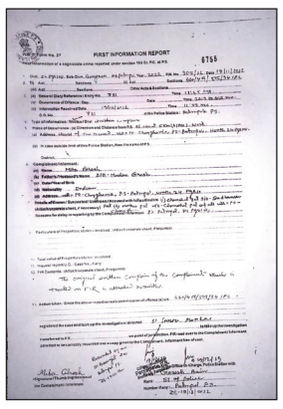

প্রতারিত হয়েছেন। এরপর গত ডিসেম্বর ১৯ তারিখ তিনি সংশ্লিষ্ট পেট্রাপোল থানায় চঞ্চল পালের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করেন।

এ প্রসঙ্গে মিতা ঘোষ বলেন, 'আমি দীর্ঘ দিন অর্থাৎ আমার স্কুল জীবন থেকে আমাদের প্রতিবেশী হিসেবে সুধাংশু পাল ও তার পুত্র চঞ্চল পালকে চিনি। এমন কি চঞ্চলের স্ত্রী মিঠু পালকেও চিনি।' মিতা আরও বলেন, 'সুসম্পর্ক হওয়ার সুবাদে চঞ্চল ও তার স্ত্রী মিঠু উভয়েই আমার বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। চঞ্চল মাঝে মধ্যেই নিজেকে বড় সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিক বলে পরিচয় দেয় এবং জানায় যে এই রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রী মহলে তার যোগাযোগ আছে। পাশাপাশি বিভিন্ন লোকের নামে চাকরির নিয়োগ পত্র দেখিয়ে তাদের চাকরি তিনি করিয়ে দিয়েছেন বলে দাবি করতেন। আমি বেকার হওয়ায় এবং আমার চাকরির খুব দরকার, এ কারণে আমি তার কথায় প্রভাবিত হই। ২০১৯ সালের গোড়ার দিকে হঠাৎ একদিন চঞ্চল পাল আমাকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখায়। এমনকি স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ বিভিন্ন দপ্তরে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয়। এজন্য সে আমার কাছে ছয় লক্ষ টাকা দাবি করে। সেই মত আমি দু'বছরে কয়েকটি ধাপে তাকে ছয় লক্ষ

এরপর পাঁচের পাতায়

নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়ালো ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার

অরিজিৎ মণ্ডল

এবার এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের তদন্তে উঠে আসছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার নিয়োগেও হয়েছে একাধিক দুর্নীতি। এমনই তথ্য উঠে এসেছে ইডির হাতে। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ইতিমধ্যেই ইডির হাতে গ্রেপ্তার যুবনেতা শান্তনুর ঘনিষ্ঠ অয়ন শীলের বাড়ির তল্লাশিতে উঠে আসে পৌরসভার নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য।২০১৬ সালে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত দায়িত্ব পায় অয়ন শীলের সংস্থা এবি এস ইনফোজিম প্রাইভেট লিমিটেড। সেই সময় ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন বর্তমান ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মীরা হালদার। এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কিছুই জানেন না বলে জানান। এমনকী অয়ন শীল বলে কাউকে চেনেন না বলেও তাঁর দাবি। তবে এই বিষয় নিয়ে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার বর্তমান চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা দুর্নীতিমুক্ত। এখানে কোনো দুর্নীতি হয়নি। ডায়মণ্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সহসভাপতি সুফল ঘাঁটু এই প্রসঙ্গে বলেন, 'রাজ্যজুড়েই নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি চলছে। ডায়মণ্ডহারবার পুরসভার নিয়োগের ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি হয়েছে তার তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।

দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূল নেতাদের নামে পোস্টার

সুব্রত মণ্ডল

সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন, তার আগে অস্বস্তিতে তৃণমূল কংগ্রেস। দুর্নীতির অভিযোগে সোনারপুর ব্লকের প্রতাপনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সঞ্জয় সরদার, প্রতাপনগর অঞ্চল সভাপতি দিলীপ ঢালীর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের পোস্টার পড়েছে। যদিও দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সোনারপুরের তৃণমূল নেতারা। তবে বিধায়ক লাভলী মিত্রের কোনোরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রতাপনগরের দলীয় কার্যালয়ে এই পোস্টার দেখতে পান এলাকার মানুষজন। তাতে লেখা রয়েছে ওই দুই নেতা রাস্তার টাকা আত্মসাৎ করেছেন। খাল না কেটে ভুয়ো মাস্টার রোল দেখিয়ে টাকা তুলেছেন তারা। এছাড়াও গাছ কাটা, সরকারি জমি বিক্রি ইত্যাদির অভিযোগও করা হয়েছে ওই দুই নেতার বিরুদ্ধে। পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন তাদের সরানো হচ্ছে না তা নিয়ে এলাকার বিধায়ক লাভলী মৈত্রকেও প্রশ্ন করা হয়েছে। এই নিয়ে সরব হয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। কেউ বলেন গ্রামে রাস্তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা হয়নি। কারও বক্তব্য ঝড়ে ঘর ভেঙে গেলেও নতুন করে তা দেয়নি পঞ্চায়েত। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল নেতারা। দিলীপ ঢালি বলেন, রাজনৈতিক চক্রান্ত করে এমনটা করা হয়েছে।

চাঁপদানি থেকে পলতা ঘাটে চলবে লঞ্চ, উদ্বোধন হল ফেরিঘাট

মলয় সুর

উত্তর বারাকপুরের নবাবগঞ্জ ঘাট থেকে হুগলির চাঁপদানি ফেরি পরিষেবা ১০ মার্চ শুক্রবার পুনরায় উদ্বোধন হল। উত্তর বারাকপুর পুরসভার নবাবগঞ্জে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই জলপথ বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়ে অসংখ্য মানুষ। তাই রাজ্য সরকারের উদ্যোগে চার কোটি টাকা খরচ করে এবার নবাবগঞ্জে সরাসরি লঞ্চ পরিষেবা চালু হল।

অতীতে নিয়মিতভাবে নবাবগঞ্জ থেকে চাঁপদানি পর্যন্ত গঙ্গার উপর দিয়ে ফেরি চলাচল করত। কিন্তু নবাবগঞ্জে জেটির সমস্যার জন্য পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয়দের দাবি, প্রায় চাঁর-পাঁচ বছর ধরে নবাবগঞ্জ জেটি বন্ধ। ফেরিঘাটকে কেন্দ্র করে আশেপাশে যে ব্যবসা চালু ছিল তাও মার খাচ্ছিল। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর তিনেক আগেই এই জেটি তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু ঠিকাদার সংস্থা কিছুটা কাজ করে চলে যায়। বকেয়া কাজ অসম্পূর্ণ থাকে। উত্তর বারাকপুর পুরসভার প্রশাসক মলয় ঘোষ একটি প্রশাসনিক বৈঠকে এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তারপরই রাজ্য পরিবহন

এরপর পাঁচের পাতায়

আইসিকে ডাক ইডির

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়লা পাচার তদন্তে সিউড়ি থানার আইসি শেখ মহম্মদ আলিকে দিল্লিতে তলব করলো ইডি। কলকাতা নিজাম প্যালেসে ১৪ মার্চ হাজিরা দেন আইসি আলি। সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে দীর্ঘক্ষণ জেরা করে সেদিন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় । জেরায় সহযোগিতা করেন নি আইসি সিবিআইসূত্রে খবর। অভিযোগ, মহম্মদবাজার থানায় ওসি থাকাকালীন কয়লা পাচারে মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালার কাছ থেকে প্রোটেকশন মানি নিয়ে পাচারে সহযোগিতা করতো আলি। সিপিএম বীরভূম জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য বলরাম চ্যাটাজী বলেন, তদন্ত শেষ করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। জনগণের সম্পত্তি ফেরত দিক। আমরা রাস্তায় আছি, প্রতিবাদ করছি। বিজেপি বীরভূম জেলা সহসভাপতি দীপক দাস বলেন, আইন আইনের পথে চলবে। বীরভূমে যা দুর্নীতি হয়েছে সেটা পুলিশ প্রশাসন ছাড়া হয় না। বামপন্থীরা ৩৪ বছরে পুলিশকে নিজের দলদাসে রূপান্তরিত করেছিল। তৃণমূল ১১ বছরে আরেকটু মডিফায়েড পদ্ধতিতে সেটাকে একইভাবে ব্যবহার করছে । পুলিশ আইনের পরিবর্তন দরকার। জেলা কংগ্রেস সহসভাপতি চঞ্চল চ্যাটাজী বলেন, উনি শাসকদলের ঘনিষ্ঠ পদাধিকারী । বীরভূমের এসপির চেয়ে বড়ো একজন প্রভাবশালী বলে মনে করি । বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করে নিয়েছিল সিবিআই,ইডি ডাকের ভয়ে, কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে । পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে আশা করি । শাসক দলকে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি পুলিশ প্রশাসন করছে সেটার ধিক্কার জানাই।

বেঘর হবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র কী হবে পড়ুয়াদের ভবিষ্যত?

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সাব ডিভিশনের বজবজ-২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চকবাঁশবেড়িয়া জমাদার পাড়ায় ১২১ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি প্রায় এক বছর ধরে সেখ সাদেক নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে চলছে। ছোট্ট একটি টিনের চালের ঘরে ৩০-৩২জন ছেলে-মেয়ে পড়াশোনা করে। না আছে ফ্যান, না আছে আলোর ব্যবস্থা। ঘটনাস্থলে গিয়ে

বজবজ ২

চোখে পড়ল অনেক অভিভাবক খাবার আনতে এসেছেন। গ্রামের সদস্যা মনোয়ারা বিবি জানালেন, 'বছর চারের আগে স্থায়ী স্কুল বানানোর জন্য সেখ জাহাঙ্গীর নামে এক ব্যক্তি একটি জায়গা দান করেন। কিন্তু এখনো সেখানে

কোনো ঘর হয়নি।' এদিকে সেখ সাদেক পঞ্চায়েতের প্রধানকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, আগামী ১ এপ্রিল থেকে স্কুলকে সরিয়ে নিতে হবে। এমতাবস্থায় স্কুলের পড়ুয়ারা কোথায় যাবে। এ প্রসঙ্গে প্রধান অনিমা জিনাত জানান, 'আমরা বারবার প্রশাসনকে জানিয়েছি কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। আপাতত ঠিক করেছি চকবাঁশবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেন্দ্রটি স্থানান্তর করা হবে।' উপপ্রধান মলয় সাঁতরা বলেন, 'চেষ্টা করছি যাতে শীঘ্রই ঘর নির্মাণ করা যায়।' এ প্রসঙ্গে বজবজ-২ নম্বর ব্লকের সিডিপিও পৃথা জানা জানান, 'বিষয়টি আমার জানা নেই, তবে আমি সুপারভাইজারের সঙ্গে কথা বলছি।' ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস বলেন, 'প্রধান

এরপর পাঁচের পাতায়

এসপির দরবারে আক্রান্ত গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাজিগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কামারখুর গ্রামে জমি দখল নিয়ে বাড়ি ভাঙচুর ও গৃহবধূ সুকি বিবি ও তার ছেলেকে মারধর করার অভিযোগ উঠে লিটন মিঞা নামে এক পঞ্চায়েত সদস্য সহ তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে। পাইকর থানায় লিটন মিঞার নামে অভিযোগ দায়ের করতে গেলে তা নিতে রাজি হয়নি বলে দাবি আক্রান্ত গৃহবধূর। বীরভূম জেলা পুলিশ সুপারের গাড়ি আটকে সুকি বলেন, গত ৬ মার্চ আমাদের মারধর করা হয়। লিটন মিঞা বড়োবাবুকে ফোন করে আসতে মানা করে দেয়। ৮ মার্চ আমার বাড়ি ভাঙচুর করে সোনা দানা চালের ড্রাম লুঠ করে লিটন মিঞা, আনার খান, শিসকুল খাঁ, আসগর হোসেন, মোমিন খান। ৮ মার্চ থেকে আমার স্বামীর কোনো নিখোঁজ। থানায় জানালে বগটুইয়ের মতো করব বলে হুমকি দেয় লিটন মিঞা।

বনগাঁ মহকুমা জুড়ে অবৈধ মাটির কারবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁ মহকুমা জুড়ে রমরমিয়ে চলছে বেআইনী মাটি কাটার ব্যবসা। বিঘার পর বিগা চাষের জমির মাটি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। শুধু দিনের বেলায় নয়, রাতের অন্ধকারেও চলছে মাটি কাটার কাজ। সম্প্রতি বেআইনি মাটি কাটার অভিযোগে মাটির ট্রলি আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মানুষ। গত ১৬ মার্চ সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ মহকুমার গোপালনগর থানার অন্তর্গত আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পানপুর এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় দীর্ঘদিন ধরে চলছে এই বেআইনী মাটির কারবার। গ্রামবাসীরা বলেন, এহেন মাটি কাটার কারণে আমরা রীতিমতো বিপদে পড়েছি। রাস্তার মধ্যে পড়ে থাকা ট্রলির মাটির উপরে সামান্য বৃষ্টিতেই বেহাল

এরপর পাঁচের পাতায়

সপ্তাহে একদিন সুন্দরবন বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিনিয়ত সুন্দরবনে বাড়ছে পর্যটকের সংখ্যা। শুধু তাই নয় মৎস্যজীবী ও অন্যান্য বহু মানুষ সুন্দরবনের উপর নির্ভর করে থাকেন জীবন জীবিকার জন্য। এর ফলে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর তৈরি হচ্ছে আলাদা চাপ। এবার তাই ব্যাঘ্র প্রকল্পের তরফ থেকে সপ্তাহে একদিন করে সুন্দরবনের জঙ্গলকে পুরোপুরি বন্ধ রাখা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রকৃতির ভারসাম্যে অনেকটাই স্থিতি আসবে এমনটাই মত বিশেষজ্ঞদের। সুন্দরবনের জঙ্গলকে বন্ধ রাখার জন্য ইতিমধ্যেই সরকারিভাবে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। আগামী পয়লা এপ্রিলের পর থেকে প্রতি মঙ্গলবার বন্ধ রাখা হবে সুন্দরবনের জঙ্গল। শুধু তাই নয়,এছাড়াও সমস্ত পর্যটন কেন্দ্র এবং ওয়াচ টাওয়ার ও বন্ধ থাকবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

জেলার অবৈধ বাজি কারখানাগুলো যেন জতুগৃহ

কুনাল মালিক

গত সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা থানা এলাকার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের পুটখালী মণ্ডল পাড়ায় ভরত হাতি নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে বাজি তৈরির কাজ চলছিল। পাশে স্টোভে চা হচ্ছিল। সেই স্টোভ হঠাৎ বাস্ট করে। তার থেকেই ছড়িয়ে পড়ে আগুন। মজুত বিস্ফোরকে আগুনের ফুলকি ছিটকে যায়। তার ফলে ভয়াবহ বিস্ফোরণে উড়ে যায় ঘরের চাল। মারা যায় ভরত হাতির স্ত্রী লিপিকা, ছেলে শান্তনু এবং আরও একজন কমবয়সি মেয়েও।

এই ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ছুটে আসে দমকল, পুলিশ। মানুষের মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে পরিবেশ বান্ধব বাজি তৈরির এলাকায় কীভাবে পুলিশের নজর এড়িয়ে একটি বাড়িতে বিস্ফোরক মজুত করে বাজি তৈরি হচ্ছিল?

স্থানীয় আতসবাজী ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শুকদেব নস্কর বলেন, আমরা এখানে পরিবেশ বান্ধব সবুজ বাজি তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়েছি। অনেকেই লাইসেন্সের জন্য জেলাশাসকের কাছে আবেদন করেছেন। কিন্তু লাইসেন্স পায়নি। লাইসেন্স পেলে আরো সচেতন করা যেত। অনেকে আবার শব্দবাজি

মহেশতলায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ

বিক্রি করা থেকে এখনও বিরত হতে পারেনি। আরো সচেতনতা দরকার।

ভরত হাতিকে পুলিশ মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাস্থলে আসেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। তিনি বলেন, ফরেনসিক দল আসবে পুরো ঘটনার তদন্ত করবে। ধৃত ব্যক্তির বাজি তৈরির লাইসেন্স ছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত নুঙ্গি সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার চম্পাহাটি, হাড়াল, নস্করপুর, মোহনপুরে গোপনে প্রচুর অবৈধ বাজি কারখানা চলছে। ওই সমস্ত এলাকা জতুগৃহের মতো। মাঝে মধ্যে যখন বিস্ফোরণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, তখন প্রশাসন নড়ে চড়ে বসে, তারপর আবার সব ধামা চাপা পড়ে যায়। আবার চলতে থাকে বাজি তৈরি। কালীপুজো এলে প্রশাসন নানা ফরমান জারি করে, তারপর সে অর্থে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। যারা বাজি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের প্রশিক্ষণ বা পরিবেশ বান্ধব বাজী তৈরির ব্যাপারে আগ্রহ বৃদ্ধি করা এবং তাদের বৈধ লাইসেন্স দিলে, এই ধরনের দুর্ঘটনা হয়তো ঘটত না। তারওপর চিংড়ি পোতা সহ অন্যান্য বাজি তৈরির এলাকায় শিশুদের অবৈধভাবে শ্রমিক হিসাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই বিষয়টিকেও প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত।

ছবি : অরুণ লোধ

উত্তরের আঙিনায়

অসময়ে তুষারপাত, বৃষ্টিপাতের কারণে সমতলের তাপমাত্রা নিম্নমুখী

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীতের বিদায় সম্পন্ন হয়েছে, বসন্তকালেরও শেষ মুহূর্ত। হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন, অনেকেই আবার পরিবর্তনের কারণ হিসাবে শিলাবৃষ্টিকে চিহ্নিত করেছে। আবহাওয়া দপ্তরের আগাম পূর্বাভাস ছিল রাজ্যজুড়ে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই পূর্বাভাস অনুযায়ী রবিবার ভোর থেকে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঝড় বৃষ্টি হয়েছে। সবথেকে বড় প্রাপ্তি দার্জিলিংয়ের সান্দাকফুতে তুষারপাতের ঘটনা ঘটেছে। শুধু সান্দাকফু নয় দার্জিলিংয়ের আরও বেশ কিছু অঞ্চলে তুষারপাতের ঘটনা ঘটেছে। তুষারের চাদরের ঢাকা পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা গুলি।

অসময়ে তুষারপাত হলেও পর্যটক মহল বেজায় খুশি। গোটা শীতকাল তুষারপাতের আশায় বসেছিল পর্যটকরা, অবশেষে সেই আশা তাদের পূরণ হয়েছে। সান্দাকফুতে তুষারপাতের ঘটনা উপভোগ করেছেন পর্যটকরা। তবে রবিবার ঝড় বৃষ্টির কারণে পাহাড়ের রাস্তায় বিদ্যুৎপোলের মধ্যে বেশ কিছু গাছ পড়ে যায়। যাতায়াত ব্যবস্থা কিছু সময়ের জন্য বিঘ্নিত হয় বলে জানা গেছে। পাহাড়ে তুষারপাত ও সমতলে বৃষ্টির কারণে উত্তরবঙ্গ জুড়ে তাপমাত্রা অনেকটাই নিম্নমুখী হয়েছে। পুনরায় শীতের আমেজ ফিরে এসেছে।

গতকালের পর আজও ব্যাপক তুষারপাত দার্জিলিং–এ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণবঙ্গে চলছে ভারী বর্ষণ, অপরদিকে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলে লাগাতার তুষারপাত অব্যাহত। রবিবারের পরে সোমবারেও দার্জিলিঙে তুষারপাত হয়েছে। এদিন দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু, ফালুট সহ আরো বেশ কিছু জায়গায় ব্যাপক তুষারপাত হয়। তুষারে চাঁদের ঢাকা পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা। উঁচু জায়গায় তুষারপাতের কারণে পাহাড়ে অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকাগুলিতে আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ ছিল। সোমবার সকাল থেকেই দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পংসহ বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকায় ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়। তুষারপাতের কারণে এদিন

যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে বলে জানা গেছে। একদিকে তুষারপাত অপরদিকে ভারী বৃষ্টিপাত শৈল শহরের তাপমাত্রা একেবারেই নিম্নমুখী। এই সময় যারা দার্জিলিঙে রয়েছেন সেই সমস্ত পর্যটকরা চুটিয়ে তুষারপাত উপভোগ করছে। শুধু পাহাড় নয় তুষারপাত ও বৃষ্টিপাতের কারণে সমতল এলাকাগুলোতে শীতের আমেজ ফিরে এসেছে। সিকিম আবহাওয়া দপ্তরের সূত্রে জানানো হয়েছে এরকম আবহাওয়া আরো কিছুদিন চলবে, আবারও সান্দাকফুতে তুষারপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কাউন্সিলর হয়েও টোটো চালান শ্যামল কুমার সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শাসক দলের কাউন্সিলর, চালান টোটোও। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট পুরসভার বালুরঘাট ৬ নম্বর ওয়ার্ডে এমনই চিত্র দেখা গেল। বিগত একমাস ধরে কাউন্সিলর শ্যামল কুমার সাহা টোটো চালাচ্ছেন সংসার চালাতে। একদিকে যখন বিভিন্ন দুর্নীতিতে শাসকদলের বিভিন্ন নেতা কর্মীদের নাম জড়িয়েছে, জনসাধারণের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা তখন শ্যামলবাবুর এই চিত্র অন্য রকম মনে হয়েছে এলাকাবাসীর।

বালুরঘাট শহরের ছয় নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্যামল কুমার সাহা। তিনি ওই ওয়ার্ডেরই গৌড়ীয় মঠ এলাকায় নিজের বাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। পেশায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। তৃণমূল বোর্ড আসার পরে শ্যামলবাবুকে পুরসভায় দৈনিক মজুরিতে কাজ দেওয়া হয়েছিল। তিনি পুরসভার হয়েই ওই ইলেকট্রিকের কাজ করতেন। এ দিকে, দলের কাজ সামলে, পেশা টিকিয়ে রাখা চাপ হচ্ছিল। তাই বাইরে ব্যক্তিগতভাবে

যে কাজগুলি তিনি করতেন, সেগুলিকে ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেন। কিন্তু বিপর্যয় আসে ২০২২ সালে। আচমকা দল ও দলের কর্মীরা তাঁকে তৃণমূলের প্রার্থী হতে জোরাজুরি শুরু করে। তিনি প্রার্থী হন এবং ওই ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। আর এই কাউন্সিলর হতেই তার পুরসভার দৈনিক মজুরিতে যে কাজ করতেন সেই কাজটি বাদ হয়ে যায়। কাউন্সিলরের সাম্মানিক ভাতা তিনি পেতে শুরু করলেও, ওই টাকায় সংসার চালানো দুষ্কর হয়ে যাচ্ছিল।

অবশেষে তিনি কয়েক মাস আগে টোটো কেনেন এবং তা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ওয়ার্ড এর বাসিন্দাদের সমস্যা মেটানো, পুরসভার অফিসে গিয়ে কাজ আদায় করা সহ বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজগুলি করতে গিয়ে টোটো কখন চালাবেন, সেই ভাবনাও আসে। শেষ পর্যন্ত তিনি সকাল ও রাতের বেলাকে বেছে নেন টোটো চালানোর জন্য। খুব ভোরে উঠে সকাল দশটা পর্যন্ত তিনি টোটো চালান শহর ও শহরতলিতে। আবার দলের কাজ শেষ করে রাতে টোটো চালান। দিনে প্রায় ২০০ – ২৫০ টাকা উপার্জন হয়। যা দিয়ে বাড়ির বাজার করে দিয়েই, ফের নেমে পড়েন জনসেবার কাজে। যার ফলে গত এক মাস থেকে একরকম স্বচ্ছল ভাবেই সংসার চলছে শ্যামলবাবুর।

এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সুখেন্দু সরকার ও জগদ্বন্ধু সাহা জানিয়েছেন, তাঁদের কাউন্সিলর সঠিকভাবে নাগরিক পরিষেবা দেন। এরপর নিজের সংসার চালাতে টোটো চালান। শ্যামলবাবু স্বচ্ছ ভাবমূর্তির লোক বলেই পরিচিত। সেই জায়গা থেকে তার জনপ্রিয়তা অনেক বেশি এলাকায়।

প্রকৃতির মনমুগ্ধকর রূপ দুই পাহাড়ি শহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার সকালে মনমুগ্ধকর প্রকৃতির রূপ দেখা গেল দুই পাহাড়ি শহর দার্জিলিং ও কালিংপং–এ। এদিন সকালে হালকা রোদের পাশাপাশি মেঘ ও কুয়াশার লুকোচুরি লক্ষ করা যায়। দুই পাহাড়ি শহরে প্রকৃতি যেন মায়াবী, রং তুলি দিয়ে এক অপরূপ চিত্র অংকন করেছে। ভরা চৈত্র মাসে মনে করিয়ে দিচ্ছে পৌষের আমেজ। দার্জিলিংয়ের সান্দাকফুতে বরফ পড়ার খবর প্রকাশ পেতেই শৈল শহরে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে। শৈল শহরে পর্যটকদের জমায়েত লক্ষ্য করা গেছে। এদিন সকালে দার্জিলিং এর তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রির কাছাকাছি

ছিল। কনকনে ঠান্ডা, হিমেল হাওয়া দুর্দান্তভাবে উপভোগ করছেন পর্যটক মহল। প্রসঙ্গত আরেক পাহাড়ি শহর কালিম্পংএ এদিন সকালে তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৩ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করেছে। আজ কালিম্পং–এর আকাশ মেঘলা ছিল। দুই পাহাড়ি শহরে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে। সকাল হতেই অনেকেই ম্যালে পাহাড়ি পরিবেশেকে উপলব্ধি করতে ভিড় জমান। পাহাড়ে তুষারপাত ও বৃষ্টিপাতের জন্য সমতলের পরিবেশ আরামদায়ক। সকালে রোদের দেখা মিললেও সেরকম তেজ ছিলনা। শিলিগুড়িতে দুপুরের পর থেকে হালকা হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৫ মার্চ – ৩১ মার্চ, ২০২৩

মেষ রাশি : হঠাৎ রেগে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন। সঞ্চিত অর্থের অপচয় বা অপব্যয় না হয় সেই বিষয়ে সতর্ক থাকুন। অন্যমনস্কতার দরুণ কোনও কার্যে মনোনিবেশ করার জন্য সতর্কতার প্রয়োজন হবে স্বাস্থ্যের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে আইনি জটিলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কালো ছাতা ও জুতো দান করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসার জন্য বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। অর্থহানির সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। চাকরি বা কর্মক্ষেত্র বহু জাতিক সংস্থার সুযোগ লাভের সম্ভাবনা। ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য বিলম্ব।

প্রতিকার : রাত্রে মাথার কাছে দুধের বাটি রাখুন এবং সকালে গাছে ঢালুন।

মিথুন রাশি : সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে স্বাস্থ্যের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি। সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা করে, সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। লটারি বা ফাটকা অর্থের জন্য বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। সন্তানের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : সূর্য চালিশা পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে সুফল লাভে বিলম্ব। কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে মানহানি ও মামলা পর্যন্ত হতে পারে। সাংসারিক অভাব অনটন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : কোনো অকার্যকর মুদ্রা বহমান জলে নিক্ষেপ করুন।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। প্রতিবেশিদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। অন্যের সঙ্গে মনোমালিন্য থেকে বিরত থাকুন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধি। গুরুজন দেহ আরোগ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। সন্তানের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : আপনি প্রতিদিন এলাচ খান।

কন্যা রাশি : কর্মস্থলে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মসূত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনের থেকে বিরূপ আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। সঙ্গীত, নৃত্য বা বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শিল্পী সত্তার বিকাশ। কর্মস্থলে আশানুরূপ ফল লাভে বিলম্ব। রাস্তায় সাবধানে চলুন।

প্রতিকার : বাড়িতে গৃহদেবতার লোহার মূর্তি পুজো করুন।

তুলা রাশি : যে কোনো কর্মে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাবোধ। কোনো বন্ধুর প্রতারনার শিকার হতে পারেন। উচ্চস্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি। দাম্পত্য শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : গুরুজনদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সাফল্যের সম্ভাবনা। তবে অর্জিত অর্থের অপব্যয়ের সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। পদমর্যাদা ও দায়িত্ববৃদ্ধির সঙ্গে কর্মোন্নতি ও সঞ্চয়ের সুযোগ আসতে পারে। গুরুজনদের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে মতবিরোধ।

প্রতিকার : নুন বর্জিত খাবার খান।

ধনু রাশি : সন্তান থেকে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি কর্মক্ষেত্রে ভাগ্যোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা। ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে বাহন ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে। শিল্পী সত্তার বিকাশ। সন্তানের জন্য মান–সম্মান হানির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বিষ্ণু বা শিব মন্দিরে গম, মুসুর ডাল, গুড়, ডালিয়া দান করুন।

মকর রাশি : পদোন্নতিতে বাধা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনায় অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। ব্যবসা ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ আসতে পারে। পেশার পরিবর্তনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। সন্তানের যত্ন নিন।

প্রতিকার : সূর্য চালিশা পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি : ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মসূত্রে বদলির সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। আত্মীয়–পরিজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : তিলের তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালান।

মীন রাশি : ব্যবসা ও চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফলের সম্ভাবনা। স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানের অতিরিক্ত জেদে সংসারে অশান্তির কারণ হতে পারে। অপরিচিত ব্যক্তির অযাচিত সাহায্য থেকে বিরত থাকুন। গবেষণার ক্ষেত্রে বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : অকার্যকর মুদ্রা জলে নিক্ষেপ করুন।

এয়ার ইন্ডিয়ায় ৩২৫ টেকনিশিয়ান

এয়ার ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস লিমিটেড 'এয়ারক্রাফট টেকনিশিয়ান' ও 'টেকনিশিয়ান' পদে ২২৫ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য।

এয়ারক্র্যাফট টেকনিশিয়ান (মেন্টেন্যান্স অ্যান্ড ওভারহুল): মেকানিক্যাল বা অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, ও বি সি হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য।

মেকানিক্যাল স্ট্রিমে এয়ারক্রাফট মেন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এএমই ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, ওবিসি হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। অ্যাভিয়েশন সেক্টরে এয়ারক্র্যাফট মেন্টেন্যান্স বা ওভারহুল শপসে অন্তত ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

এয়ারক্র্যাফট টেকনিশিয়ান (অ্যাভোনিক্স) (ইলেক্ট্রিক্যাল /ইন্সট্রুমেন্টাল/রেডিও) : ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, রেডিও, ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, ও বি সি হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য।

অ্যাভোনিক্স স্ট্রিমে এয়ারক্র্যাফট মেন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এএমই ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, ওবিসি হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। অ্যাভিয়েশন সেক্টরে এয়ারক্র্যাফট মেন্টেন্যান্স বা, ওভারহুল শপসে অন্তত ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

টেকনিশিয়ান–ফিটার/শীট মেটাল, কার্পেন্টার, আপহোলস্টার – পেইন্টার, ওয়েল্ডার, মেশিনিস্ট : আইটিআই, থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। অ্যাভিয়েশন সংক্রান্ত কাজ ১ বছরের আর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্তত ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

টেকনিশিয়ান–এক্স রে/এনডিটি : ফিজিক্সের বি.এসসি কোর্স পাশরা কিংবা মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা বা, ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। অ্যাভিয়েশন (এনডিটি) সংক্রান্ত কাজে ১ বছরের আর এনডিটি, ফিল্ডে অন্তত ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ওপরের সব পদের বেলার বয়স হতে হবে ১–৩–২০২৩'এর হিসাবে ৩৫ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সি–রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। ৫ বছরের চুক্তিতে কাজ করতে হবে। পারিশ্রমিক মাসে ২৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ৩২৫টি (সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের জন্য যথারীতি শূন্যপদ সংরক্ষিত আছে)।

প্রার্থী বাছাই হবে সরাসরি ইন্টারভিউয়ের মাধ্যম। এয়ারক্র্যাফট টেকনিশিয়ান (এ অ্যান্ড সি অ্যান্ড অ্যাভোনিক্স) পদের বেলায় ইন্টারভিউ হবে ৩১ মার্চ, বেলা সাড়ে ৯টায় আর এয়ারক্র্যাফট টেকনিশিয়ান (ফিটার, শীট মেটাল, কার্পেন্টার আপহোলস্টার, পেইন্টার, ওয়েল্ডার, মেশিনিস্ট, এক্স–রে, এনডিটি) পদের যোগ্যতা ১১ এপ্রিল, বেলা সাড়ে ৯টায়।

সব ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ হবে এই ঠিকানায় : Personnel Department, A–320 Avonics Complex (Near New Custom House). IGI Airport Terminal–II New Delhi–1100 037. ইন্টারভিউয়ের দিন বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট, পাশপোর্ট মাপের ফটো, অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট, বাসিন্দা সার্টিফিকেট ইত্যাদি প্রমাণপত্রের মূল ও প্রত্যায়িত নকল সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কাজের খবর

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে ১২৫ চাকরি

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে পুণে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জুনিয়র ক্লার্ক, ড্রাইভার, ওয়াচম্যান, মজদুর, সাফাই কর্মচারী, মালি, ডি. এড, টিচার পদে ১২৫ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য।

ড্রাইভার : মাধ্যমিক পাশরা হাল্কা ও ভারি গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকলে আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে ১৯,১০০– ৬৩,২০০ টাকা।

শূন্যপদ : ৫টি (জেনা : ২, ওবিসি ১, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস ১)।

জুনিয়র ক্লার্ক : যে কোনেরা শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা কম্পিউটার টাইপিংয়ে কমার্শিয়াল সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আর অন্তত ইংরিজি টাইপিংয়ে ৪০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে : ১৯,৯০০–৬৩,২০০ টাকা। শূন্যপদ : ১৪টি (জেনাঃ ৮, ও বি সি ৩, তঃ জাঃ ১, তঃ উঃ জাঃ ১, ই ডব্লু এস ১)।

স্টোর কুলি : সপ্তম শ্রেণি পাশরা আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে : ১৫,৯০০০–৪৭,৬০০ টাকা। শূন্যপদ : ২টি (জেনাঃ ১, ও বি সি ১)।

ওয়াচম্যান : মাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে : ১৫.০০০–৪৭.৬০০ টাকা। শূন্যপদ : ৭টি (জেনাঃ ৫, ও বি সি ২)।

আয়া : সপ্তম শ্রেণি আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে ১৫,০০০–৪৭,৬০০ টাকা। শূন্যপদ : ২টি (জেনাঃ ১, ও বি সি ১)।

হাই স্কুল টিচার : অঙ্ক, বিজ্ঞান বা ইংরিজি বিষয় নিয়ে ডিগ্রি কোর্স পাশরা বি এড কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। টেট বা সি টেট কোয়ালিফাই করে থাকতে হবে। মূল মাইনে : ৩৮,৬০০–১,২২,৮০০ টাকা। শূন্যপদ : ৬টি (জেনাঃ ২, ও বি সি ১, তঃ জাঃ ১, তঃ উঃ জাঃ ১, ই. ডব্লু. এস ১)।

মালি (ট্রেন্ড) : মাধ্যমিক পাশরা গার্ডেনারের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে ১৮,০০০ – ৫৬,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ৪টি (ও বি সি ১, তঃ জাঃ ১, তঃ উঃ জাঃ ১, ই ডব্লু এস ১)।

মজদুর : সপ্তম শ্রেণি পাশরা আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে ১৫,০০০–৪৭,৬০০ টাকা। শূন্যপদ : ৮টি (জেনাঃ ৪, ও বি সি ২, ইডব্লু এস ২)।

সাফাই কর্মচারী : সপ্তম শ্রেণি পাশরা আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে : ১৫০০০–৪৭,৬০০ টাকা। শূন্যপদ : ৬৯টি (জেনাঃ ২৯, ও বি সি ২৫, তঃ উঃজাঃ ৯, ই ডব্লু এস ৬)।

ডি এড টিচার : যে কোনো শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশরা ডি এড কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। টেট বা সি–টেট কোয়ালিফাই করে থাকতে হবে। মূল মাইনে : ২৯,২০০–৯২.৩০০ টাকা। শূন্যপদ : ৮টি (জেনা ৩, ও বি সি ২, তঃ জাঃ ১, তঃ উঃ জাঃ ১, ইডব্লুএস ১)। সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ৪–৪–২০২৩ এর হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ও বি সি রা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : Recruitment/P–168, Date : 22.02.2023 প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা দক্ষতা, প্র্যাক্টিক্যাল বা ট্রেড টেস্টের মাধ্যমে। কোনো ইন্টারভিউ নেই।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে বা অফলাইনে ৪ এপ্রিলের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে : https://pune.cantt.gov.in. এজন্য বৈধ ই–মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর যাবতীয় তথ্য আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৬০০ (তফশিলী, প্রতিবন্ধী, ও ইডব্লুএস প্রার্থীদের বেলায় ৪০০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে

কম পুঁজিতে গোল্ড প্লেটিংয়ের ব্যবসা করতে চাইলে

সোনা, লোহা, অ্যালুমিনিয়ম প্রভৃতি ধাতুতে মরচে ধরে ক্ষয় হয়। এই ক্ষয় রোড করতে ওইসব ধাতুর ওপর কোটিং বা, প্রলেপ দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সোনার জলে ধোয়া। যার অন্য নাম ইলেক্ট্রোপ্লেটিং। গ্রাম বাংলার ছেলেমেয়েরা কম পুঁজিতে এই ব্যবসা করতে পারেন। ব্যবসা শুরু করতে চাইলে ট্রেড লাইসেন্স ছাড়াও দূষণ পর্ষদের ছাড়পত্র নিতে হবে।

কাঁচামাল : ধাতু অনুযায়ী ঠিক করতে হবে কী ধরনের প্লেটিং হবে। বিভিন্ন ধাতুর মরচে দূর করতে নানা ধরনের রাসায়নিক দরকার হয়। যেমন কপারের জন্য কপার সায়ানাইড, সোডিয়াম সায়ানাইড। নিকেলের জন্য ক্লোরাইড, বরিক অ্যাসিড, নিকেল সালফাইড। জিঙ্কের জন্য সোডিয়াম সায়ানাইড, কস্টিক সোডা, জিঙ্ক অক্সাইড। সোনার জন্য ব্যবহার করতে হয় সিলভার সায়ানাইড ও সিলভার। এছাড়াও লাগে কাঁচা সোনা।

মেশিনারি : ইলেক্ট্রোপ্লেটিংয়ের জন্য লাগে এইসব মেশিন : রেক্টিফায়ার, হিট চেম্বার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল থার্মোমিটার, গ্লাস হিটার, পালিশ মেশিন, ক্লিনিং সলিউশনের জন্য লাগে ট্যাঙ্ক, পিভিসি।

কোথায় কী পাবেন : যাবতীয় উপাদান ও মেশিনারি পাবেন কলকাতার নেতাজী সুভাষ রোড, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, এজরা স্ট্রিট। কাঁচা সোনা সস্তায় পাবেন মেদিনীপুরের দাসপুরে।

ঘরের মাপ : ছোটো ইউনিটের জন্য ঘরের মাপ হতে হবে ৬ ফুট বাই ৪ ফুট। মেশিন চালানোর জন্য লাগে ২২০ ভোল্টেজ বিদ্যুৎ।

কীভাবে তৈরি করবেন : যে ধাতুতে গোল্ডেন প্লেটিং করতে চান, তার ওপর থেকে তেল চটচটে ভাব তুলে ফেলতে হবে কস্টিক সোডা দিয়ে। সালফিউরিক অ্যাসিড আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে ধাতুর মরচে দূর করতে হবে। এরপর রেডিয়াম বা, নিকেল প্লেটিং করে গোল্ড সলিউশন দিয়ে গোল্ড প্লেটিং সলিউশন দিয়ে সোনালি বা গোল্ডেন রঙ করতে হবে। তবে এটা সাময়িক প্লেটিং। এই প্রক্রিয়ায় ওইসব ধাতু ২ থেকে ৪ মাস চকচকে থাকবে। বেশি দিন চকচকে রাখতে হলে হিট চেম্বার ব্যবহার করতে হবে। বাজারে এখন অটোমেটিক গোল্ড প্লেটিং মেশিন পাওয়া যায়। কোনো কর্মচারি না রেখে একাই মেশিন চালাতে পারেন। গোল্ড প্লেটিং ব্যবহার : সোনার গয়না, ঘড়ি, চশমা, শৌখিন মূর্তি, গাড়ির অংশ, সাইকেলের পার্টস, কলমের মুখের অংশ।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায় হিন্দ্ সংঘ যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শব্দবার্তা ২৪১

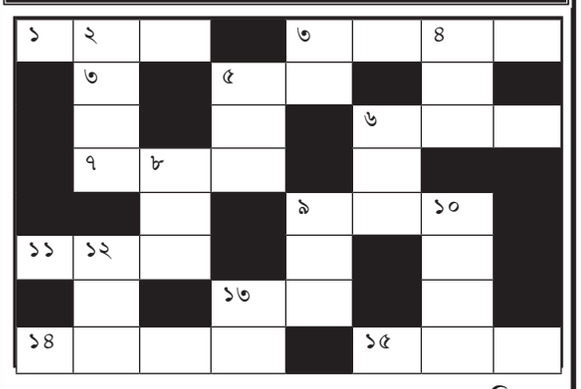

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অচেনা, অনাত্মীয় ৩। জামা বা অন্য সেলাই করা পোশাকের ভিতর দিকের অতিরিক্ত কাপড় ৫। সখী ৬। দীপ্তিমান, উজ্জ্বল ৭। পরিহার করা ৯। অবিরাম, সর্বদা ১১। শ্যামলবর্ণ ১৩। মূল্য, দাম ১৪। কাছাকাছি জায়গা ১৫। উদ্ভাস।

উপর–নীচ

২। চির প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ৩। প্রশ্রয়, আশকারা ৪। খাস ৫। 'ইজ্জত' দিন ৬। ভগ্নীর কন্যা ৮। উদর ৯। 'নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সমবৃত —' ১০। পদ্ম ১২। শিব, মহাদেব ১৩। একে শূন্য।

সমাধান : ২৪০

পাশাপাশি : ২। কুসুমকুসুম ৫। সুরুচি ৬। রসাঞ্জন ৮। তাবৎ ৯। মধুপ ১১। আপ্তকথা ১৩। ছলনা ১৪। দেওয়ালগিরি।

উপরনীচ : ১। বসুমাতা ২। কুচিকিৎসক ৩। মন্দির ৪। মগন ৭। সালম মিছরি ১০। পদ্মনাভ ১১। আমুদে ১২। থামাল।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

বঙ্গযোদ্ধায় অগ্রাধিকারের আন্দোলনের অঙ্গীকার

মলয় সুর : বাঙালি জাতির মূল মেরুদণ্ড বাংলা ভাষার সম্মান, আধিপত্য বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে প্রশ্নের সামনে। তাই বঙ্গযোদ্ধা সংগঠন বাংলা ভাষা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য ভূমিসন্তানদের মূল ভাষার মর্যাদা,অধিকার ও আধিপত্য রক্ষার শপথ গ্রহণ করেছে। শনিবার ১৮ মার্চ প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের বিভিন্ন দাবি আদায়ের কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সমস্ত সর্বভারতীয় পরীক্ষা বাংলা ভাষায় দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। রাজ্য সরকারের চাকরির ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ আসন রাজ্যের ভূমিপুত্রদের জন্য সংরক্ষিত রাখা। শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে বাংলা পড়ানো বাধ্যতামূলক। বাংলার ইতিহাসে মনীষীদের জীবনী পাঠ্যক্রমে রাখতে হবে। অন্যদিকে, বঙ্গযোদ্ধা সংগঠন চায় ভারতের অন্যান্য জাতির যেমন পাঞ্জাব রেজিমেন্টে, গোর্খা রেজিমেন্ট রয়েছে তেমনি বাংলা রেজিমেন্টও চালু করা অবশ্যই প্রয়োজন। এদিন বঙ্গযোদ্ধা সংগঠনে যোগ দিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস সহ আরও অনেকে। এর আগে তিনি বাংলাপক্ষ নামে একটি সংগঠনে যুক্ত ছিলেন। এদিন সকলেই নতুন মঞ্চে একজোট হয়ে কাজ করার অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন। ছিলেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট প্রবীর রায়, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অভিজিৎ কুণ্ডু, অরিন্দিম বিশ্বাস, অরুণ কুমার সেন ও গার্গী ব্যানার্জী।

উদ্ধার গরু, গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঝাড়খণ্ড বীরভূম সীমান্তের নাচপাহাড়ী এলাকা থেকে রবিবার দুপুরে লরি থেকে এগারোটি গরু এবং নয়টি বাছুর আটক করলো নলহাটি থানার পুলিশ। তিন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

মারধরের অভিযোগ শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাত পা বেঁধে জামাইকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো খোদ শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম জামাই মোফিজুল মোল্লা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর অঙ্গদবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা মোফিজুল মোল্লার সঙ্গে ১৪ বছর আগে বিয়ে হয় দাঁড়িয়া তেঁতুলবেড়িয়া গ্রামের এসমা'র। দম্পতির এক কন্যা ও দুই পুত্র সন্তান রয়েছে।
এমন ঘটনা নজরে পড়ে মোফিজুলের মামাতো বোন সানা মোল্লা'র। মোফিজুলের দাবি, 'শ্বশুর বাড়ি এলাকায় একটি অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে গিয়েছিলাম। রাতে আমার স্ত্রীকে একা ঘুরতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,রাতে একা একা ঘুরছে কেন? কোন উত্তর না পেয়ে একটা চাপড় মেরেছিলাম। এরপর চারজন কাকা শ্বশুর ও শাশুড়ি মিলে আমার হাত পা বেঁধে ইচ্ছামতো বেধড়ক মারধর করে। নগদ ১০ হাজার টাকা ও বাইক কেড়ে নেয়। পরে রাতের অন্ধকারে খালে ধারে ফেলে দিয়ে যায়। আমার মামাতো বোন দেখতে পেয়ে আমাকে বাঁধন খুলে উদ্ধার করে। আমার বাড়িতে ফোন করে খবর দেয়। বাড়ির লোকজন আমাকে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং হাসপাতালে নিয়ে আসে। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং শুক্রবার রাতে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।' অন্যদিকে ক্যানিং থানার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। যদিও ঘটনায় কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

গরম পড়তেই জল সমস্যায় সিউড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ আসেনি। তার আগে সামান্য গরম পড়তেই জলের সমস্যা শুরু হয়েছে সিউড়ি পৌরসভা এলাকায়। স্থানীয় গৃহবধূ দেবযানী মাল বলেন, শহরের পুকুর নোংরা, যেখানে জল পড়ছে সেখানে জল নেওয়ার লোক নেই অথচ আমাদের কল রয়েছে কিন্তু জল পাচ্ছি না। সন্ধ্যা দাস বলেন, ঘরে ঘরে জলের কল দেবার জন্য মিটিং হল, কিন্তু এখনো তা আসে নি, জলের সমস্যার কথা স্বীকার করে সিউড়ি পৌরসভার পুরপ্রধান প্রনব কর বলেন, ছয় সাতটা ওয়ার্ডে বেশ সমস্যা রয়েছে। যে পরিমাণ জল দরকার সেই সোর্স নেই। দিন কুড়ি আগে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম একটি টিম পাঠিয়েছিলেন, সার্ভে করে গিয়েছে। আর এক সমস্যা ট্যাপ আছে, ট্যাপের মুখ নেশাগ্রস্থ ছেলেরা খুলে নিচ্ছে ।

জমি দখল, কাঠগড়ায় অনুব্রত ঘনিষ্ঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৩ মার্চ বাসাপাড়ায় বহুমূল্যের চাষ জমি জোরপূর্বক দখল করে মিলন মেলার মাঠ করার প্রতিবাদে জমি ফেরতের দাবিতে অনিচ্ছুক কৃষক পরিবারের সদস্যরা বিক্ষোভ দেখায়। কাঠগড়ায় বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ বীরভূম জেলাপরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল কেরিম খান। বাসিন্দাদের অভিযোগ, বাসাপাড়া কিষাণ মান্ডির কাছে প্রায় ৪৫ বিঘা জমি জোরজবরদস্তি দখল করে নেয় কেরিম। ধুপসরা তৃণমূলের পক্ষ থেকে জমির মালিকদের লিখিত নোটিশও পাঠানো হয়। জমির বাজার মূল্য যেখানে প্রায় ছয়লক্ষ টাকা কাঠা সেখানে কেরিম চার লক্ষ টাকা বিঘা হিসেবে জমিগুলি নিয়ে নিয়েছে। জমি রেজিস্ট্রি করার জন্য কোন রেজিস্ট্রি অফিসে যায় নি। পার্টি অফিসে রেজিস্ট্রি অফিসের আধিকারিকরা এসে জমি রেজিস্ট্রি করে দেয় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। অনুব্রত মণ্ডলের নির্দেশেই এসব কিছু ঘটেছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের ।

পানের বরোজে বিদ্যুৎপৃষ্ট যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : পানের বরজে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনায় আহত আরও পাঁচজন। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরের হাজী মোড়ের কাছে প্রদীপ প্রামানিক নামের এক ব্যক্তির পানের বরোজে। পানের বরোজে কাজ করতে গিয়েছিল স্থানীয় আটজন যুবক। পাম্পের মাধ্যমে বরোজে জল দেওয়ার কাজ চলছিল। পাশে থাকা একটি লোহার রডে হাত দেয় এক শ্রমিক। সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তি বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁকে উদ্ধার করতে এসে আরো পাঁচজন শ্রমিক বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়। মেন সুইচ বন্ধ করে শ্রমিকদের উদ্ধার করে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। ঘটনায় মহাদেব মন্ডল নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বাড়ি গঙ্গাসাগরের বেগুয়াখালী এলাকায়।

বিধায়ক তহবিল থেকে কেনা হয়েছে অত্যাধুনিক স্পিডবোট

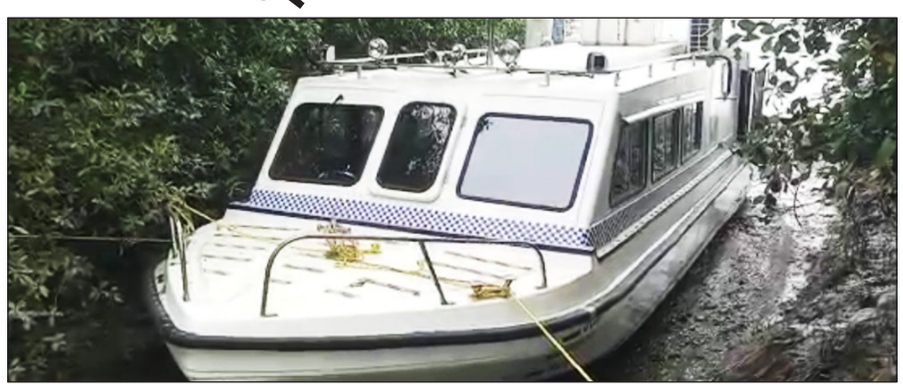

বিরোধিতা দলের অন্দরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা পরগনা জেলা ও বাংলাদেশ জল সীমান্তের শেষ ব্লক হল গোসাবা। সুন্দরবন এলাকাধীন এই ব্লক এলাকায় ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। যা আবার ৯টি দ্বীপের মধ্যে। এই ১৪টি পঞ্চায়েত এলাকা তথা গোসাবা ব্লক এলাকায় বসবাস করেন ২ লক্ষ ৪৭ হাজারের মতো মানুষ। এই বিপুলসংখ্যক মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই দুর্বিষহ। কারণ এখনো পর্যন্ত গোসাবা ব্লক এলাকায় একটিও সেতু নির্মাণ হয়নি। সে বাম আমলই হোক বা বর্তমান তৃণমূল সরকারের সময়কালই হোক। একটি দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যেতে এখনও মানুষের ভরসা চিরাচরিত নৌকা, ভুটভুটি। এহেন গোসাবার একেবারে দুরবর্তী শেষ গ্রামপঞ্চায়েত এলাকা হলো কুমিরমারি। এর পাশের পঞ্চায়েত আমতলী। রাতবিরেতে এই দূরবর্তী এলাকা থেকে রোগী কিংবা প্রসূতি মায়েদেরকে জরুরি অবস্থায় জলপথে গোসাবা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসতে সময় লেগে যায় প্রায় চার ঘন্টা। সেই সমস্যাকে মাথায় রেখেই গোসাবার তৃণমূল বিধায়ক সুব্রত মন্ডল ২০২১– ২২ অর্থ বর্ষে তার বিধায়ক তহবিল থেকে ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন একটি অত্যাধুনিক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত স্পিডবোড কেনার জন্য। ইতিমধ্যেই গার্ডেনরিচ থেকে সেই ২০ আসন বিশিষ্ট স্পিডবোটটি যেটিকে বিধায়ক ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছেন তা চলেও এসেছে গোসাবার বিডিও ঘাটে। মাত্র ৪০ মিনিটের মধ্যেই চার ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে রোগীকে পৌঁছে দেবে গোসাবা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতাল কিংবা ছোট মোল্লাখালি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। যদিও তার জন্য প্রায় ৪০ লিটার পেট্রোল খরচ হবে। গোসাবা ব্লক এলাকার মধ্যে থাকা সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ও সুন্দরবন উপকূল থানার পুলিশ তাদের জন্য স্পিডবোট থাকলেও গোসাবার বিডিও কিংবা হাসপাতালের জরুরি ভিত্তিতে কাজের ক্ষেত্রে কোন স্পিডবোট এতোদিন ছিল না।সেই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই বিধায়ক তার তহবিল থেকেই এই স্পিডবোটটি কিনেছেন বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য শনিবার গোসাবাতে গিয়েয়েছিলেন রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী জাভেদ খান ও সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। সুন্দরবনের জলপথে রোগীদেরকে নিয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নৌকাই যে একমাত্র ভরসা সেটা বিডিও অফিসের সভাস্থলেই সেই সমস্যার কথা নিজেই তুলে ধরেন জাভেদ খান। তার দপ্তর থেকেও একটি ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন বলেও জানিয়েছেন। সেই সভাতেই মন্ত্রী বিধায়কের উদ্যোগ অ্যাম্বুলেন্সের বিষয়টাও তিনি উত্থাপন করে। যদিও এই স্পিডবোট কেনার বিষয়ে তৃণমূলের দলীয় অন্দরে আপত্তি উঠেছে। বিধায়ক বিরোধী তৃণমূল জেলা পরিষদ সদস্য অনিমেষ মন্ডল জানিয়েছেন বিধায়ক কাউকে না জানিয়ে স্পিডবোট কিনেছেন। তিনি এও বলেছেন যখন নদী বাঁধের অবস্থা খারাপ সেই সময় ওই টাকা পেলে নদী বাঁধের কাজে লাগতো।

বিপর্যয় মোকাবিলায় জেলা জুড়ে মকড্রিল

অমিত মন্ডল : কেন্দ্রীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী সারা দেশের মতো এই রাজ্যে গত ২৩ মার্চ বিভিন্ন মহকুমায় অনুষ্ঠিত হল আপৎকালীন বিপর্যয় মোকাবিলার মকড্রিল বা মহড়া। বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাঁচটি মহকুমায় অনুষ্ঠিত হয় এই মহড়া। ক্যানিংয়ের জীবনতলা, ডায়মন্ড হারবার নূরপুর, বারুইপুরের কুলতলী, আলিপুরের বুরুল এবং কাকদ্বীপের লট নম্বর ৮–এ এই মক ড্রিলের আয়োজন করা হয়। ক্যানিংয়ের জীবনতলায় উপস্থিত ছিল এনডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স, ফায়ার সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি। অন্যান্য বিভিন্ন মহকুমা শাসক সহ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নেতৃত্বে সফলভাবে এই মক ড্রিলে অংশগ্রহণ করে সিভিল ডিফেন্স সহ মহকুমার সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি। মূলত আগামী বিপর্যয় মরসুমের ঘটনা সাইক্লোন, বন্যা, ডুবে যাওয়ার মতো বিপর্যয়ের প্রস্তুতি হিসাবে এই মক ড্রিলের আয়োজন বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

বিএসএফের তৎপরতায় পেট্রাপোলে উদ্ধার তিন কোটি টাকার সোনার বিস্কুট

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তের পেট্রাপোলে সীমান্ত থেকে সম্প্রতি সোনা উদ্ধার করল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। মাছের গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের সোনা পাচারের চেষ্টা করছিল পাচারকারী। ঘটনায় মাছের গাড়িটি সহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে বিএসএফ। বেশ কিছুদিন ধরেই উত্তর চব্বিশ পরগণার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে সোনা পাচারের খবর উঠে আসছে। বিভিন্ন সময়ে কখনও জুতোর নীচে, কখনও মলদ্বারে লুকিয়ে, কখনওবা সাইকেলের টায়ারের মধ্যে, কৃষিকাজে ব্যবহৃত জিনিসের ভিতর, বাইকের সিটের তলায়, ট্রাকের মধ্যে করে সোনা পাচারের চেষ্টা করা হয়েছে। বিএসএফের তৎপরতায় এইসব ধরনের পাচারের চেষ্টা রোধ করা সম্ভব হয়। চলতি মাসে বনগাঁ এলাকায় প্রায় দশ কেজি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সংবাদ সূত্রে প্রকাশ, কর্তব্যরত জওয়ানেরা গোপনসূত্রে খবর পায় যে এক ট্রাক চালক পেট্রাপোল হয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে সোনা পাচার করতে চলেছে। খবর পেতেই তল্লাশি জোরদার করে বিএসএফ। কিছুক্ষণ পরেই সন্দেহভাজন একটি ট্রাক আইসিডি পেট্রাপোল দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এরপরই বিএসএফ কর্মীরা তল্লাশির জন্যে ট্রাকটিকে দাঁড় করায়। জানা যায়, ওই ট্রাকে করে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা থেকে ভারতে মাছ আনা হচ্ছে। এরপর তল্লাশি চালাতেই মাছের বাক্সের নিচে থেকে একটি প্যাকেট থেকে চল্লিশটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়। ট্রাক সহ চালককে তখনই আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিএসএফ ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয় বলে বিএসএফ সূত্রে জানানো হয়েছে। থার্মোকলের বাক্সের মধ্যে টেপ জড়ানো অবস্থায় ছিল সোনাগুলি। প্যাকেট কেটে সোনাগুলিকে বের করা হয়। পাচারকারীর নাম সুশঙ্কর দাস। তার বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরায়। প্রায় পনেরো বছর ধরে সে ট্রাক চালায়। বাংলাদেশ থেকে আনা মাছগুলি ভারতে এক মাছ ব্যবসায়ীর কাছে সেই মাছগুলিকে হস্তান্তর করার কথা ছিল। এরপর পাচারকারীকে সোনার বিস্কুট সহ শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়, উদ্ধারকৃত চল্লিশটি সোনার বিস্কুটের ওজন প্রায় দশ কেজি। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা।

সুন্দরবন রক্ষায় অ্যাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বের সবচেয়ে আশ্চর্যতমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুন্দরী সুন্দরবন। আর এক শ্রেনীর অসাধু মানুষের নজরে শেষ হয়ে যাচ্ছে এই সুন্দরবন।আর এবার সুন্দরবনকে রক্ষা করবে 'সুন্দরী সুন্দরবন' অ্যাপ। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবার সুন্দরবন রক্ষার জন্য মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার শুরু হল। একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে তৈরি হয়েছে এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি। যার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন নানা ধরনের অভিযোগ জানানো যাবে, তেমনি বিভিন্ন বিষয়ে আবেদন ও জানানো যাবে। পাশাপাশি কেউ কোন তথ্য জানতে চাইলেও এই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবন সংক্রান্ত সেই তথ্য প্রদান করা হবে।এছাড়া যে কেউ এই অ্যাপ্লিকেশনে সুন্দরবন সংক্রান্ত ছবি, তথ্য আপলোডও করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। সব মিলিয়ে সুন্দরবনকে আরও ভালভাবে জানতে, বুঝতে ও সুন্দরবন এলাকার মানুষের সমস্যার সমাধান ও জীব বৈচিত্রকে রক্ষার তাগিদে এই মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। আর এই সুন্দরবন রক্ষায় এই অ্যাপটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করেন সুন্দরবন বিশেষজ্ঞরা।

সাপ নিয়ে শুরু হল আন্তর্জাতিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাপের কামড়ে আর মৃত্যু নয় এবং পরিবেশের স্বার্থে সাপ মারা উচিৎ নয়। এমনই বার্তা নিয়ে ১৭ মার্চ দুপুরে ক্যানিংয়ের বন্ধু মহলে শুরু হল তিন দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এদিন দুপুরে আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনের সূচনা করেন বারুইপুর জেলা পুলিশ সুপার পুষ্পা ও ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ সুরেশ সরদার। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের দুজন প্রতিনিধি জনাব আবু তাহের ও জনাব রফিক ইসলাম,ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রতীক সিং,ডিএসপি ট্রাফিক সৌম্যশান্ত পাহাড়ি,ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক দিবাকর দাস,আইসি ক্যানিং সৌগত ঘোষ,ডাঃ তাপস ভট্টাচার্য,সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় সহ বিশিষ্টরা।বিগত দিনে সাপে কামড় দিলে সাধারণ মানুষ কি করবে তার বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরে সম্মেলনের পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা হয়। পাশাপাশি বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি কি ভাবে উপকার করে তার বাস্তবতা নিয়েও আলোচনা হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুলিশ সুপার পুষ্পা বলেন, 'সাপ বাঁচাও,মানুষ বাঁচাও' এমন উদ্যোগ প্রসংশনীয়। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে। সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পাবে।' মহকুমা শাসক প্রতীক সিং বলেন,'সচেতনতার মাধ্যমে সাপ যেমন বাঁচবে, তেমনই সাপের কামড়ে মানুষও বাঁচবে। সকলকেই সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে।'
ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন, 'সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যু কখনই কাম্য নয়। এমনকি মানুষের হাতে সাপের মৃত্যুও কাম্য নয়। দুটি ঘটনাই বেদনাদায়ক। এমন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার সাথে সচেতনতার প্রচার চালিয়ে আসছি। সচেতনতার অগ্রগতি হয়েছে অনেকাংশ। আগামীতে যাতে সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা 'শূন্য' তে নামিয়ে আনা যায় সেই প্রচেষ্টাই আমরা শুরু করেছি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে।'
উল্লেখ্য সাপের কামড়ে মৃত্যু বিষয়টি 'জাতীয় কর্মসূচি'র অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা(হু)ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে সমগ্র বিশ্বে সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা অর্ধেক কমিয়ে আনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে।

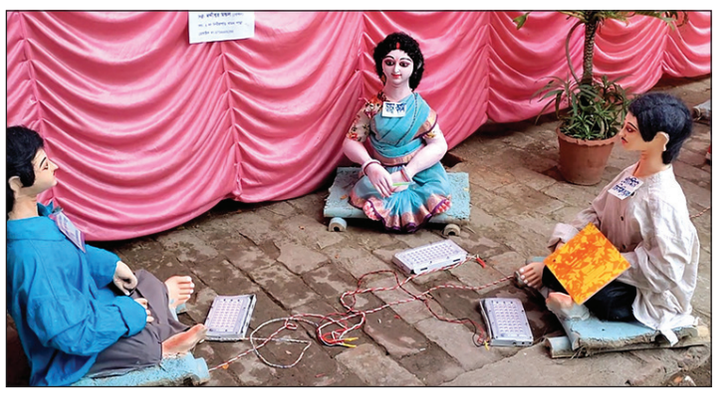

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

গ্রাম বৈদ্যুতিককরণে কারসাজি

(বিশেষ সংবাদদাতা)

গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চলেছে। কিন্তু এ কাজের ভিতরেও হচ্ছে অনেক কারসাজি। সংবাদে প্রকাশ, মগরাহাট স্টেশন থেকে মগরাহাট উস্তি রোড বরাবর বিদ্যুতের লাইন বসানোর কাজ চলেছে।
কিন্তু প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও নিকটবর্তী খনকারবাজার আলো থেকে বঞ্চিত হলো। অথচ পার্শ্ববর্তী বাসনপাড়ায় পোস্ট বসে গেছে।
খনকার বাজারে পোস্ট না বসাতে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা রাজ্য বিদ্যুৎ কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৭ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৭৩, ১লা চৈত্র, ১৩৭৯, বৃহস্পতিবার

নিকাশী বিক্ষোভের মুখে দিদির দূত

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে দিদির দূত হয়ে রবিবার বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি তথা সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী সাহাপুর গ্রামে যায়। সেখানে নিকাশি নালা নিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়েন বিধায়ক। গ্রামবাসী শেখ রেইদুল্লা বলেন, বড়ো মসজিদের পিছনের রাস্তায় জল সরছে না, কাদা জমে যাচ্ছে। পঞ্চায়েতে পঞ্চাশটি দরখাস্ত করেছি, কিন্তু লাভ হয় নি। বিধায়ক তার সঙ্গে কথা বলার সময় দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি ভোলানাথ মিত্র তৃনমূল আমলে রাস্তা হয়েছে বলতে গেলে রেইদুল্লা ব্লক সভাপতিকে দাবড়িয়ে বলেন, আপনি আগে না আমি আগে, পঞ্চায়েতের ভিত গড়েছি আমি। আমার বয়স আটাত্তর চলছে। বিতর্কের মাঝে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন বিধায়ক। বৃষ্টি হলে ত্রিপল না পাওয়ার অভিযোগ জানিয়ে গ্রামবাসীরা বলেন, ঘরের চালে বৃষ্টি হলে জল পড়ে, ১৫ বছর ধরে কিছুই পাই নি। পঞ্চায়েতে গেলে ব্লকে যেতে বলে, ব্লকে গেলে ছবি তুলে আনতে বলে। বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। সংবাদমাধ্যমকে বিধায়ক বলেন, আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে। বিজেপি সরকার ষড়যন্ত্র করছে। স্থানীয় নেতৃত্ব মহিম কয়েকদিনের মধ্যে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে সাব মার্শালের ব্যবস্থা করে দেবে।

কাকদ্বীপ আদালতে ঘোষণা হল ফাঁসির সাজা

বকখালি হোটেলে খুন

অমিত মণ্ডল, কাকদ্বীপ: এই প্রথম কাকদ্বীপ আদালতে দেওয়া হলো ফাঁসির নির্দেশ। ২০১৮ সালে বকখালির একটি হোটেলে এক গৃহবধূকে খুনের ঘটনায় কাকদ্বীপ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক বুধবার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ফাঁসির নির্দেশ দেন। নামখানা ব্লকের দ্বারিকনগর এলাকার দুর্গা বারুই নামের বছর ৩২ এর গৃহবধূকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে সমর পাত্র নামের এক যুবক ২০১৮ সালের ১১ এপ্রিল বকখালীর মৌমিতা হোটেলে নিয়ে যায়। সেই হোটেলে নিয়ে গিয়ে ওই গৃহবধূকে শ্বাস রোধ করে খুন করে অভিযুক্ত। এছাড়াও মহিলার শরীরে ধারালো কোন কিছু দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে সমর। ঘটনার পরেই হোটেলের বাথরুমের জানালা ভেঙে পালায় অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি। খবর পেয়ে হোটেলের ভেতর থেকে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করার পরে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। তদন্তে নেমে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার তদন্তকারী অফিসার অর্পণ নায়েক দেড় মাসের মাথায় আসামী সমর পাত্রকে নামখানা খেয়াঘাট থেকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্ত সমরের বাড়ি নামখানার রাজনগর এলাকায়। এরপর থেকে কাকদ্বীপ আদালতে এই ঘটনার বিচার চলতে থাকে। পাঁচ বছর পর অবশেষে বুধবার কাকদ্বীপ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক তপন কুমার মন্ডল অভিযুক্ত সমর পাত্রকে ফাঁসির নির্দেশ দেন।
২০০৭ সালে কাকদ্বীপ ফাস্ট ট্রাক কোর্ট উদ্বোধন হয়। পরবর্তীতেকালে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত তৈরি হয়। ২০০৭ সালের পর থেকে কাকদ্বীপ আদালতে এই প্রথমবার ফাঁসির নির্দেশ দেওয়া হল।

ভদ্রেশ্বরে গঙ্গানদী ভাঙন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গঙ্গা নদীর ভাঙন আতঙ্ক গ্রাস করেছে ভদ্রেশ্বরবাসীকে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরে ভদ্রেশ্বর গঙ্গানদীর কয়লা ডিপো ঘাটে রেলের ইয়ার্ডে মাল গুদামের নিকট বহু পুরনো রেলে জেটিটি গঙ্গানদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। যে কোনও মুহূর্তে ভাঙনের গ্রাসে চলে যেতে পারে পুরো জেটিটি। বেশ কিছুটা অংশই চলে গিয়েছে গঙ্গাবক্ষে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ২৫ মার্চ – ৩১ মার্চ, ২০২৩

ক্যাডার পোষণ

রাজনৈতিক দলের কর্মী, সদস্য বা ক্যাডার হলে পাওয়া যায় দেদার সুবিধা। এমন একটা অলিখিত নিয়ম স্বাধীনতার পর থেকে বাংলার বুকে চলে আসছে। কংগ্রেস আমলে কর্মীদের চাকরি থেকে শুরু করে নানা সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ করতেন তৎকালীন বাম নেতারা। কলকাতা কর্পোরেশনে যা চেয়ার সংখ্যা ছিল তার থেকে বেশি কর্মী নিয়োগ হয়েছে বলে একসময় বাম নেতারা রাস্তা–ঘাট কাঁপিয়ে তুলেছেন। দু'চার বছরের খাপ ছাড়া শাসন ছাড়া প্রায় ৩০ বছর ধরে বঙ্গ শাসন করেছে কংগ্রেস। দুর্নীতি স্বজনপোষণ অত্যাচার শেষে এরাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বামেদের জোট। কিন্তু বঙ্গবাসী জানে তাদের ৩৪ বছরেও ক্যাডার বা কমরেড পোষা কম কিছু হয়নি। স্কুল, কলেজ, অফিস কাছারি, কলকারখানা সর্বত্রই নানা সংগঠনের নামে চলেছে ক্যাডার দৌরাত্ম। একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। পঞ্চায়েত রাজের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের হাতিয়ার পঞ্চায়েতেও দেখা গিয়েছে লাল ক্যাডারদের দাদাগিরি।

আজ যেসব বামনেতারা অন্যের দিকে আঙুল তুলে ধোয়া তুলসিপাতা সাজার চেষ্টা করছেন, তাদেরকে দেখে বাংলার মানুষ হাসছে। যে কংগ্রেসের নামে দুর্নীতি স্বজনপোষণের অভিযোগে আকাশ বাতাস রাজপথ কাঁপিয়েছিল বামেরা তারাই এখন সেই কংগ্রেসের রাজনৈতিক দোসর। আবার নিজেদের সমস্ত কুকীর্তি ফুলে তৃণমূলের পাঁকে ঢিল মারতে পাটকেল খেতে শুরু করেছে। সবাই বলছে, বঙ্গবাসীর কাছে কংগ্রেস, বাম এবং তৃণমূল সেই মাসতুতো, পিসতুতো ভাই যারা ক্যাডার পোষণে সিদ্ধহস্ত। ডাকাত দলের সদস্যরা একসঙ্গেই ডাকাতি করে সাধারণের ধন–সম্পদ একজায়গায় জড়ো করে। সেই সম্পদ ঘিরে তাদের উল্লাসের সীমা থাকে না। কিন্তু দিনের শেষে যখন ভাগবাটোয়ারার সময় আসে তখনই বাধে বিবাদ। শেষপর্যন্ত খুনোখুনি করে সব ডাকাতই শেষ হয়। কিন্তু জনগণ লুঠের মাল ফেরত পায় না। বাংলায় ঠিক এটাই চলছে। রাজনীতির নামে যেসব চোর–ডাকাত জনগণের পকেট থেকে রোজগার চুরি করছে তারা একদিন না একদিন শেষ হবেই। কংগ্রেস, বামেদের জমানা যেভাবে শেষ হয়েছে বর্তমান শাসক দলের কর্তৃত্বও হয়তো একদিন শেষ হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তার হারিয়ে যাওয়া অধিকার ফিরে পাবে না। বেকার যুবকরা লড়াই করতে করতে চলে যাবেন নির্ধারিত বয়সের ওপারে, যাদের পকেট প্রতিদিন কাটা যাচ্ছে তারা দারিদ্রতায় ধুঁকতে ধুঁকতে চলে যাবেন পরলোকে। কিন্তু রয়ে যাবে ফুলেফেঁপে ওঠা ক্যাডাররাজ।

দু'দলের জমানা পেরিয়ে আজ যারা শাসন ক্ষমতায় বাংলায় রয়েছে, তারা তো লা জবাব! এরা শুধু ক্যাডার পোষেনি। জনগণের হকের অধিকারও কেড়ে নিয়েছে পয়সার বিনিময়ে। শাসক দলের এক নেতা সেদিন দুর্নীতি আর অনিয়মের মধ্যে তফাৎ বোঝাচ্ছিলেন। কথার চাতুরতায় প্রমাণ করতে চাইছিলেন তাঁরা নাকি দুর্নীতি করেন না। অনিয়ম করেছেন মাত্র। আবার বলছেন এমন অনিয়ম তো বামেদের সময় ভুরি ভুরি ঘটেছে। অর্থাৎ দলের কর্মী বা ক্যাডারদের কিছু পাইয়ে দেওয়া নাকি রাজনীতিতে অন্যায় নয়। হায় বঙ্গবাসী! এইজন্যেই তারা নাকি ইংরেজের স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে রক্ত ঝরিয়েছে। শাসক দলের নেতাদের এই ব্যাখ্যা দেখে বাংলার বীতশ্রদ্ধ মানুষের প্রশ্ন তাহলে এত টাকা কোথা থেকে আসছে। তবে কি ক্যাডারদের কাছেও বিক্রি হয়েছে চাকরি? দুর্নীতি আর অনিয়মের মধ্যে তফাৎ কোথায়? আইনের চোখে দুটোই কি অপরাধ নয়? সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে কেউ কি অনিয়মটাও করতে পারে? নিজেরা দুর্নীতি করবেন বলেই কি বামেদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ১২ বছর ধরে?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? সংবিধানে উত্তর দেওয়ার জন্য যাদের কথা উল্লিখিত আছে তারা তো দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের পাশে দাঁড়িয়ে কাউকে বীর, কাউকে সম্পদ বলে অভিহিত করছে। এমনকী দুর্নীতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের বাঁচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। সত্যি এমন প্রশাসন কি শাসন ক্ষমতায় থাকার উপযুক্ত? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে লুকিয়ে আছে বাংলার ভবিষ্যত। আর এর উত্তর দিতে পারে সাধারণ জনগণ। সেইদিকেই তাকিয়ে বাংলা।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'বৈরাগ্য প্রকরণ'

ইতর বিষয় ভোগ নরকের দ্বাররূপে কুখ্যাত, তা কখনই মঙ্গলপ্রদ হয়। মোহ–মাতঙ্গের মত্ততায় বুদ্ধি সরোবর কলুষিত, কিভাবে আমি বুদ্ধির অমলিন স্বচ্ছতা পাব? জগতকে অন্তদৃষ্টিতে আত্মবৎ এবং বহিদৃষ্টিতে তৃণতূল্য বোধ করে কিভাবে পরমপ্রদ লাভ করা যায়। আমি জানতে চাই, সংসারে উপাদেয় কি, হেয় কি, কিভাবে চঞ্চল চিত্ত অচলের মত অটল হতে পারে? আমি তত্ত্ব–উপদেশ প্রার্থনা করি। আমার বিক্ষুব্ধ চিত্ত বাসনার দ্বারা লাঞ্ছিত, এই অবস্থায় আমার উপায় কি? আমার গতি কি? আমার কোন উপায় অবলম্বনীয়? কোন বিষয় মননীয়? কি উপায় অবলম্বন করলে জীবন অমঙ্গলজনক হবে না? হে ব্রাহ্মণঃ অগ্নির শিখা যেমন দহনশূন্য স্বাভাবিক নয়, তেমনই সংসারে আসক্তি–দ্বেষশূন্য সংক্রিয়া অস্বাভাবিক। অমঙ্গলজনক বিষয়বুদ্ধির সংস্ককারসাধনের উপায় আপনি আমায় বলেন। সংসার দুঃখ হতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি? তেমন কোন উপায় যদি না থাকে, বা থাকলেও কেউ যদি আমায় বিশদে না বলেন, তবে আমি স্নান–দান–ভোজন–নিত্যক্রিয়াদি বর্জন করব, এমনকি এই দেহও আমি ত্যাগ করতে দ্বিধা করব না। আমি এই দেহের কেউ নই, দেহ আমার কিছু নয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

বসন্তে আসছেন দেবী মা
বাসন্তী রূপে পূজিত হতে 🙏

২৬ শে মার্চ – রবিবার – পঞ্চমী
২৭ শে মার্চ – সোমবার – ষষ্ঠী
২৮ শে মার্চ – মঙ্গলবার – মহাসপ্তমী
২৯ শে মার্চ – বুধবার – মহাঅষ্টমী
৩০ শে মার্চ – বৃহস্পতিবার – মহানবমী
৩১ শে মার্চ – শুক্রবার – বিজয়াদশমী

অপরকে উলঙ্গ করে নিজের লজ্জা ঢাকার ব্যর্থ প্রয়াস

নির্মল গোস্বামী

সিপিএম'এর আমলে নিয়োগ দুর্নীতি বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করবে বলে সম্প্রতি হুমকি দিয়েছেন ব্রাত্য বসু। অবশ্য এটা ব্রাত্য বসুর একক সিদ্ধান্ত নয়। কালীঘাটের বাড়িতে মিটিংয়ে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকবে। যাই হোক আমার নিজের দেখা দুটো দুর্নীতির কথা বলি।

ডোঙ্গাড়িয়া রায়পুর অঞ্চলের সেক্রেটারির পদ্দোন্নতি হয়ে পঞ্চায়েত অডিটর হলেন। তখন অঞ্চল চালাবার জন্য অস্থায়ীভাবে প্রধান জয়দেব গোস্বামী নামে এক হত দরিদ্র দিনমজুরের ছেলেকে নিয়োগ করে। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে জয়দেব গোস্বামী অঞ্চলের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে। বিডিও, জয়েন্ট বিডিও, পঞ্চায়েতের জয়েন্ট ডিরেক্টর পর্যন্ত জয়দেবের কাজে খুশি হন। ১৯৮০ সালের জনগণনার কাজ জয়দেবের দায়িত্বেই সুসম্পন্ন হয়। যখন জব অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে লোক নিয়োগের পরীক্ষা হল, জয়দেব গোস্বামী ৮টা অঞ্চলের মধ্যে প্রথম হয় লিখিত পরীক্ষায়। সরকারি স্তরে সকলেই নিশ্চিত ছিলেন যে চাকরিটা জয়দেব গোস্বামীরই হবে। কিন্তু লোকাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডোঙ্গাড়িয়ার একজন এসসি যুবকের নিয়োগ হল ডোঙ্গাড়িয়া রায়পুর অঞ্চলে। ১৩ মাস প্রায় বিনা বেতনে কাজ করার পরও হকের চাকরি পেল না জয়দেব। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা মৌখিক পরীক্ষায় অপ্রাসঙ্গিক উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে জয়দেব গোস্বামীকে কম নম্বর দেয়। জয়দেব গোস্বামী ৮–১০ বছর টিউশানি করে সংসারের জোয়াল বহন করার পর কেপিএ–এর চাকরি পায়।

ডোঙ্গাড়িয়া রায়পুর অঞ্চলের আর এক বাসিন্দা জয়শ্রী গোস্বামী ১৯৮১ সালে গ্র্যাজুয়েশান করে। ৮৪–৮৫ সালে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং পাশ করে ৫৯৬ নম্বর পেয়ে। ফার্স্ট ডিভিশন থেকে ৪ নম্বর কম ছিল। বামফ্রন্টের আমলে প্রায় ১৮ বছর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় প্রাইমারিতে কোনো নিয়োগ হয়নি। ১৯৭৮ সালে একবার হয়েছিল। তারপর ১৯৯৫ সালে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। সেই প্রক্রিয়া শেষ হয়ে ১৯৯৯ সালে নিয়োগ হয়। মাঝের সময়ে যতবার জয়শ্রী এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কল দেবার জন্য অনুরোধ করেছে ততবারই অফিসার বলেছে যে আপনার বেসিক ট্রেনিং আছে, প্রাইমারি টিচারের কল এলে কল পারেন, অন্যকল দেওয়া হবে না। অবশেষে শেষ বয়সে কল এল। কিন্তু চাকরি হল না। জয়শ্রীর স্বামী তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি হয়ে ৪০ বছর পর সিপিএম এর হাত থেকে ডি রায়পুর অঞ্চলের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়, তাতেই রাগ। প্রথম বালিগঞ্জে জেলা প্রাথমিক বোর্ডে কোন প্যানেল টাঙানো হয়নি। কত স্কোরে জেনারেলদের চাকরি হয়েছে কেউ জানতে পারেনি। স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতার কাছে প্রাপকদেরতালিকা আগেই এসেছিল। সেখানে গায়ে গন্ধ আছে বলে জয়শ্রীর নাম কাটা যায়। এসব অবশ্য শোনা কথা। যাই হোক জয়শ্রী গোস্বামী চার বছর হাইকোর্টে ঘুরে অবশেষে ন্যায় বিচার পায়। মাননীয় বিচারক ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জয়শ্রীকে কাজে জয়েন করাবার নির্দেশ দেয়। তবুও প্রায় দু'মাস ঘোরায় বোর্ড। জয়শ্রী গোস্বামী ঠিক সময়ে চাকরি পেলে ফুল পেনশান পেতেন। কিন্তু বাম আমলের সুশাসনের দৌলতে আজ প্রায় হাফ পেনশান নিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। উল্লেখ্য থাকে যে, কোর্টে একজন নাম মেনশান করে মামলা করেছিল। সেই ক্যান্ডিডেটের যা স্কোর আদালতে জমা দিয়ে দিল তাতে জল মেশানো ছিল। বেসিক ট্রেনিংয়ের নম্বর দিল ২০ শতাংশ। প্রাপ্ত নম্বর এগ্রিগেট × ২০। সেখানে দেখা যাচ্ছে একজনের বেসিকের নম্বর যোগ হয়েছে। এই রকমভাবে ৬৫০ × ২০। এখানে ১০০০এর মধ্যে ৬৫০ পেলে ফার্স্ট ডিভিশন হবার কথা। কিন্তু সেই চাকরি প্রাপকের বেসিক ট্রেকিংয়ে সার্টিফিকেটে দেখা যাচ্ছে পি ডিভিশন। আসল কারচুপিটা হল ওই প্রার্থীর বেসিক ট্রেনিংয়ে টোটাল নম্বর ছিল ১৫০০। স্কোর বাড়াবার জন্য ওই কারচুপি করা হয়েছিল। জয়শ্রীর উকিল বলেছিলেন ওর চাকরি নট করে দেবো? জয়শ্রীর স্বামী মুখ্যমন্ত্রীর মত মানবিক হয়ে বলেছিলেন না। আমার স্ত্রীর চাকরি হয়েছে এটাই আমার জয়।

উপরের ওই ঘটনা বর্ণনা করলাম এই জন্য যে, সিপিএম দুর্নীতি করেছে এটা সর্বজন বিদিত। তাদের শাসনে অতিষ্ঠ হয়েই তো মানুষ মমতাকে আশ্রয় করেছিল। সিপিএম নানান দুর্নীতির সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতিও করেছে। ৩৫ বছর ধরে সিপিএম দুর্নীতি করে চলেছে আর বিরোধী পক্ষে থেকে তৃণমূল কংগ্রেস কিছুই করতে পারছে না এবার ওরা একটু দুর্নীতি করুক, চাকরি বিক্রি করে দুটো পয়সার মুখ দেখুক– এই জন্যই কি মানুষ তৃণমূলকে ক্ষমতায় এনেছিল। নাকি অপশাসনের অবসান চেয়েছিল। বদলা নয় বদল চাই স্লোগানের অর্থ কি? সেই একই পথে চলাকে কি বদল বলে? সিপিএম চিরকুটে ক্যাডারদের চাকরি দিয়েছে। আর তুমি পার্টির লোকেদেরও দিয়েছ আবার বিক্রিও করেছ। এটা কি বদলের চিত্র? ২০১১ সালে তৃণমূল বলেনি যে আমি সবুজ সাথী দেবো, কন্যাশ্রী দেবো, রূপশ্রী দেবো, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেবো আমাকে ভোট দাও। বলেছিলেন পার্টির শাসনের পরিবর্তে আইনের শাসন দেবো। স্বচ্ছ প্রশাসন দেবো। আর বামফ্রন্টের শাসনের অন্যায়ের বিচার করে শাস্তি দেবো।

মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে তিনি ইচ্ছা করলেই সিপিএমএর আমলে চাকরি প্রাপকদের চাকরি খেয়ে নিতে পারেন। কিন্তু মানবিক কারণে তা তিনি করেননি। কারনটা সত্যিই মানবিক নাকি অন্য কিছু! যদি তিনি দুর্নীতির আশ্রয়ে যারা চাকরি পেয়েছে তাদের চাকরি খেয়ে নিতেন। তাহলে আজ এই ভাবে দুর্নীতিতে পাওয়া হাজার হাজার চাকরি যাওয়াদের পাশে দাঁড়াতে পারতেন। কারো চাকরি খাবেন না বলে আদালতকে প্রচ্ছন্নভাবে হুমকি দিতে পারতেন কি? বিবেকে বাঁধত না কি? অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে যিনি অগ্নিকন্যা, তিনি যদি সিপিএমএর চিরকুটে পাওয়া চাকরি খেয়ে নিতেন তাহলেই তো অগ্নিকন্যার চরিত্রের সঙ্গে মিল খুঁজে পেতো মানুষ। আসল কথা হল যে, আপনার সরকারও ওইভাবে চাকরি দেবে এটা জেনে বুঝে আপনি চুপ করে ছিলেন। এখন সবকিছু ফাঁস হতে দেখে সিপিএমের প্রসঙ্গ আনছেন। এর আগে তো কোনদিন বলেননি যে সিপিএম অবৈধভাবে চাকরি দিয়েছে, আমার কাছে প্রমাণ আছে কিন্তু মানবিক কারণে আমি কিছু পদক্ষেপ করছি না। আর করবেন নাই বা কেন অপরাধের শাস্তি দেওয়াটাই শাসকের মুখ্যকাজ। কারণ তা না হলে সমাজ অপরাধীতে ভরে যাবে যে। যেমন বর্তমানে আপনার দলে হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যদি বাম আমলের বেআইনি নিয়োগ বাতিল করতেন তাহলে তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকত। আপনার দলের নেতারাও বেআইনি নিয়োগ করতে দশবার ভাবত। আপনার সাদা কাপড়ের উজ্জ্বল্য আরও বাড়ত এবং বাংলার যুব সমাজ স্বচ্ছ নিয়োগের পরিবেশ পেয়ে নিশ্চিন্ত হতো। এমন মানবিক হতে কে যে পরামর্শ দিল! এর থেকে প্রমাণিত হয় যে আইনের শাসনই মানুষের কল্যাণ করে। মানবিক শাসন সব সময় তা পারে না। ভুল ভুলই। অন্যায় অন্যায়। তাই শ্বেতপত্র প্রকাশ করে সিপিএমকে উলঙ্গ করলেও তৃণমূল সরকারের কুকর্ম ঢাকা পড়বে কি?

দেশ দেশান্তরে

সফরের কূটনীতি

প্রণব গুহ

রাশিয়া ইউক্রেন সংঘাত ক্রমেই যেন বিভাজিত করে দিচ্ছে পৃথিবীকে। কিছুদিন আগে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইউক্রেন সফর করে কিছুটা গরম করে দিয়েছেন পরিস্থিতি। সেই গরমের আঁচ পড়েছে রাশিয়ার ওপর। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। নানা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে রাশিয়ার ওপর। কিন্তু কোনও কিছুতেই কম্পিত নন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। তিনি ইউক্রেনের দখল করা শহরে ঘুরে গিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন এ যুদ্ধ থামবার নয়। প্রায় প্রতিদিনই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চলছে ইউক্রেনের শহরগুলিতে। এর থেকে বোঝা যায় বিশ্বের অর্থনীতি, মানবাধিকার কোনও কিছু নিয়েই চিন্তিত নন পুতিন।

রাশিয়া আমেরিকা দ্বন্দ্ব যখন পৃথিবীতে অশুভ ইঙ্গিত বহন করে আসছে তখন সেই আগুনেই ঘি ঢাললেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এত দিন ভারতের সঙ্গে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েও তিনি রাশিয়া সফরে গিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন আমেরিকার বিপরীতেই অবস্থান করছে চিন। আমেরিকা ইউরোপ যখন রাশিয়া বিরোধী হিসাবে নিজেদের চিহ্নিত করছে তখন চিনের রাশিয়ার পাশে দাঁড়ানো কূটনৈতিকভাবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য এই সফরের আগে ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে শান্তি প্রস্তাব ঘোষণা করেছিল চিন। ১২ দফা এই প্রস্তাব ছিল ইউক্রেনের জন্য। হোয়াইট হাউস শি জিনপিংয়ের এই সফরকে স্বার্থন্বেষী বলে ব্যাখ্যা করেছে। তাদের দাবি একঘরে হয়ে যাওয়া রাশিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে চিন আসলে আমেরিকা ও নেটো বিরোধী এক জোট তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে দক্ষিণ সাগর অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করতে অসুবিধা না হয়। উল্লেখ্য দক্ষিণ সাগর অঞ্চলে চিন তার একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করার জন্য বহুদিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে। যার বিরোধীতা করেছে আমেরিকা, জাপান, ভারত সহ বেশ কিছু রাষ্ট্র। এই বিষয়ে চিন আসলে রাশিয়াকে পাশে পেতে চায়।

আরও এক কূটনৈতিক সফর আলোড়ন তুলেছে কূটনৈতিক বিশ্বে। জাপানের প্রেসিডেন্ট ইসিদা ভারত থেকে ঘুরে গিয়ে সোজা চলে গিয়েছেন ইউক্রেন সফরে। স্পষ্ট করে দিয়েছেন যুদ্ধ বিরোধী, রাশিয়া বিরোধী অবস্থান। এর আগে ভারত সফরে থাকাকালীন তিনি দক্ষিণ সাগর জুড়ে চিনের আধিপত্য খর্ব করতে আলোচনা করেছে অর্থাৎ রাশিয়া আমেরিকা এই দুই মেরুতে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি। আগামী ভবিষ্যতে এ এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ নিতে পারে বলে কূটনৈতিক মহলের ধারণা। যার প্রভাব পড়বে বিশ্বের অর্থনীতিতে বিশেষ করে ছোট ছোট উন্নতশীল দেশগুলোর ওপরে।

এমন একটা পরিস্থিতিতে ভারতের নিরপেক্ষ অবস্থান বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়। ভারত বার বার বলেছে একমাত্র আলোচনার মাধ্যমে শান্তি আসতে পারে। যারা নিজেদের স্বার্থ এবং আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টায় এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধের আগুনে ঘি ঢালছেন তারা আসলে নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার মতলব এঁটেছে। কোভিডের পর বিশ্বের অর্থনীতি যেভাবে প্রতিদিন লড়াই করছে, মানুষ যেভাবে তার অধিকার বজায় রাখতে প্রতিটা মুহূর্তে সংগ্রাম করছে তা বজায় থাকবে শান্তি প্রতিষ্ঠা হলে। ফলে এখনো সময় আছে সবাই শান্তি ফেরাতে উদ্যোগী হলে আখেরে লাভ হবে সকলের।

উল্টোপাল্টা (রম্য রচনা)

পড়াশোনা করে যে....

সুকুমার মণ্ডল

পড়াশোনা করে যে গাড়ীঘোড়া চড়ে সে এই আপ্তবাক্যটি শুনে শুনে বড় হয়েছি। পড়াশোনা না করলে ভবিষ্যত যে ঘোরতর অন্ধকার হবে, এমন পূর্বাভাষ বাবা–মা তথা অন্যান্য গুরুজনদের মুখ থেকে একবারও শোনেননি, এমন মানুষ বিরল। তাই ভবিষ্যত ওরফে কেরিয়ারটি মজবুত ও নিরাপদ করার জন্য শিক্ষার্থীদের কঠোর তিতিক্ষা কালও ছিল, কিন্তু আগামীতে কি তা বজায় থাকবে এমন পিলে–চমকানো প্রশ্নের মুখে যে কোনদিন আমাদের পড়তে হবে তা কি কেউ ভেবেছিলেন!

সমাজে শিক্ষকদের জন্য একদা বাড়তি সম্মান ও দারিদ্রতা বরাদ্দ ছিল। অর্থাৎ ছাত্র–নির্মাণের পেশায় নিযুক্ত শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা বেশ শোচনীয় ছিল বটে কিন্তু সম্মান সম্ভ্রমের খামতি হত না। ফলে অধিকাংশ আদর্শ শিক্ষকদের শেষ জীবন কাটতো চরম অর্থাভাবে। গত শতকের আশীর দশক থেকে সরকারী স্কুলে শিক্ষকদের বেতনের মরা সোঁতায় কিছুটা স্রোত এসেছে। অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মত সরকারী স্কুলের শিক্ষকেরাও সমান বেতনের ধারায় যুক্ত হয়েছিলেন। ফলে শিক্ষক এখন পুরোদস্তুর সরকারী কর্মচারীতে পরিবর্তিত হয়েছেন।সরকারী চাকুরী তথা স্কুল–কলেজে শিক্ষকতা এই প্রজন্মের কাছে পরম আকাঙ্খিত পেশা। শিক্ষকেরা ভালো বেতন পান, তাতে সাধারণ জনগণের কোনও ক্ষোভ নাই। কিন্তু মুস্কিল বেঁধে গেল অন্য দিকে। শিক্ষকের চাকরী যা একদা ব্রাত্য ছিল, তা রাতারাতি আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা সরকারী স্কুলের চাকুরির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্কুল সার্ভিস কমিশনের বাছাই–পর্ব উতরোতে পারলেই চাকুরীর চিঠি হাতে। এ পর্যন্ত মোটামুটি ঠিকই এগোচ্ছিল।

গোল বাঁধলো এই শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে। ততদিনে পশ্চিমবঙ্গে শাসক–দলের পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের আসল খেলা শুরু হল অতঃপর। স্কুল সার্ভিস পরীক্ষায় সফল প্রার্থীরা কেবল তালিকায় আটকে রইলেন, যোগদানের ডাক আর আসে না। অনন্ত প্রতীক্ষার সেই শুরু। বেশ কয়েক মাস কেটে যাওয়ার পর ইতিউতি কানাঘুষো শোনা গেল, কোথায় কোথায় যেন স্কুলের চাকরীতে কেউ কেউ দিব্যি যোগ দিয়েছেন। ব্যাপারটা কি!

অপেক্ষমান তরুণ তরুণীরা খোঁজ–খবর করতেই ভয়াবহ তথ্য বেরিয়ে আসতে লাগলো। জানা গেল, লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সওদা হয়ে গিয়েছে, স্কুলে শিক্ষক ও অন্যান্য অ–শিক্ষকদের শূন্য পদগুলি। যারা নগদ কড়ি দিয়ে কিনতে চায় নি বা যাদের সামর্থে কুলোয় নি, তারা পড়ে রয়েছে সেই তিমিরেই। এর পরের ঘটনার নাটকীয়তা যে কোনও মুম্বাই থ্রীলারকেও হার মানাবে। বঞ্চিত প্রার্থীরা আদালতের দরজায় করাঘাত করল এবং আদালতের তীক্ষ্ণ কঠোর তত্বাবধানে ইদানীংকালের এরাজ্যে সবচেয়ে বড়–মাপের আর্থিক কেলেঙ্কারীর মুখোশ খুলতে শুরু করল। তদন্ত যতই এগোচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, পরীক্ষায় একটিও প্রশ্নের উত্তর না লিখেও বেশ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে অনেকে, সাদা খাতা জমা দিয়েও সফল, আর খেটেখুটে মেধা ব্যবহার করেছে যে সমস্ত পরীক্ষার্থীরা, তাদের নাম সফল তালিকায় ঠাঁই পেল না।

সরকারী স্কুলে শিক্ষক তথা অন্যান্য কর্মী নিয়োগের নেপথ্যে অনিয়ম বা পরিকল্পিত দূর্নীতির তথ্য উদঘাটিত হতেই সকলের চক্ষু ছানাবড়া। সোয়েটারের উলের সূতোয় যত চান পড়ছে, ততই বেরিয়ে আসছে পিলে–চমকানো তথ্য। লক্ষ লক্ষ টাকার দক্ষিণার বিনিময়ে অবৈধ নিয়োগ হয়েছে, তোলা হয়েছে কয়েকশো কোটি টাকা। এইসব তথ্য আদালত পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই টাকার গরিষ্ঠ অংশগুলি কার কাছে পৌঁছান হয়েছে সেই তথ্যের সন্ধান করতে গিয়ে জমাট অন্ধকার। অনেকটা ভারতীয় সুপ্রাচীন দড়ির খেলাটির মত যেখানে একটি দড়ি কিছুদূর পর্যন্ত সোজা উঠে শূণ্যে দাঁড়িয়ে থাকতো, যাদুকর সেই দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। কোথায় সেই দড়ির উর্দ্ধ–প্রান্ত তার হদিশ মিলত না। এখানেও তাই, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা তোলা হয়েছে তার প্রমাণ মিলেছে, কে কোথায় কত তুলেছে তারও কিছু কিছু তথ্য মিলছে, কিন্তু নিজের ভাগ রাখার পরে সংগৃহীত টাকার সিংহ–ভাগ কোথায় পৌঁছেছে সেটার হদিশ পেতে ইডি–সিবিআই তদন্ত কোন্ সে বন্ধ দরজার গিয়ে বারে বারে প্রতিহত হয়ে ফিরছে তা কেউ জানে না। শেষমেষ ওই রহস্য ভেদ করা সম্ভব হবে কিংবা আদৌ ভেদ করা হবে কিনা কে জানে! তবু এরই মাঝে কখনও কখনও আশার আলোর ঝিলিক দেখা দিয়েছে। তার ফলে অনেক 'যদি' উঠে এসেছে কিংবা আসছে।

যেমন ধরুন, যদি পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মাণিক ভট্টাচার্য, শান্তিপ্রসাদ সিনহা, সুবিরেশ ভট্টাচার্য, কল্যাণ থেকে শুরু করে সৎ চন্দন, তাপস মণ্ডল, কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের নাম ভেসে না উঠত, তাহলে এই হিমালয়–প্রমাণ অপকর্মের কথা নিয়ে এত হৈ চৈ, এত আলোড়ন কি উঠত এই পোড়া বঙ্গে! যদি ইডি বা সিবিআই চেপে না ধরত বনি সেনগুপ্ত, সোমা চক্রবর্তী–রা রাতারাতি প্রায় কোটি টাকা ইডি–র হেফাজতে ফেরত দিত কি? যদি আদালতের তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা না হত তাহলে ছল–চাতুরি করে যাদের নম্বর বাড়িয়ে স্কুলে স্কুলে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছিল, তাদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা হত কি?

তবে ইডি কিংবা সিবিআই–এর তদন্তের ঢেউ মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়ে, কখনো কখনো আদালত পর্যন্ত গড়ায়ই না কেননা শাসকের প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনের ওপর এঁদের তদন্তের গতিবেগ নির্ধারিত হয়, আর কেন্দ্র–রাজ্যের তরজা থাকলে তো কথাই নেই। ইডি–সিআইডির খেলা তখন নতুন মাত্রা পায়, কখনো তেড়েফুঁড়ে ওঠে, কখনো ঝিমিয়ে পড়ে অনেকটা 'কভি খুশী কভি গম' গোছের।

সবচেয়ে হাস্যকর ভূমিকায় ক্ষমতায় থাকা সরকার। দলের নানা স্তরের নানা মন্ত্রী, বিধায়ক, অঞ্চল–কর্মী একে একে তদন্তের জালে নিয়োগ–দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়লেও, সেসব অপকর্ম নাকি উঁচু স্তরের অগোচরে ছিল, কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পান নি। হাত–ধুয়ে ফেলার কি সহজ প্রয়াস! এঁরা নিশ্চয়ই ভাবেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষজন বেজায় বোকা, কিস্যুসু বোঝেন না। সাংবাদিকদের অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তরে নির্বিকার বলে দিচ্ছেন উনি আমাদের দলের নন, কিংবা ওঁকে চিনি না, কখনো দেখি নি, অপরাধ করে থাকলে শাস্তি পাবেন, জিরো টলারেন্স, তদন্ত চটপট্ শেষ করতে হবে ইত্যাদি ছেঁদো যুক্তি। এমন বিশাল–ব্যপ্ত দুষ্কর্ম–কাণ্ডের পর্দা পুটুস্ করে খুলে ফেলা সম্ভবপর কিনা, সেটা ভেবে দেখতে বয়েই গেছে। মোদ্দা উদ্দেশ্য, কেলেঙ্কারী–পর্ব তাড়াতাড়ি জুড়োলে জনগণের মন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, জনগনেশের স্মৃতি শক্তি বড্ড তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যায় কিনা! 'কিচ্ছুটি জানতাম না' – জাতীয় সাফাই শুনতে শুনতে আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি যে, প্রত্যেক রাজ্যশাসন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি মন্ত্রী, বিধায়ক প্রমুখদের গতিবিধির পুঙ্খানুপুঙ্খ নজরদারী ব্যবস্থা আজও বলবত আছে। বলাই বাহুল্য এই গোপন তথ্যগুলিই শাসকের কান। পশ্চিমবঙ্গের শাসকেরা যখন ক্যামেরার সামনে বেমালুম বলে ফেলছেন, এত বড় দলে কোথায় কে কি দুষ্টুমি করছে, তা নজরে রাখা নাকি সম্ভব নয়, তখন নাগরিক হিসাবে ভয় ও ভাবনা বাড়ে বৈকি!

রাজনীতির অলিন্দের এই ছায়াযুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হচ্ছে, যোগ্য–চাকুরীপ্রার্থীদের প্রতীক্ষার কাল আরও বাড়ছে। সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন ধর্ণা এসবের কোনও প্রভাব পড়ে নি, এতটুকু বিচলিত নয় শাসকদল। উল্টে আন্দোলনকারীদের 'সিপিএম' কিংবা বিজেপি–র মদতপুষ্ঠ বলে দাগিয়ে দিচ্ছেন। অথচ ওই চাকুরী গুলির জন্য যারা যোগত্যামান পেরিয়েছেন তাঁরা বাম পন্থী বা অন্য কোনও পন্থী হলেও, ন্যায্য দাবী তো তাদেরই। তারা হয়ত শাসকের রাজনৈতিক দলের সমর্থক নয়, কিন্তু ভুললে চলবে কেন, তারাও এই রাজ্যেরই বাসিন্দা। যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতের স্বদেশবাসী থাকতেই পারেন, শাসকের চোখে তারা ব্রাত্য হবেন কেন! আর এমনটা যখন ঘটতে থাকে তখনই বুঝি শুরু হয় গণতন্ত্রের রক্তঃক্ষরণ।

আদালতের নির্দেশে চাকুরী–খোয়ানো শিক্ষক ও কর্মী–(?)দের দুঃখে শাসকদের হৃদয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে, কেননা তাদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে হজম করে ফেলা হয়েছে, এবার তারা যদি সেই টাকা ফেরত চাইতে আসে, তাহলে তো মহা কলরব, হাল্লা বেঁধে যাবে, সেই ম্যাও–টাই বা কে সামলাবে! তাই তাদের চাকুরীগুলিকে বাঁচানোর জন্য কী নির্লজ্জ প্রয়াস। মন্ত্রীরা মিডিয়ার সামনে বলছেন, ওই সব বেনিয়মে ঢোকা প্রার্থীদের জন্য অন্যভাবে পদ সৃষ্টি করতে হবে অর্থাৎ ওদের চাকুরী গুলো বজায় রাখা বড্ড দরকার। ভেবে দেখুন, জনগণের করের টাকায় যে সরকার চলে সেই অর্থ দিয়ে ঘুষ–দিয়ে ঢোকা, অযোগ্য মানুষদের শিক্ষক ও কর্মী হিসাবে পোষণ করে যেতে হবে! আর যোগ্য–রা মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির পাদদেশে থাকুক বসে। এসব দেখেশুনে সেই অতি পুরাতন আপ্তবাক্যটি পাল্টে বলতে ইচ্ছে করছে – পড়াশোনা করে যে, পথে বসে থাকে সে। ধন্য হে বঙ্গজননী!

হাসপাতালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ভাইবোন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ মার্চ মোটরসাইকেলে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় মিনিস্টিল পেট্রোল পাম্পের কাছে জাতীয় সড়কে চাকার মাঝে কুকুর ঢুকে যাওয়ায় জখম হয় দুই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।
তাদের উদ্ধার করে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আনা হয়। জখম দুজন হল ভুরকুনা কবিগুরু উচ্চ বিদ্যালয়ের মঙ্গল দাস এবং মামনি দাস। মামনির মামাতো ভাই মঙ্গল। মঙ্গলের পরীক্ষাকেন্দ্র বীরভূম জেলা স্কুল এবং মামনির পরীক্ষাকেন্দ্র সিউড়ি আরটি গার্লস হাইস্কুল।
মঙ্গলের হাতে আঘাত লাগায় সহায়কের মাধ্যমে পরীক্ষা দেয় বলে হাসপাতালসূত্রে জানা গিয়েছে। হাসপাতালের পার্শ্ব আইনি সহায়ক মহম্মদ রফিক বলেন, পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করি। সুপার সহযোগিতা করেছেন।

জখম দুই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ মার্চ মোটরসাইকেলে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় মিনিস্টিল পেট্রোল পাম্পের কাছে জাতীয় সড়কে চাকার মাঝে কুকুর ঢুকে যাওয়ায় জখম হয় দুই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তাদের উদ্ধার করে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আনা হয়। জখম দুজন হল ভুরকুনা কবিগুরু উচ্চ বিদ্যালয়ের মঙ্গল দাস এবং মামনি দাস। মামনির মামাতো ভাই মঙ্গল। মঙ্গলের পরীক্ষাকেন্দ্র বীরভূম জেলা স্কুল এবং মামনির পরীক্ষাকেন্দ্র সিউড়ি আরটি গার্লস হাইস্কুল। মঙ্গলের হাতে আঘাত লাগায় সহায়কের মাধ্যমে পরীক্ষা দেয় বলে হাসপাতালসূত্রে জানা গিয়েছে। হাসপাতালের পার্শ্ব আইনি সহায়ক মহম্মদ রফিক বলেন, পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করি। সুপার সহযোগিতা করেছেন।

বক্স বাজানোর প্রতিবাদে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কসবা গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামের আদিবাসীপাড়ার মাঠে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ১৪ মার্চ বাহা পরবে দুটো বক্স চোঙা বাজানোর প্রতিবাদ করেছিল বিজেপি বুথ সভাপতি বিমল সর্দার। বক্স বন্ধ করতে বলায় চারজন যুবক বিমলকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। পরে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা মধ্যস্থতা করে ঘটনার। হঠাৎ রাত পৌনে একটা নাগাদ বিমল সর্দার ঘুম ভেঙ্গে দেখে বাড়ি ঘর জ্বলছে। কোনোরকমে ঘুমন্ত স্ত্রী বাচ্চাদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রানে বাঁচেন বিমল।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকল এবং পাড়ুই থানার পুলিশ। পুড়ে ছাই হয়ে যায় বাড়ি ঘর, জিনিস, কাগজপত্র। বিমল বলেন, ২০২১ সালে তৃনমূলের সন্ত্রাসে আমি ঘরছাড়া ছিলাম। সর্বস্ব হারিয়ে দিশেহারা বিমল সর্দারের পরিবার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাইক অটোর ধাক্কা, জখম দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : অটোর ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন দুই বাইক আরোহী। গুরুতর জখম অবস্থায় দুই বাইক আরোহী অমিত দাস ও রামকুমার নস্কর ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে সোমবার রাতে রামকুমার নস্কর বাইক চালিয়ে ক্যানিং থেকে যামিনী মোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় হেড়োভাঙা থেকে একটি অটো ক্যানিংয়ে আসছিল।ক্যানিংয়ের তাঁতকল মোড় সংলগ্ন এলাকায় আচমকা অটোটি সজোরে বাইকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়।
ঘটনাস্থলে দুই বাইক আরো রাস্তার উপর লুটিয়ে পড়ে। গুরুতর জখম হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় কাতরাতে থাকে। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি দুই বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে দুই বাইক আরোহীর মধ্যে অমিত দাসের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

উদ্বোধন হল ফেরিঘাট

একের পাতার পর

দপ্তর থেকে নতুন করে এই জেটি তৈরির জন্য তিন কোটি ৮১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। কাজও তাড়াতাড়ি শুরু হয়। আগে ছিল বাঁশের মাচার অস্থায়ী জেটি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাত্রীরা সেখান দিয়েই নৌকা বা ভুটভুটিতে উঠতেন। তেলিনীপাড়ার নৌকাডুবির ঘটনায় বহু যাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। তা থেকে শিক্ষা নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সব ফেরিঘাটই বন্ধ করে দিয়েছিল প্রশাসন। তার কোপ পড়ে এই ফেরিঘাটের উপর। পরবর্তীকালে এলাকার মানুষের চাহিদার কথা ভেবে পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে নতুন করে স্থায়ী ভাসমান জেটি তৈরি করা হয়। এই ফেরিঘাটটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপকৃত হচ্ছে দুইপাড়ের হাজার হাজার মানুষ। নদী পারাপারের জন্য যাত্রী ভাড়া ৮ টাকা ধার্য হয়েছে। আপাতত প্রথম দু বছর এই ফেরিঘাট পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে চাঁপদানি পুরসভা।

বনগাঁয় ফের নিয়োগ

একের পাতার পর

টাকা দিয়েও দিই। এরপর ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে আমি চাকরির জন্য তাকে চাপ দিতে থাকি। এরপর ওই বছরেই আগস্ট মাসে চঞ্চল নিজের বাড়িতে বসেই আমাকে কোর্টের ক্লার্ক পদে চাকরির একটি নয়োগপত্র দেয়। যার মেমো ন্বর হল ৩৪১৮/এমজিআরডি-III/ কোল-১২৫/১০ (ইউডিসি)/২০২১-২০২২। নিয়োগ পত্র নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারি সেটি ভুয়ো। তখন আমি তাকে টাকা ফেরতের জন্য চাপ দিতে থাকি। এরপর আবার ২০২২ সালের ৬ জুলাই আমাদের বাড়িতে এসে আমাকে স্বাস্থ্য দপ্তরের চাকরির একটি নিয়োগপত্র দেয়। যার রেফারেন্স নম্বর ছিল এইচএফডব্লিউডি ডব্লিউবি/অ্যাডমিন/ ০০১০৪২২৪৫ /২৯৬২২। আমি আবার খোঁজ নিয়ে জানতে পারি এই নিয়োগ পত্রটিও ভুয়ো ও নকল। টাকা ফেরতের কথা বললে, টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করে সে। পাশাপাশি সাংবাদিকতার প্রভাব খাটিয়ে মিথ্যে কেসে ফাঁসিয়ে জেল খাটানোর হুমকি দিতে থাকে। এমনকি গুণ্ডা লাগিয়ে প্রাণে মারার হুমকিও দেয়। অবশেষে সাহসে ভর করে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পেট্রাপোল থানায় গিয়ে গত বছরের ডিসেম্বরে এই মর্মে একটি এফআইআর দায়ের করি। যার নম্বর ৩০৫/২২ তারিখ ১৯/১২/ ২০২২। উল্লেখিত সেকশনগুলি হল ৪২০/ ৪০৬/ ৫০৬/৩৪ আইপিসি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেনি।' এ প্রসঙ্গে অভিযুক্ত চঞ্চল পালের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য তাকে ৯৩৩৩৬৬৫১০৫/ ৬২৯৭০৬৫৪২৩ এই দুটি মোবাইল নম্বরে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। এ বিষয় পেট্রাপোল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গণেশ বাইন বলেন, 'হ্যাঁ, চঞ্চল পালের বিরুদ্ধে একটা এফআইআর হয়েছে। আমরা বিষয়টা তদন্ত করছি। ওর ফোন নম্বরও লোকেট করার চেষ্টা করছি। আমরা ওকে এখনও ধরতে পারিনি।' এ প্রসঙ্গে বারাসত জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের জনৈক আইনজীবী রবীন মণ্ডল বলেন, 'কেসটা যেহেতু পেট্রাপোল থানায় হয়েছে এবং তা গত ডিসেম্বরে। তাই এই কেসের ফাইলটা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই বনগাঁ মহকুমা আদালতে গেছে। তাই পদ্ধতিগতভাবে এসিজেএম কোর্টে ফাইলটা পাওয়া যাবে। বাদী পক্ষ কোর্টে গিয়ে আদালতের মাধ্যমে থানাকে নোটিস পাঠাতে পারবে। আর এসিজেএম-এর নির্দেশ আশাকরি থানা মানবে।'

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

'শস্যগোলা'র খেত ভরেছে পেঁয়াজ ফুলে

দেবাশিস রায়

রান্নাঘরে হরেকরকম সুস্বাদু আমিষ পদের প্রধান উপকরণ বলতেই সর্বপ্রথমে যার কথা মনে পড়ে সেটি হল পেঁয়াজ।সেই পেঁয়াজের ফুলেই ঢেকে রয়েছে রাজ্যের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলায় খেতের একাংশ।আমিষ পদ রান্নার অত্যাবশ্যকীয় উপকরণের জন্য নয়, শুধুমাত্র পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যেই এই জেলার সীমান্তবর্তী এলাকার অসংখ্য কৃষক চাষ করেন। চাষিদের কাছে পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন তুলনামূলক লাভজনক চাষ। স্বল্প সময়ের মধ্যেই নিজের জমিতে উৎপাদিত পেঁয়াজ বীজ বিক্রির মাধ্যমে মোটা রকমের আয় করেন তাঁরা। তবে, এজন্য চাষিদের নিয়মিত জমি পরিচর্যার পাশাপাশি রাতভর মাঠ পাহারাও দিতে হয়। অন্যথায় রোগপোকার আক্রমণ সহ দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে পেঁয়াজ বীজ রক্ষা করা কার্যত দুরূহ। বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকায় সুবিশাল কৃষিক্ষেত্র ভরে রয়েছে সবুজ-সাদা রংয়ের থোকা থোকা পেঁয়াজ ফুলের সমারোহে। অসাধারণ সেই দৃশ্য থেকে চোখ ফেরানোটাই দুষ্কর। তবে, কিছু কিছু এলাকায় চলতি সপ্তাহের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ শিলাবৃষ্টিপাতের কারণে এই চাষের ক্ষেত্রে খানিকটা ক্ষতি হয়ে যাওয়ায় কৃষকরা বেশ হতাশ। শেষপর্যন্ত জমি থেকে কতটা পরিমাণ পেঁয়াজ বীজ সংগ্রহ করা সম্ভব সেদিকেই তাকিয়ে তাঁরা। ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী কাটোয়া এবং কালনা মহকুমার সুবিশাল অংশজুড়ে ব্যাপক পরিমাণে পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন হয়।কাটোয়া মহকুমার জগদানন্দপুর, অগ্রদ্বীপ, গাজিপুর পঞ্চায়েত এলাকায় কালনা মহকুমার পিলা, পাটুলি, জামালপুর, কালেখাতলা, পূর্বস্থলী, পারুলিয়া, লক্ষ্মীপুর, দাস্তিরপাড়া, নসরৎপুর, নাদনঘাট, ধাত্রীগ্রাম, বাথনাপাড়া, বুলবুলিতলা প্রভৃতি এলাকায় অসংখ্য চাষি পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন করেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন চাষিদের কাছে অত্যন্ত লাভজনক চাষ।পরিণত পেঁয়াজ ফুল থেকেই একসময় বীজ সংগ্রহ করার পর তা বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করা হয়।স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি রাজ্য ও দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে সুদূর বাংলাদেশেও নাকি এখানকার নানাধরনের পেঁয়াজ বীজের ভালোরকম চাহিদা রয়েছে।মোটের ওপর এক বিঘা জমি থেকে ৪০-৪২ কিলোগ্রাম পেঁয়াজ বীজ উৎপাদিত হয়।তবে, যথাযথ পরিচর্যার পাশাপাশি আবহাওয়া অনুকূল থাকলে ও রোগপোকার আক্রমণ এবং দুষ্কৃতকারীদের দৌরাত্ম্য তুলনামূলক কম হলে বিঘা প্রতি ৪৫-৫০ কিলোগ্রাম পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনও সম্ভবপর বলে অনেকেরই দাবি। সুবিশাল এইসব এলাকার পেঁয়াজ বীজের বেশিরভাগটাই চলে যায় প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং অসমের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে। এমনকি, কিছু কিছু হাত ঘুরে বাংলাদেশেও যায়। প্রথমে প্রথম শ্রেণির ব্যবসায়ীরা সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে পেঁয়াজ বীজ কিনে নেন। এজন্য তাঁরা কিংবা তাঁদের বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ লোকজন দিনের পর দিন এখানকার বিভিন্ন কৃষিজমি ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন। পেঁয়াজ বীজ বিক্রির দামদর যা কিছু হয় তার বেশিরভাগটাই চাষিদের বাড়ি থেকেই। পেঁয়াজ বীজের গুনগত মানের ওপর নির্ভর করেই দাম নির্ধারিত হয়। তবে, যত কমই হোক না কেন চাষি কেজি প্রতি ন্যূনতম সাড়ে তিনশো টাকা পেয়েই থাকেন। তবে, ক্রেতাদের চাহিদা একটু বেড়ে গেলেই লাফিয়ে লাফিয়ে চাষির ঘরের পেঁয়াজ বীজের দামও বাড়তে থাকে। অতীতে এই বিক্রয়মূল্য কেজি প্রতি চার থেকে সাড়ে চার হাজারের ঘরেও ঘোরাফেরা করেছিল।তবে, পেঁয়াজ বীজ দীর্ঘদিন মজুত করে রাখলে সেই বীজে গুনগত মান হ্রাস পেতে থাকে এবং ফসলের ফলন কম হয়। তাই সময়মতো এই বীজ রোপন করাটাই দস্তুর। যেকারণেই বীজের চলতি চালান নির্দিষ্ট সময়মতো বিক্রি করে না দিলে পরবর্তীতে চাষিদের বিস্তর লোকসানে পড়ার আশঙ্কাও থাকে। কাটোয়ার শুয়াগাছি গ্রামের বাসিন্দা কৃষক অমিতকুমার মণ্ডল বলেন, বহু চাষি পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন করেন। তবে, এই অর্থকরী ফসলের যথাযথ পরিচর্যা না হলে ফলন কমে যাওয়ার সমস্যা থাকে।

আলু চাষে ক্ষতির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ মার্চ সন্ধ্যা সাতটা থেকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ মুষলধারায় বৃষ্টি হয় বীরভূম জেলায় সঙ্গে ছিল ঝোড়ো হাওয়া। যার প্রভাব পড়েছে আলু চাষে। ক্ষতির আশঙ্কায় আগেই মাঠ থেকে আলু তুলে নিচ্ছে চাষিরা। ১৫ কাঠা জমিতে আলু চাষ করা গোবরা গ্রামের আশুবাবু মন্ডল বলে, ২০ হাজার টাকা খরচ করে ১৫ কাঠা জমিতে আলু চাষ করেছিলাম। ফলন ভালো ছিল কিন্তু বৃষ্টি নষ্ট করলো সব। আরেক চাষি সুমন সরকার বলেন, আলু গাছের বয়স হয় নি কিন্তু পচার ভয়ে আগেই তুলে নিচ্ছি। পরিশ্রম ব্যর্থ, খরচা উঠবে না, লাভ তো দূরের কথা।

বিনামূল্যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ মার্চ উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের দ্বিতলে রাজ্যের অগ্রণী সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জন সেবা মিশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বিনামূল্যে একদিনের ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, বাঁকুড়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে তপশিলি, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভুক্ত ত্রিশ জন উদ্যোগী এই প্রশিক্ষণ নিলেন।
প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা প্রাণিসম্পদ ও প্রাণী স্বাস্থ্য দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর ডা: উত্তম কুমার দে,উত্তর ২৪ পরগনা প্রাণিসম্পদ ও প্রাণী স্বাস্থ্য দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ডা: তরুণ মিত্র, প্রাণিবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ডা: কৌশিক পাল, সিনিয়র ম্যানেজার (প্রধান, এস কে ভি কে) ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াঅর্ঘ্য বৈদ্য। উপস্থিত বক্তারা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের নানা সম্ভাবনাময় দিক নিয়ে আলোচনা করেন।
ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধি ব্যাঙ্ক লোন বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের এদিন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। আয়োজক সংস্থা ভারতীয় জন সেবা মিশনের পক্ষে চেয়ারম্যান অ্যান্ড সি ইও শিবাজী চট্টোপাধ্যায় জানান, আমাদের সংস্থা সুস্থায়ী উন্নয়নের কাজ করতে চায়। আমাদের সংস্থা নিরন্তর ভাবে কাজ করে চলেছে ছাগল পালন ভিত্তিক উদ্যোগী তৈরিতে । আমরা নিজস্ব উদ্যোগে গঠন করতে সামর্থ্য হয়েছি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের ক্লাসটার। বিষয়ভিত্তিক উদ্যোগী তৈরি আমাদের অন্যতম লক্ষ্য তাই এমন কর্মসূচি গ্রহণ। উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য পেলে ভবিষ্যতে এমন অনুষ্ঠান বিভিন্ন জেলায় গিয়ে আমরা করতে চাই। নিজ জেলায় এইরকম কর্মসূচি হলে স্থানীয় উদ্যোগীরা আরো সুযোগ পাবেন। প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সৈকত রায় জানান , প্রচুর দরখাস্ত এই ট্রেনিং এর জন্য জমা পড়েছিল, সবাইকে আমরা সুযোগ দিতে পারলাম না তাই আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে এইরকম অনুষ্ঠান যাতে আরও করা যায় সে বিষয়ে আমরা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ তাড়াতাড়ি নেব। অংশগ্রহণ কারীরা এইরকম উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য ভারতীয় জন সেবা মিশনকে ধন্যবাদ জানান। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জন সেবা মিশনের ট্রাস্টি সুজিত পাল, সম্রাট চট্টোপাধ্যায়, সাংবাদিক অর্পিতা ঘোষ সমাজকর্মী কমল গুহ , বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী সহ বিশিষ্টরা।

অভিমানে আত্মঘাতী পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি : উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় ১৭ মার্চ সকালে পরিবার চারচাকা গাড়ী না দেওয়ায় আত্মহত্যা করে আঙ্গারগড়িয়া গ্রামে এক পরীক্ষার্থী। বিবরণে প্রকাশ, সিউড়ি ইউপি পাবলিক স্কুলের অনুপকুমার লাহা (১৯) পরীক্ষা দিতে যাবার আগে বাড়িতে বায়না করে গাড়িতে পরীক্ষা দিতে যাবে। পরিবার রাজি হয় না হওয়ায় ফ্যানের সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়। মহম্মদবাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন । সিউড়ি সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হয় ।

সপ্তাহে একদিন সুন্দরবন বন্ধ

একের পাতার পর

উল্লেখ্য করোনা পরিস্থিতির পর থেকে সুন্দরবনে বেড়েছে পর্যটকের আগমন। যত বেশি পর্যটক এবং মানুষের নির্ভরতা বাড়ছে সুন্দরবনে, তত বেশি সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে। এ বিষয়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা অজয় কুমার দাস বলেন, একদিন করে সপ্তাহে জঙ্গল বন্ধ রাখার কারণে একদিকে যেমন জঙ্গল এবং ক্যাম্প অফিসগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা যেতে পারবে,তেমনি প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে বনকর্মীরাও অন্য কাজে মনোনিবেশ করতে পারবেন।
সুন্দরবনের জঙ্গলের নদী সংলগ্ন এলাকাগুলিতে এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত মৎস্য শিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় এই সময় সমুদ্রের উপর মাছ ধরার ক্ষেত্রে থাকে নিষেধাজ্ঞা। এর ফলে নদীগুলিতে মাছের জোগান এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। আর সেই ভাবনা থেকে সুন্দরবনকে একদিন করে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছাগল আনতে যাওয়াই কাল হল! বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃতের নাম রেবতী সরকার (৪০)। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন উপকূল থানার অন্তর্গত লাহিড়ীপুর পঞ্চায়েতের রজত জুবিলি এলাকায়। সুন্দরবন উপকূল থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনায় সরকার পরিবার সহ এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার আকাশ তখন মেঘলা। বৃষ্টি হচ্ছিল ঝিমঝিম করে। বিদ্যুৎ ও চমকাচ্ছিল। সেই সময় রজত জুবিলি গ্রামের বাসিন্দা নির্মল সরকারের স্ত্রী রেবতী সরকার মাঠে গিয়েছিলেন ছাগল আনতে। আচমকা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় মাঠের মধ্যে বজ্রপাত ঘটলে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই বধূর। গ্রামের অন্যান্যরা এমন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়। ওই বধুর মৃতদেহ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। খবর দেওয়া হয় সুন্দরবন উপকূল থানায়। পুলিশ দেহটি ময়না তদন্ত পাঠিয়েছে।

প্রসুতিকে বেধড়ক মারধর, থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুই শিশু খেলা করছিল। সেই সময় তারা মারামারি করে। শিশুদের সেই মারামারিকে কেন্দ্র করে জড়িয়ে পড়ে দুই পরিবার। জখম হয় একই পরিবার চার জন। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তরা। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে ক্যানিং থানার অন্তর্গত মাতলা ১ পঞ্চায়েতের বিদ্যাধরী কলোনির সাহা পাড়ায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে প্রতিমা শর্মার ছেলে আদিত্য শর্মা প্রতিবেশী অবিনাশ মন্ডলের ছেলের সাথে খেলছিল। পরে তারা মারামারি করে। সেই ঘটনা নিয়ে বচসা হয়। অভিযোগ সেই সময় প্রতিমার স্বামী অমিত শর্মাকে বেধড়ক মারধর করে দীপক দেবনাথ, অবিনাশ মন্ডল, সুকুমার মন্ডল,সূধন্য মন্ডলরা। মারধরের হাত থেকে স্বামীকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায় প্রতিমা। অভিযোগ তাঁকে, তাঁর মা ললিতা শর্মা ও শিশু সন্তান আদিত্যকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনার বিষয়ে প্রসুতি প্রতিমা শর্মা সহ মোট চার জখম জখম হয়। স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

বনগাঁ মহকুমা জুড়ে অবৈধ মাটির কারবার

একের পাতার পর

হয়ে পড়ে রাস্তা। যার ফলে রাস্তায় চলাচল দায় হয়ে উঠেছে। এদিন সকালের অল্প বৃষ্টিতেই এলাকার কৃষকরা হাটে যেতে সমস্যায় পড়েন। দুর্ঘটনার কবলে পড়েন বেশ কয়েকজন। এরপর উত্তেজিত গ্রামবাসীরা মাটির গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় গোপালনগর থানার পুলিশ। গোপালনগর থানার পক্ষ থেকে এদিন ছয়টি মাটির গাড়ি আটক করা হয়।
স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বলেন, 'বারবার এগুলো পঞ্চায়েত প্রধান সহ লোকাল প্রশাসনকেও জানিয়েছি। প্রশাসনের নাকের ডগায় এই অবৈধ কারবার চললেও তাদের কোনও হেলদোল নেই। শুধু এইখানে নয়। বিভিন্ন জায়গায় চলছে এই মাটি কাটার কাজ। আজকে গ্রামবাসীরা বাধ্য হয়ে পথে নেমেছে।' তিনি আরও বলেন, 'এগুলো বর্তমান শাসকদলের মদতেই চলছে। তৃণমূলের সব নেতা নেত্রীরাই মাটি মাফিয়া।' স্থানীয় বাসিন্দা রবীন্দ্র অধিকারী বলেন, 'মাটি কাটার কাজ দীর্ঘদিন ধরেই হচ্ছে। সমস্যায় পড়েছি আমরা। হাটে যেতে সমস্যা হচ্ছে।' এ বিষয়ে বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি সৌমেন দত্ত বলেন, 'বিষয়টা বিএলআরও-র দেখা উচিত। তবে এখানে শাসকদলের কোনও মদত আছে বলে আমার মনে হয় না। মূলতঃ এই ব্যাপারটা বিএলআরও আর থানা দেখে। আমার মনে হয়, মাটি কাটার এই কারবারটা বিএলআরও এবং থানার যোগ সাজশেই হচ্ছে। কারণ যারা এই অবৈধ মাটির কারবার করে তারা কেউই তৃণমূলের সক্রিয় সদস্য নয়।'
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানা ও বিএলআরও-র কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বেঘর হবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

একের পাতার পর

প্রশাসনিকভাবে কাকে জানিয়েছেন তার বিস্তারিত তথ্য নিয়ে আমার সঙ্গে বা সিডিপিওর সঙ্গে দেখা করুন।' ওই ১২১ নম্বর কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্কার দেবশ্রী দাস জানান, 'আমি গ্রামের সদস্যা এবং প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছি, ঘরও খুঁজছি। বিষয়টি সুপারভাইজারকে জানিয়েছি। উনি সিডিপিও ম্যামকে জানিয়েছেন কিনা, সেটা বলতে পারব না।' বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, 'যদি স্কুল করার জন্য কেউ জমি দান করে থাকে, তার বৈধ কাগজপত্র নিয়ে ওখানকার যাঁরা দায়িত্বে আছেন, তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। নিশ্চয় ঘর নির্মাণ করা হবে। তবে বিদ্যালয় স্থানান্তর কোথায় করা যায় বিষয়টি আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি।'

অগ্রদ্বীপে ভাগীরথীর সুবিশাল চর ঘুরেই এবারে গোপীনাথ মেলার পথ ছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়েই বৈষ্ণব তীর্থ অগ্রদ্বীপে এবারে গোপীনাথ মেলা সম্পন্ন হল। তবে, আউলবাউল আর বৈষ্ণব আখড়ায় সমৃদ্ধ অগ্রদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী গোপীনাথ মেলার প্রবেশ পথে পৌঁছতে এবারে নদীগর্ভের সুবিশাল চরের ধাক্কায় মাথায় হাত ওঠে পুণ্যার্থীদের। দক্ষিণবঙ্গের প্রধান নদী ভাগীরথীর জলস্তর বেশ কিছুদিন ধরে অস্বাভাবিক হারে কমতে থাকে। ফলে ফরাক্কা থেকে শুরু করে এই নদীপথের বিভিন্ন অংশে বিশালাকার চরের সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে অগ্রদ্বীপ এলাকাতেও ভাগীরথী নদীগর্ভে সুবিশাল চর জেগে উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অগ্রদ্বীপে নদীগর্ভে জেগে ওঠা এই চরের দৈর্ঘ্যে এক কিলোমিটারেরও বেশি এবং প্রস্থে আড়াইশো থেকে তিনশো মিটার। নদীর ডানতীরের ঘাট থেকে যাত্রীদের নিয়ে নৌকাগুলি জেগে ওঠা চর ঘেঁষে দীর্ঘ পথ ঘুরে ঘুরে অবশেষে বামতীরের ঘাটে গিয়ে ভিড়ছে। একসময় যে নদী পারাপারে মাত্র মিনিট পাঁচেকও সময় লাগত না এখন ঘুরপথে নদী পেরোতে আধ ঘন্টা লেগে যাচ্ছে।ফলে নৌযাত্রী থেকে শুরু করে নৌচালক সহ নৌপরিবহণ ব্যবসায়ীদের যথেষ্টই দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর বাম তীরে অবস্থিত সুপ্রাচীন জনপদ অগ্রদ্বীপ গ্রামে পরম বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান গোপীনাথ ধাম অবস্থিত।নদী তীরবর্তী এই ধামের উপকণ্ঠে পৌঁছতে ডানদিকের লক্ষাধিক পুণ্যার্থীকে এবারে কম-বেশি দু' কিমি পথ পাড়ি দেওয়ার পণ করতে হয়। ১৭ মার্চ শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া তিনদিনের এই মেলা চলে রবিবার পর্যন্ত। ঐতিহাসিক এই মেলায় পুণ্যার্জন করতে হাজির হন দেশ বিদেশের লক্ষাধিক ভক্ত। এবারে এই পুণ্যধামের প্রবেশপথে পৌঁছতে নদীর ডানতীরের পুণ্যার্থীদের রীতিমতো গলদঘর্ম পরিস্থিতি হয়েছিল। হাওড়া-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-উত্তরবঙ্গ রেলপথে অগ্রদ্বীপ স্টেশন।রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভিড়ে ঠাসা ট্রেনে চেপে অগ্রদ্বীপ স্টেশনে নেমে সেখান থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার সড়কপথ পাড়ি দিয়ে ভাগীরথী নদী তীরবর্তী খেয়াঘাটে পৌঁছতে হয় পুণ্যার্থীদের। নদীর অপরপাড়েই গোপীনাথের পরম সেবক গোবিন্দ ঘোষের আবাসস্থল অগ্রদ্বীপ গ্রাম। গোবিন্দ ঘোষ মহাপ্রভুরও অন্যতম প্রিয় শিষ্য ছিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরম বিশ্বাস, অকালেই সন্তানহারা গোবিন্দ ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন হয়েছিল স্বয়ং গোপীনাথের হাতেই। সেই পুণ্যতিথিকে ভক্তিভরে স্মরণ করে এই গোপীনাথ ধামে পুজো দিতে শত শত বছর লক্ষাধিক পুণ্যার্থী হাজির হন।এবারও যার অন্যথা হয়নি। তবে, কয়েক দশক ধরে পুণ্যার্থীদের কার্যত ক্লান্তিহীন নৌযাত্রার সুখস্মৃতিকে এবারে একধাক্কায় ওলটপালট করে দিয়েছে ভাগীরথীর বুকে হঠাৎ করে জেগে ওঠা বিশালাকার চর। জমজমাট মেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর অত্যধিক ভিড়ের তুলনায় এমনিতেই পর্যাপ্ত নৌকার বন্দোবস্ত করতে প্রশাসনের গলদঘর্ম অবস্থা হয়। তার ওপর এবারে অসংখ্য পুণ্যার্থী নিয়ে নৌ পারপারে দীর্ঘ সময় লাগতেই প্রতীক্ষারত যাত্রীদের মধ্যে দুর্ভোগ স্বাভাবিকভাবেই কয়েক গুন বেড়ে গিয়েছিল।
অগ্রদ্বীপ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনগ্রাম এলাকার বাসিন্দা দেবব্রত মণ্ডল বলেন, গোপীনাথ মেলার এই ক'টা দিনের জন্য আমরা সারাটা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি।যদিও এবারে মেলার মুখেই নদীতে বিশালাকার চরা পড়ে যাওয়ায় যাত্রী পারাপারে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান নিতাই মুখোপাধ্যয় বলেন, গোপীনাথ মেলায় লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সুবিধার্থে পর্যাপ্ত নৌকা সহ অস্থায়ী শৌচালয় এবং পানীয় জলের বন্দোবস্ত করতে প্রশাসন সদাই তৎপর থাকে। তবে, প্রশাসনিক নজরদারি সহ যাবতীয় বন্দোবস্ত থাকলেও এবারে শুধুমাত্র নদীর বুকে বিশালাকার চরটাই আমাদের দুঃশ্চিন্তাকে বাড়িয়ে দেয়। এই চরের কারণে ঘুরপথে যাত্রী পারপারে অনেক সময় লাগে। ভাগীরথী নদীতে যাতে জলস্তর কিছুটা হলেও বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য আমি জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এদিকে অগ্রদ্বীপ গ্রামের উপকণ্ঠে খেয়াঘাটের খাড়াই তথা উচ্চতা নিয়েও উদ্বিগ্ন নিতাইবাবু। তিনি বলেন, ওপারে জলের চাপ রয়েছে এবং এত খাড়াই খেয়াঘাট যে সেটিকে রক্ষা করা সম্ভবপর হবে না। দ্রুত কোনও বিকল্প উপায় দেখতে হবে।

মহানগরে

পৌরস্বাস্থ্য দপ্তরের গ্রন্থাগার

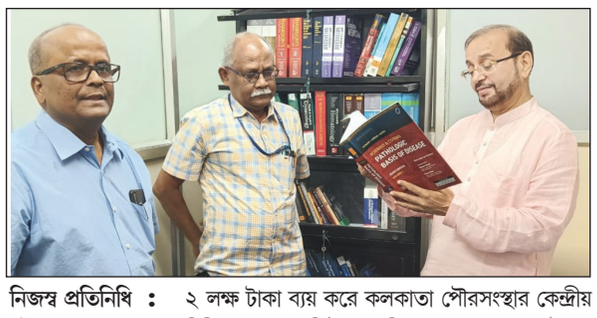

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবনে জনস্বাস্থ্য চিকিৎসক সম্পর্কিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক মেডিক্যাল লাইব্রেরি–কাম–রিডিং রুমের সূচনা করলেন পৌরস্বাস্থ্য দপ্তরের মেয়র পারিষদ উপ–মহানাগরিক অতীন ঘোষ। ১৪ মার্চ এই লাইব্রেরির দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে অতীন ঘোষ বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থা গর্বিত বোধ করছে যে, মডেল চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই প্রথম কোনো লাইব্রেরি কলকাতা পৌরসংস্থায় তৈরি হল বলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কেএমসি (ট্রেনিং) হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের অনা. ন্যাশনাল অ্যাডভাইজার ডা. সন্দীপ ভাল্লা বলেন, পৌরস্বাস্থ্যকর্মীদের দিয়ে উন্নতজন চিকিৎসা পরিষেবা দিতে এই লাইব্রেরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা সাধারণ মানুষের উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য পৌরস্বাস্থ্য অধিকারিক ডা. সুব্রত রায়চৌধুরী, পৌরস্বাস্থ্য দপ্তরের উপদেষ্টা ডা. তপন কুমার মুখোপাধ্যায় ও কেএমসি'র চিফ ভেক্টর কন্ট্রোল অফিসার ড. দেবাশিস বিশ্বাস।

মায়ার আড্ডায় সংগ্রাহক পরিমল রায়

উজ্জ্বল সরদার : বাঙালিদের আড্ডা হল এক অনন্য মাত্রার অধ্যায়। বিশ্বায়নের জোয়ারে আজ বাঙালিদের জীবন থেকেও আড্ডা প্রায় হারিয়েই গিয়েছে। আজকের ব্যাস্ততম ইঁদুর দৌড়ের জীবনে আড্ডার সময় সুযোগ কোনটাই প্রায় নেই বললেই চলে। তবু এতো কিছু প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও কলকাতার রাজডাঙ্গা অঞ্চলে মায়া আর্ট গ্যালারীতে প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় আড্ডার আসর বসে বেশ জমাটিভাবেই। এই শেষ বুধবার অর্থাৎ ১৫ মার্চ আড্ডার অতিথি ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট সংগ্রাহক পরিমল রায়।

আড্ডার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় ঘণ্টা দুই সময় কীভাবে যে দ্রুত শেষ হয়ে গেল তা শ্রোতারা বুঝেই উঠলেন না। সংগ্রাহক পরিমল রায়ের বর্তমান বয়স ৮৮ বছর। কলকাতার একটা লম্বা সময়ের পথচলার সাক্ষী এই মানুষটি। ঠাকুরবাড়ীর আড্ডা থেকে গঙ্গাঘাটের আড্ডা, সুকুমার রায়ের মণ্ডা ক্লাবের আড্ডা, পরশুরামের আড্ডা থেকে সত্যজিৎ রায়ের আড্ডার কথা সব কিছুই উঠে এল পরিমল বাবুর আড্ডায়। অভিনেতা বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে পরিমল রায়ের আড্ডা সম্পর্কের কথা শুনে মোহিত হতে হবেই, এমন ব্যাপার। ওনার সংগ্রাহক জীবন বেশ শিক্ষণীয় শুধু নয় চমকপ্রদও বটে। সেসব নিয়েও বেশ জমাটি কথা বললেন তিনি। কলকাতার রাস্তা, চায়ের দোকান, সিনেমা, মা ঠাকুমাদের হাতের কাজ, বাড়ীর বড়দের শাসন, বিভিন্ন খাবারের কথা এসব নিয়ে যা সব কথা শোনা গেল তা সবটাই আজ ইতিহাসের উপাদান বলা যায়। এই মায়া আড্ডার কর্ণধার শ্রীমতী মধুছন্দা সেন ব্যাক্তিগত সাক্ষাৎকারে জানালেন, "আমরা প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় কলকাতায় এই আড্ডার আসরকে জমিয়ে তুলি। সমাজের যেকেউ এখানে স্বাগত। আমরা বহু বছর আগে এই পথচলা শুরু করলেও করোনা পরিস্থিতির জন্য মাঝে থেমে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম, কিন্তু সব বাধা কাটিয়ে আজ আমরা আবার মিলিত হই এমন আড্ডায়। আগামী দিনে এই আড্ডা আরও এগিয়ে যাবে বলেই আমরা আশাবাদী।" বিশিষ্ট লেখক চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পর্বতআরোহী সত্যরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত সরোদবাদক অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা শহরের বিশিষ্ট সংগ্রাহক অপূর্ব পাণ্ডা, মলয় সরকার প্রমুখেরা উপস্থিত ছিলেন এই মনোজ্ঞ আড্ডার আসরে।

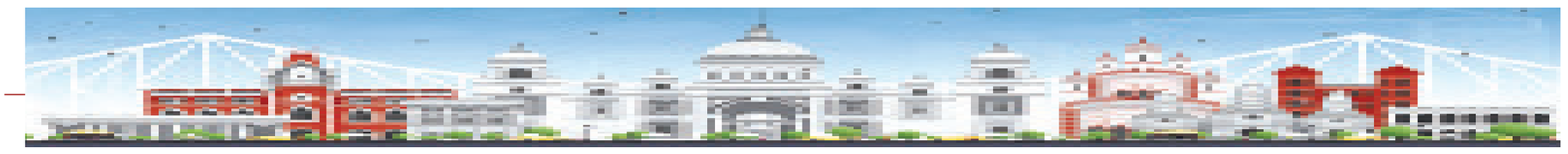

শোভনের ঘাটতি বইছে কলকাতা

বরুণ মণ্ডল

২০ ও ২১ মার্চ দু'দিনে দীর্ঘ ন'ঘন্টাব্যাপী কলকাতা পৌরসংস্থার ২০২৩ – '২৪ অর্থবর্ষের বাজেট পর্যালোচনায় কলকাতা পৌরসংস্থার মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারপার্সন ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের বামপন্থী দলের পৌরপ্রতিনিধি মধুছন্দা দেব বাজেট পর্যালোচনায় বাজেটে ঘাটতির দায় প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের(২০১০ – ২০১৮) ঘাড়ে চাপিয়েছেন। মধুছন্দা বলেন, প্রাক্তন মহানাগরিক বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য (২০০৫ – '১০) পৌরসংস্থার কোষাগারে উদ্বৃত্ত টাকা রেখে গিয়েছিলেন। এরপর শোভন চট্টোপাধ্যায় মহানাগরিক থাকাকালীন কলকাতা পৌরসংস্থায় ঘাটতি বাজেট প্রথার সূচনা হয়। আর বর্তমান মহানাগরিক তথা রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম চেষ্টা করছেন কীভাবে এই ঘাটতি থেকে ঘুরে দাঁড়ানো যায়। শুধু মহানাগরিক নয়, উপ–মহানাগরিক অতীন ঘোষেরা ভালো কাজ করছেন, কিন্তু তাদের কাজের প্রচেষ্টা ১০১ – ১৪৪ নম্বর সংযুক্ত কলকাতায় মূল কলকাতার মতো সেভাবে ডানা মেলতে পারেনি। সে বিষয়ে তাদের সতর্ক হতে হবে। টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে এই ওয়ার্ড গুলি থেকে যে সংখ্যায় ফোন গুলি আসে, তা থেকেই এটা বোঝা যায়। তা–ই এই বাজেটকে সমর্থন জানাতে পারা গেল না।

এবারের পৌর বাজেটে পৌর পরিষেবার সমস্ত খাতেই অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। শিক্ষা খাতে ৫১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ৬৪৪ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা, বস্তি উন্নয়ন খাতে ২০৬ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা, সমাজকল্যাণ ও নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ খাতে ২৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, নিকাশি ও পয়ঃপ্রণালী খাতে ৩৬ কোটি ৩০৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা এবং স্বাস্থ্য খাতে ১৮১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যেও পৌর পরিষেবার মান উন্নত করার লক্ষ্যে বাজেটে নানাখাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে বাজেট পেশ করা হয়েছে বলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান। এদিকে বাজেটের বিরোধিতা করে বিজেপি দলের ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সজল ঘোষ বলেন, বাজেটে শহরে বকেয়া সম্পত্তি করের পরিমাণ কত তা জানানো হয়নি। জাতীয় কংগ্রেস দলের ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের পৌরপ্রতিনিধি সন্তোষ কুমার পাঠক বাজেটের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থাকে যখন দিল্লি পৌর নিগম বা বোম্বাই পৌর নিগমের থেকে আরও উন্নত পৌর পরিষেবার দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। তখন তাদের পৌরপ্রতিনিধিরা মাসে তো ৪০ হাজার টাকা সাম্মানিক পায়। আর কলকাতায় তো মাসে মাত্র ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। তা মাসে ২৫ হাজার টাকা করার দাবি জানাই। দু'দিনের বাজেট পর্যালোচনায় শেষে ধ্বনি ভোটে বাজেট পাস হয়।

পার্থর নামে বেহালায় লিফলেট, পথে সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি : চোর তাড়াও বেহালা বাঁচাও। চাকরি চোর, ঘুষখোর হাজতবাসী, অপদার্থ বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিধায়ক পদ থেকে অবিলম্বে অপসারণ চাই। ১৮ মার্চ থেকে বেহালা পশ্চিম (১৫৪) বিধানসভা (ওয়ার্ড নম্বর : ১১৮ – ১১৯ ও ১২৫ – ১৩২) এলাকায় এমনই লিফলেট বিলি শুরু করেছে সিপিআইএমের কলকাতা জেলা কমিটি।

তৃণমূল কংগ্রেসের সাসপেন্ডেড নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিধায়ক পদ খারিজের দাবিতে বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে পথে নামল সিপিআইএম দলে নেতা কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কল্লোল মজুমদার, সিপিআইএম নেতা কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়, সরসুনা ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন পৌরপ্রতিনিধি নীহার ভক্ত সহ অন্যান্যরা। আগামী এক মাস ধরে বেহালা পশ্চিম এলাকায় ৪০ হাজার বাড়িতে এই লিফলেট বিলি করবে সিপিআইএম। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বর্তমানে প্রেসিডেন্সি জেলবন্দি স্থানীয় বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আপাদমস্তক দূর্নীতিগ্রস্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিরুদ্ধে ছাপানো ওই লিফলেটে লেখা রয়েছে, ২০০১ থেকে বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে (১৫৪) তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক থাকা রাজ্যের প্রাক্তন শিল্প ও শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় গত ২৩ জুলাই থেকে দীর্ঘ আট মাস তার ঠিকানা হয়েছে আলিপুরের প্রেসিডেন্সি জেল।

আপনারা নিশ্চয়ই চান না, বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রবাসীরা জরুরি পরিষেবা, বিধায়কের শংসাপত্র পেতে প্রেসিডেন্সি জেলে যেতে। 'বিধায়কের এলাকা উন্নয়ন তহবিলে'র অর্থ সরকারি কোষাগারে পড়ে থেকে নষ্ট হোক। বেহালা পশ্চিমের উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যাক। এরকম নিশ্চয়ই নয়।

প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রী রবীন মুখোপাধ্যায় ও কলকাতা পৌরসংস্থার প্রাক্তন অধ্যক্ষ নির্মল মুখোপাধ্যায় বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন দীর্ঘ কয়েক দশক যাবৎ। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে অননুকরণীয় সততার সেই বেহালাবাসী সমস্বরে নির্ভয়ে দাবি জানাচ্ছে – শুধুমাত্র লোক ঠকানো দলীয় পদ বা মন্ত্রীর থেকে নয়, পরিষেবা ও উন্নয়নের স্বার্থে আপাদমস্তক দুর্নীতিতে থাকা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক পদ থেকে অবিলম্বে অপসারণ চাই। অবেহালাবাসী এই মানুষটি বেহালাবাসীদের মহামূল্যবান সম্মান নিয়ে ন্যক্কারজনক কাজ করেছেন। বেহালাবাসীদের যতোটুকু যা সম্মান বেঁচে আছে, সেটা অন্তত বাঁচিয়ে রাখতে এই মানুষটির ছায়াও আর দেখতে চায় না বেহালাবাসী বলে জানান সিপিআইএম নেতা কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়।

এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক রাজ্যের পৌর নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'এগুলি সবই চিপ পলিটিক্স। বেহালায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচন্ড এফেকটিভ কাউন্সিলররা রয়েছেন। আর মেইনলি পলিসি ম্যাটারটা ঠিক করে বিধায়ক। সিপিআইএমের বিধায়ক–কাউন্সিলরদেরও পথে দেখা যেতো না। তারা পাটির ইন্সট্রাকশনে এলসিএস যা বলত, তা–ই করত। কোনও দিন সিপিআইএম বিধায়ককে আমরা এলাকায় দেখিনি। আমি নিজেও তো ছোটোবেলা থেকে সিপিআইএমের রাজত্বে বড়ো হয়েছি। আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়করা পাবলিক মিট করে। এটা ঠিক। কিন্তু বেহালার ২১জন কাউন্সিলর ভেরি এফেকটিভ। বেহালার মানুষের কোনও অসুবিধা হচ্ছে বলে জানি না। তবে এটা পলিটিক্যাল একটা স্টান্ট দিতেই পারে। যদিও আমার বলা মানা, তবুও বললাম। সাংবাদিকেরা জিজ্ঞাসা করলো বলে এটা বলা।'

কিন্তু বেহালার কাউন্সিলররা ভেরি এফেক্টিভ হলেও 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে এইসব ওয়ার্ড থেকে এতো সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন আসছে কেন? ওয়ার্ড নম্বর ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১৩০, ১৩১ থেকে প্রতিটি অনুষ্ঠানে নাগাড়ে প্রশ্ন আসে। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে কেমন সব এফেক্টিভ কাউন্সিলর! আর বরো অধ্যক্ষরা নামেই বরো অধ্যক্ষ, কাজে নয়। কলকাতার কাউন্সিলররা এতোই এফেক্টিক যে প্রতিটি টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে গড়ে ২২টি করে সমস্যার কল আসছে। সামলাতে হচ্ছে মেয়রকে।

আলোচনা সভা

সম্প্রতি নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা ও হিন্দ সংঘের (চেতলা) পরিচালনায় এলাকার যুব সমাজকে নিয়ে একটি সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তণ পুলিশ আধিকারিক অরিন্দম আচার্য। বিষয় ছিল সাইবার ক্রাইম ও মাদক বর্জন। এছাড়াও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি নিয়ে বলেন ঈশ্বর সংকল্পের আধিকারিকরা।

লেন্স বার্তা

ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উদ্যোগে বাংলা আমার আলীর সহযোগিতায় বেঙ্গল ন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল শুরু হল ২৪ মার্চ কলকাতার সত্যজিৎ রায় অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে। চলবে ২৭ মার্চ পর্যন্ত। তথ্যচিত্র স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি দেখানো হবে এই কটা দিন। এছাড়াও রয়েছে ছবি নিয়ে আলোচনা। ১০০ বছরকে মাথায় রেখে এই উৎসবের আয়োজন। রয়েছে বিভিন্ন প্রদর্শনীর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, চিত্র জগতের এক পাল নক্ষত্রেরা। জীবন কৃতি সম্মানে সম্মানিত করা হল অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং অভিনেতা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তকে। তাঁরাও বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয় অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিককে।

ছবি : প্রিয়ম গুহ

শুক্রবার সন্ধ্যায় কলকাতার আকাশে লালচে রুপোলি নেকলেস। সঙ্গে লকেট। **ছবি : বাসন্তী দত্ত**

'মনে ভক্তি আনে শক্তি', তাবলে ঘাড় ধাক্কা! ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ও বসে থেকে, থেমে থেমে চলতে থাকা মানুষগুলোকে মায়ের দর্শনের সময়ে গরু ছাগলের মতো তাড়িয়ে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আর হাজার হাজার টাকা দিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো চলে আসা ভক্তদের নিয়ে জমে যাচ্ছে পালা তারাপীঠে। ঠাকুরের কথায় – 'তোমাদের চৈতন্য হোক'।

শিশু বয়সেই বই–খাতা ছেড়ে, এক মনে টাকা গুণতে ব্যস্ত এক রত্তি ছেলেটি, ট্রেনে। **ছবি : অভিজিৎ কর**

এখানে ওখানে

কাঁধে সংসার, ট্রেনে যোগাসন দেখিয়েই উপার্জন করে ছোট্ট নীলম

মলয় সুর : হাওড়া–ব্যান্ডেল শাখায় লোকাল ট্রেন তাদের আস্তানা। সকালে উঠে তারা রিষড়া স্টেশনে চলে আসে। তারপর সারাদিন ট্রেনের যাত্রীদের মনোরঞ্জন করা। এভাবেই চলছে নীলম ও ছোট্ট অমিত নাট ভাইবোনের সংসার জীবন।

নীলম বয়সে বড়, সে ঢোল বাজায়। আর তার ছোট ভাই অমিত আনন্দ দেয় প্যাসেঞ্জারদের। কিন্তু কীভাবে চলে এই মনোরঞ্জন? যোগাসনের মাধ্যমে। চলন্ত ট্রেনের দুলুনিতে ঢোলের তালে তালে অবলীলায় একের পর এক আসন দেখিয়ে যায় অমিত। ভাবলে অবাক হতে হয় নীলমের বয়স মাত্র ১৩ বছর। আর অমিতের মাত্র ১০। এত কম বয়সে কার কাছ থেকে শিখল কঠিন কঠিন এই সব যোগাসন। কীভাবেই বা চলন্ত ট্রেনের দুলুনিতেও অবিচল থাকে তার শরীরের ভারসাম্য। রিষড়া ছাই কলোনি এলাকায় তাদের বাড়ি। সংসারে বাবা ও মা রয়েছেন। মা পরিচারিকার কাজ করেন। তাদের জীবনে পড়াশোনার পাট নেই। কিন্তু তার থেকেও বেশি প্রয়োজন ঘরে চারজনের দুবেলা দুমুঠো ভাত। নিজেরা পড়াশোনার সুযোগ না পেলেও দুই ভাই–দিদি উদায়স্ত পরিশ্রম করে রোজগার করে চলেছে রুটি রুজির। কারও দয়া বা সহানুভুতির ভার ছেলে মেয়ের ওপর চেপে বসুক তা চায় না তাদের অভিভাবকেরা। চায় তাদের ছেলেমেয়েরা ভিক্ষা বা চুরি না করে সৎ পথে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করুক। আর তাতেই সকলেই গর্বিত। মুখঝামটা, গালি গালাজের সঙ্গে রোজগার হয় ১৫০–২০০ টাকার মতন। কি নিষ্ঠুর সমাজ! দারিদ্রের চাপে ছোট্ট বয়সেই বুড়ে হয়ে গেল অমিতরা।

ছবি : বিষুষ চক্রবর্তী

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে ইউথ পার্লামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্ত সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২১ মার্চ জয়নগর–মজিলপুরে শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে উদ্‌যাপিত হল জেলা স্তরের নেবারহুড ইউথ পার্লামেন্ট। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাহুল সিনহা। প্রদীপ প্রজ্বলন করে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী এস্তেজানন্দজী। যুব সমাজের চরিত্র গঠনে বিবেকানন্দের ভূমিকা নিয়ে খুব সুন্দর বক্তব্য রাখেন মহারাজ। কেন্দ্রীয় সরকারের নানা জনমুখী পরিষেবা নিয়ে বক্তব্য রাখেন রাহুল সিনহা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেহেরু যুব কেন্দ্রের স্টেট ডিরেক্টর রাজীব মজুমদার, এনসিসি প্রোগ্রাম অফিসার কর্নেল দেবাশিস চৌধুরী, কামিনী কুমার

গুছাইত, উৎপল নস্কর, নিতিশ মণ্ডল, সুফল ঘাঁটু, আশিস রায়, পদ্মশ্রী কাজী মাসুম আফতার, দীপঙ্কর মোদক, জগজ্যোতি ব্যানার্জী, রোহন ঘোষ, বিবেক দাস, ডঃ শঙ্করপ্রসাদ মাঝি, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, দীপককুমার মণ্ডল, কল্লোল দাস প্রমুখ। এনএসভিওয়াই ছিলেন রিমি মজুমদার, তৃপ্তি পাল, সুমিতা দাস হালদার, সুমন সরদার। ১০ জন নেবারহুড পার্লামেন্ট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। সফল প্রতিযোগিদের পুরস্কার এবং সকলকে শংসাপত্র দেওয়া হয়। বিবেকানন্দ সেবা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় এদিন শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। প্রায় পনেরশ মানুষ এদিন উপস্থিত ছিলেন। আলোক হালদার এবং দপ্তরের এপিএ কপিল কুমারও অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ রজত শুভ্র নস্কর বলেন, যুব সমাজকে সমাজসেবী এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে আমাদের সংগঠন সারা বছর কাজ করে চলেছে। অনুষ্ঠান সফল করার জন্য তিনি অতিথি এবং দর্শক শ্রোতাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এছাড়াও গত ১৬–১৮ মার্চ তিনদিন ব্যাপী আবাসিক ট্রেনিং ইউথ লিডার শিপ অ্যান্ড কম্যুইনিটি ডেভলপমেন্ট কর্মসূচি হয় বাসন্তী ব্লকের জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে। ৫০ জন যুবক যুবতী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। গত ১৭ মার্চ ক্যারিয়ার গাইডেন্স ওয়ার্কশপ হয় বারুইপুর বেলেগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে ২৫০ জন যুবক যুবতী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। যুবক যুবতীরা যাতে স্বনির্ভর হতে পারে সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেন বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকরা। সব গুলো কর্মসূচিই বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগ রূপায়িত হয়।

দক্ষিণ কলকাতার যুব সংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার তত্ত্বাবধানে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের অডিটোরিয়ামে বসেছিল যুব সংসদ।

'বসুধৈব কুটুম্বকম' এক পৃথিবী এক পরিবার এক ভবিষ্যৎ— এই ভাবনাই জি–টোয়েন্টি সামিটের মঞ্চ আমাদের উপহার দিচ্ছে। অসংখ্য যুবা যুবরা বক্তব্য রাখেন এ দিনের অনুষ্ঠানে। তাদের ভাবনা বিকশিত হয় একে অপরের ভাবনার বিনিময়ে। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের প্রিন্সিপাল তথা শিক্ষাবিদ পঙ্কজ কুমার রায় সহ নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার ভারপ্রাপ্ত জেলা আধিকারিক প্রিয়াঙ্কা ঘোষ সহ কেন্দ্রের হিসাব রক্ষক আনন্দ কুমার মণ্ডল।

মাঙ্গলিকী

ভাঁটা থিয়েটারের 'থিয়েটার ভ্রমণ' জমে উঠলো থিয়েটার সেমিনার

কৃষ্ণচন্দ্র দে

ভাঁটা থিয়েটার লেবার কালচারাল অর্গানাইজেশন আয়োজিত সেমিনার ও নাট্যোৎসব ২০২২–২৩ উদ্‌যাপিত হল ১৯ মার্চ ২০২৩ নাট্য আকাদেমির তৃপ্তি মিত্র সভাঘরে। বিষয় থিয়েটার পথ দেখাতে পারছে না। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিয় সমাজদার, ইন্দ্রনীল শুক্লা, সুপ্রিয় চক্রবর্তী, তপন দাস, আশিস দরদার প্রমুখেরা। সৌমিত্র বসু অনিবার্য কারণ বশত আসতে পারেন নি। সঞ্চালক ছিলেন থিয়েলাভার্সের কর্ণধার ভর্গনাথ ভট্টাচার্য।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পর্ব সমাধা হল। সকল অতিথি অভ্যাগতরা সকলে মিলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনে অংশগ্রহণ করলেন। অদ্রিজা সাহার সঙ্গীত দিয়ে শুরু হল আজকের অনুষ্ঠান। মঙ্গলাচারণ দিয়ে শুরু হল আলোচনা পর্ব। পাঠ করলেন ভর্গনাথ ভট্টাচার্য স্বয়ং।

প্রথম বক্তা সুপ্রিয় সমাজদার বললেন, কোন থিয়েটার পথ দেখাতে পারছে না? প্রশ্নটা কোন দিকে যাচ্ছে। বাদল সরকারের নাটক মিছিল দেখে কখনও মনে হয়নি নাটক বা থিয়েটার কর্মীরা কি পথ দেখাতে পারছে না। আমার কাছে আগে জানা প্রয়োজন আমরা থিয়েটার কর্মীরা কি পথ দেখাতে চাইছি? বা থিয়েটার কোন পথ দেখাতে চাইছে সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। অদ্ভুত আঁধার, ১৭ জুলাই, আড়ষ্ঠ জননী আলোড়ন তুলেছিল। ১০০ জনের মধ্যে দু একজন হয়তো তাদের কথা বলছে। সকলে কিন্তু পথ দেখাতে পারবে না। তবে থিয়েটার সবসময় কথা বলেছে অবশ্যই তাদের মতো করেই।

ইন্দ্রনীল শুক্লা বলেন, থিয়েটার পথ দেখাতে পারছে না বললে বুঝতে পারা যায় পথ দেখাতে পারতো বা আগে পেরেছে। কোন সময়ের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলছি তার উপরই অনেকটা নির্ভর করছে। প্রায় কুড়ি বছর থিয়েটার ছেড়ে এসেছি ফলে থিয়েটারের খুঁটিনাটি আমি বলতে চাই না। থিয়েটারের সমস্যা বহুমুখী সমস্যা। কোম্পানি থিয়েটার, প্রসেনিয়াম থিয়েটার কিংবা বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার হতে পারে।

বাদল বাবুর যে নাটকটা চলচ্চিত্র হয়েছিল, তিনি যাদের বিরুদ্ধে বেশি মুখ খুলেছিলেন, তাদের নিয়েই। এটাই সত্যি। নাট্যশাস্ত্র বা বিজ্ঞান বলে দর্শককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে থিয়েটার বা নাটক। আগের শক্তিটা আজও আমাদের আছে। আমাদের সংস্কৃতিতে শক্তিতে যা ভরপুর ছিল, বিদেশিরা বুঝতে পারেনি। প্রতিটা সময় ফিরে ফিরে আসে। যুদ্ধ থেকে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তু সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মানুষের থাকার জায়গা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। শুধু ইউক্রেনেই বহু মানুষ বাস্তুহারা হয়ে কোন রকমে মাথা গোঁজার স্থান খুঁজে মরছে বাঁচার তাগিদে। তাই সুস্থ মনে নাটক দেখতে পারছি না। অনেক বিষয়েই বাম পন্থার পরাজয় ঘটেছে।

আমাদের সংস্কৃতি হচ্ছে গাছতলায় বসে রামায়নের পাঠ শোনা যেখানে নোনা মাটির সোদাগন্ধ লেগে থাকতো। আজকে যা যা ঘটছে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করার সাহস দেখাতে হবে। আমাদের নাট্যদলগুলোর কোন ইউনিটি নেই, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। সবাই কোন দিশা দেখাতে পারবে না, বিশেষ করে থিয়েটারকে যারা বিক্রি করছে বা বিক্রি করতে চায়। আদর্শহীনেরা কখনও কোন কালে দিশা দেখাতে পারেনি। বাদল সরকার কেন প্রসেনিয়াম ছেড়ে মাঠে ঘাটে বাটে নেমে গিয়েছিলেন, কই সেটা নিয়ে তো নাটক হচ্ছে না। একবার ঘুরে দাঁড়ালে অভিমুখটা বদলাবেই। নিজের জায়গায় নিজেকে শক্ত থাকতে হবে। সলতে পাকাতে থাকলে প্রদীপ জ্বলবেই। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

তপন দাস বললেন, ৯০ সাল থেকে থিয়েটার শুরু করেছিলাম। সত্যিই আমরা পথ দেখেছিলাম। আমার কাছে প্রশ্নটা এমন যে থিয়েটার আমাদের পথ দেখাবে; না আমরা থিয়েটারকে পথ দেখাবো। নাটক নিয়ে সারা ভারত ঘুরেছি, বিদেশেও গিয়েছি, বুঝেছি সময় একটা বড় ব্যাপার। ১৯৮০ সালের কথা সিনিয়রদের কাছে শুনেছি। পরবর্তীতে আমি একটা জোয়ার দেখতে পেয়েছিলাম। বর্তমানে অনেকেই পুরানো থিয়েটারকে কপি রাইট করে থিয়েটার করছে। ইচ্ছে থাকলে এখনও দিশা দেখানো যায়।

দিশা দেখতে পাচ্ছিনা বলে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। উদবাস্তু সমস্যা বিশ্বে সর্বত্র আছে, সেটা নিয়ে নাটকে কোন প্রতিফলন নেই। ইউক্রেন নিয়ে রাশিয়ার মস্তানির বিরুদ্ধে থিয়েটার এখনো সোচ্চার হয়নি। আমরা নাট্যকর্মীরা যখন একটা সৃষ্টি চক্রের মধ্যে আছি, থিয়েটারে আমরাই নাটকের মাধ্যমেই পথ দেখাবো। আর সেটা আসবে লড়াই থেকে।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী বললেন– আমি জানতাম না থিয়েটার পথ দেখাতে পারছে না। সকলের পথ এক নয়। পথ বিভিন্ন এবং তা একান্ত ব্যক্তিগত। বৈপ্লবিক ইচ্ছা থাকতে পারে তবে এটা একেবারে আমার একান্ত বিষয়। একটা নিপাট শিল্পকর্ম তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা দায়বদ্ধতা থাকতেই হবে। মানে একটু জেনুইনিটি থাকা চাই। অনেক আশা নিয়েই আমি থিয়েটারে এসেছিলাম। থিয়েটারে একটা নেশা চাই। যতই আমরা ইনসিকিওরড হবো ততই রাজনীতি আমাদের কন্ট্রোল করতে চাইবে।

এবং বহুক্ষেত্রেই তারা সফল হবে। থিয়েটারের মানুষজন বোকা নয়। তারা পারবে না একথা বলা যায় না। শম্ভুবাবু উৎপল বাবুরাও এই রকম পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন, তারা সেই পরিস্থিতি সামলেও ছিলেন। থিয়েটারের নেশা আমাকে পথ দেখিয়েছে। আমাদের আরও পড়াশুনা করা দরকার। আমি বা আমরা কি অন্য কিছু করতে পারতাম না? আমি তো ইংরেজী পড়াতাম, তবুও তো আমি থিয়েটারে এসেছি কারণ আমি এই আনন্দ এই শিহরণ আর কোথায় পাবো। তাই থিয়েটার আমায় পথ দেখায়নি এই মিথ্যাচার করতে পারবো না।

ভর্গনাথদা বেশ দক্ষ হাতেই সঞ্চালনা ও সামআপ করে একটা রূপরেখা এবারে প্রস্তুত করে দিলেন। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্বও চললো কিছুক্ষণ। তারপর শুরু হল বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে নাট্যাভিনয়। মোট পাঁচটি নাটক অভিনিত হয়। প্রথমটি খড়দহ থিয়েটার জোন এর নাটক 'Me and my Life' নির্দেশনা তপন দাস। দ্বিতীয়টি ভাঁটা থিয়েটারের 'অনিমেষ সান্যালকে খুঁজছি।'' রচনা ও নির্দেশনা আশিস সরদার। তৃতীয় নাটক কিশোর নাট্য সংস্থার 'সময়'। রচনা ও নির্দেশনা মোহন মিত্র মাহাতো। ৪র্থ নাটক রবীন্দ্রনগর নাট্যায়ুধ–এর 'মেঘের কোলে বুনো হাঁস।'' রচনা ও নির্দেশনা ডঃ দানী কর্মকার। শেষ নাটক হাতিবাগান শিল্পচক্র থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজিত 'তেলে জলে।' রচনা হিরণ মৈত্র। নির্দেশনা স্বাগতম– তন্ময়–ইন্দ্র। সমগ্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় আশিস সরদার ও অবশ্যই দলের কর্ণধার রুমা সিংহ। পরিচালনায় ছিলেন শিক্ষক বিশ্বনাথ পাল।

উপসংহারে বলতে চাই বহুদিন ধরে লক্ষ্য করে আসছি যারা অনুষ্ঠান বা নাটককে দলের আমন্ত্রণে পাদপ্রদীপের আলোতে নিয়ে আসেন নিঃস্বার্থ ভাবে, তারা সকলের অলক্ষ্যে ব্রাত্যই থেকে যান। এটাই বোধ হয় ডেস্টিনি। তথাপি দলের কর্ণধার রুমা সিংহ ও ভাঁটা থিয়েটারের সকলকে জানাই একটা উষ্ণ অভিনন্দন।

গোবরডাঙা চিরন্তনের নাট্যোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সপ্তম চিরন্তন নাট্যোৎসব ২০২৩ প্রথম পর্যায় (জাতীয়) অনুষ্ঠিত হল ১০ থেকে ১২মার্চ, গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে। এই জাতীয় নাট্য উৎসবের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর সদস্য আশীষ চট্টোপাধ্যায়, গোবরডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সম্পাদক স্বপন কুমার দাস, নাট্য ব্যক্তিত্ব জীবন অধিকারী, ধীরাজ হাওলাদার এবং চিরন্তনের কর্ণধার অজয় দাস।এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক, পাঁচু গোপাল হাজরা, দেবাশীষ সরকার, মোহাম্মদ মেহেদী সানি এবং সুপ্রভাত বিশ্বাস। প্রথমে অতিথিদের মঞ্চে আহ্বান করে ব্যাজ উত্তরীয় স্মারক বাহুল্যে নয় আন্তরিকতার অর্ঘ্য হিসাবে কিছু ফল মিষ্টি দিয়ে চিরন্তনের সদস্য ও সদস্যারা সকলকে বরণ করে নেয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয় আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে একটি বিশেষ নৃত্যের মধ্যে দিয়ে, যার পরিচালনায় ছিলেন ভবেশ মজুমদার। উদ্বোধনী দিনে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন রেডিও এবং টেলিভিশন শিল্পী সোমা দত্ত বণিক এবং কলকাতাকে নিয়ে একটি বিশেষ কবিতা সংকলনও তিনি পরিবেশন করেন। তারপরেই মঞ্চস্থ হয় নাবিক নাট্যমের 'পাখি' নাটকটি, যার পরিচালনায় ছিলেন জীবন অধিকারী। প্রথম দিনের সর্বশেষ অনুষ্ঠান ইমন মাইম সেন্টারের মুকাভিনয় 'চলুন ভাবি'।

চিরন্তন জাতীয় নাট্য উৎসবের দ্বিতীয় দিনের ঝুলিতে ছিল চিরন্তন প্রযোজিত সাধারণ বিভাগের নাটক 'নির্যাতন' যার রচনা নির্দেশনা এবং অভিনয়ে ছিলেন অজয় দাস। এছাড়া নীলাদ্রি কাঞ্জিলাল, বিপ্লব মোদক, কৌশিক দাস, স্বপন বল, লক্ষণ বিশ্বাস এবং শিশু শিল্পী অদ্রীশ দাস ভালো অভিনয় করেছে। বধূ নির্যাতনের ওপরে নাটকটি নির্মিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই নাটকে পতি নির্যাতনের বিষয়টিও নাট্যকার সুচারুভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন।এছাড়া এই নাটকে আরো যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে দিশা,মোহনা,জুয়েল, শুভ, শায়ন,অন্বেষা। নাটকটি দর্শক সাধারনের কাছে খুবই উপভোগ্য এবং মনোগ্রাহী হয়েছে। দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় নাটক 'একটি রাজনৈতিক স্বপ্ন' পরিবেশন করে গোবরডাঙ্গা মৃদঙ্গম ।এদিনের তৃতীয় তথা শেষ নাটক মঞ্চায়িত হয় বিহার পাটনা থেকে আগত রং রূপ প্রযোজনায় হিন্দি নাটক 'পন্দ্রা ফিট লম্বি দুনিয়া' যার পরিচালনা এবং অভিনয়ে ছিলেন আঞ্জারুল হক ।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনের অনুষ্ঠানসূচিতে ছিল তিনটি নাটক। মৃচ্ছকটিকের 'আগুনের চিঠি', পরিচালক শুভাশিস ব্যানার্জি, চাঁদপাড়া অ্যাক্টো পরিবেশন করে 'পাকে বিপাকে' পরিচালক সুভাষ চক্রবর্তী। এদিনের সর্বশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় একটি পুতুল নাটক আমার 'প্রকৃতি আমার ভালোবাসা' পরিচালনায় ছিলেন সোমা মজুমদার। প্রযোজনা খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলি।

এই নাট্য উৎসবের তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে বিকেল পাঁচটায় একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের বিষয় ছিল মাইন্ড ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ং আর্টিস্ট ইন্ থিয়েটার। বক্তা হিসাবে ছিলেন নাট্যকার পরিচালক শুভাশিস ব্যানার্জি, প্রফেসর প্রশান্ত দে, নাট্য ব্যক্তিত্ব জীবন অধিকারী। এই আলোচনা সভার সঞ্চালক ছিলেন দলের নাট্যকার পরিচালক অজয় দাস । এই তিন দিনের জাতীয় নাট্য উৎসবে উপরি পাওনা হিসেবে ছিল মুখোশ এবং নাট্যচিত্র প্রদর্শনী যার ভাবনা এবং পরিকল্পনায় ছিলেন সুতপা কর্মকার এবং গর্বিতা দাস।

আসছে দৃষ্টিহীনদের নাটক 'সংক্রান্তি'

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২৮ মার্চ মঙ্গলবার সন্ধে সাড়ে ৬ টায় 'তৃপ্তি মিত্র নাট্য গৃহে' দৃষ্টিহীনদের নাট্যদল 'বড়িশা নিউ ভিসতাসে'র ২০২২ –'২৩ সালের নূতন প্রযোজনা 'সংক্রান্তি'। নাটক : বুদ্ধদেব বসু, নির্দেশনা : রাজা ফ্যায়জ আলম, চরিত্র রূপায়ণে : ধৃতরাষ্ট্র (সামেম আখতার), সঞ্জয় (রাজা ফ্যায়জ আলম), গান্ধারী (হুমেরা বেগম), কোরাস (সোমনাথ পানি, বিল্বমঙ্গল সর্দার, রমেন কর্মকার, কল্যাণ পাল, অনিমেষ সরকার, জিত সিং, শেখ নাজির হোসেন), মঞ্চ পরিকল্পনা ও চিত্রায়ণ : দেবাঞ্জলি কুন্ডু, রূপসজ্জা ও পোশাকে মহঃ ইসরাফিল, পোশাক পরিকল্পনায় মিনারা খাতুন, আলো (দেবপ্রসাদ ঘোষ), আবহ (নির্মাল্য পাল, সোমনাথ পানি, বিল্বমঙ্গল সর্দার, রমেন কর্মকার, সুমঙ্গল মণ্ডল, পরামর্শ ও সহযোগিতায় মৃগাঙ্ক হালদার, কুমকুম চক্রবর্তী, সোনালি পানি, শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা চট্টোপাধ্যায়, রাজেশ দাস, রীনা চৌধুরী, বাসুদেব হালদার, ঋত্বিক দে, করুণা দেবনাথ, সমীর মণ্ডল, রাখী মণ্ডল, জয়ন্ত দাস, সোমনাথ সরকার, সুজাতা সিং, কৃতজ্ঞতা স্বীকারে (পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, বেহালা দৃষ্টিহীন শিল্পনিকেতন, ইজেডসিসি, আশিস সর্দার, রোশন শর্মা, তাপস বৈদ্য, প্রযোজনা নিয়ন্ত্রক অরূপ সানি, প্রচার ও যোগাযোগে দেবাশিস দাস।

সারকথা : বুদ্বদেব বসু বিরচিত 'সংক্রান্তি' মহাভারত আশ্রিত একটি একাঙ্ক কাব্যনাটক। আমরা পাই তিনটি চরিত্র – ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও সঞ্জয়। জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে সারথি সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে অষ্টাদশ তথা অন্তিম দিনে পান্ডব ও কৌরবদের মধ্যে যে বিবিধ ঘটনাবলী ঘটে চলেছে তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেন। ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের সমস্ত ভয়াবহতা পেরিয়ে নিজ পক্ষের জয় এবং পান্ডব পক্ষের সম্যক পরাজয় ও বিনাশের প্রত্যাশী। অপরপক্ষে ন্যায়বাদিনী রাজমহিষী গান্ধারী আশা রাখেন পান্ডব পক্ষেই জয়মালা ভূষিত হোক। পুত্রপ্রেমান্ধ ধৃতরাষ্ট্র ও ধুমাশ্রয়ী গান্ধারীর দৃষ্টিকোণের মধ্যে এটিই হলো প্রধান বিভেদ। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা প্রভাবিত কথক যুদ্ধের বর্ণনায় দুর্যোধনের অমিত পরাক্রম ও ভীমের হাতে তাঁর মৃত্যু এবং অবশেষে পান্ডবদের বিজয় পতাকা উত্তোলনের কথা বিস্তারিত ভাবে পরিবেশন করছেন।

স্পষ্টতই, মহাভারত মহাকাব্যের রাজনৈতিক লক্ষ্য ধর্মের পুন:প্রতিষ্ঠা অনৈতিক পন্থা অবলম্বনকারীরা এখানে ব্যর্থ, বিনাশিত, ধর্মাবলম্বীরা বিজয়ী। কিন্তু এই রাজনৈতিক মূল্যবোধ কী আমরা সামাজিক ভাবে বর্তমান সময়ের গণতান্ত্রিক রাজনীতির অবস্থানে দেখতে পাই? আমরা কী বাস্তবিকই প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক? আমাদের দেশের 'রাজ–নীতি' কী 'প্রজা–নীতি' হয়ে উঠতে পেরেছে? নাটকটি এই প্রশ্নগুলিই পুনরায় তুলে ধরে। সুতরাং, অনৈতিক দুর্নীতিপরায়ণ ও নৈরাজ্যমূলক রাজনীতির নির্মম সময় অতিক্রম করে আমরা যেন সুশীল, নৈতিক, ন্যায়কামী শুভসময়ে প্রবেশ করতে পারে।

হেমচন্দ্র গ্রন্থ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি খিদিরপুরের সুপ্রাচীন হেমচন্দ্র লাইব্রেরির ১১৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে হেম মধু রঙ্গ মঞ্চে প্রকাশিত হয় বহু দৃষ্টিতে হেমচন্দ্র গ্রন্থটি। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও হেমচন্দ্রের প্রতিচ্ছবিতে মাল্যদান করে। এরপর মশাল জ্বালিয়ে ও কেক কেটে সমগ্র অনুষ্ঠান শুরু হয়। গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন লাইব্রেরির সভাপতি ও প্রাক্তন বিচারপতি অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এর সভাপতি ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক বারিদ বরণ ঘোষ এবং গ্রন্থটির সম্পাদক ও অধ্যাপক বরুন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে বহু দৃষ্টিতে হেমচন্দ্র গ্রন্থটির লেখক লেখিকাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ছিলেন লাইব্রেরির সম্পাদক প্রদীপ কমার ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক প্রদীপ দাশগুপ্ত, সাহিত্যিক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিশিষ্টরা। পাঠাগারের সাংস্কৃতিক কমিটির অন্যতম সদস্য কুণাল মোদক সাক্ষাৎকারে জানালেন, হেমচন্দ্র লাইব্রেরিতে সারাবছর নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আযয়োজনের মধ্য দিয়ে এলাকায় সুস্থ সুন্দর সাংস্কৃতিক বাতাবরণ বজায় রাখার দায়িত্ব তারা পালন করার চেষ্টা করেন।

'শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫ মার্চ শ্যামপুকুরে বীরেন্দ্র ভদ্র মঞ্চে সারাদিন ব্যাপী 'উস্তাদ আমীর খান ও পণ্ডিত শ্রীকান্ত বাকরে স্মৃতি সঙ্গীত সংস্থা'র উদ্যোগে দ্বাদশ বার্ষিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পণ্ডিত সুনীত চ্যাটার্জী, সভাপতি ডাঃ নির্মলেন্দু কুণ্ডু ও বিশিষ্ট অতিথি নিখিল রঞ্জন আচার্য্য প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এরপর মঞ্চে উপস্থিত প্রত্যেকে ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে উস্তাদ প্রয়াত আমীর খান ও পণ্ডিত প্রয়াত শ্রীকান্ত বাকরে'কে শ্রদ্ধা জানান। এর সঙ্গে সংস্থার বর্ষীয়ান ছাত্র রাজরতন বাগরি ও বন্ধু প্রয়াত প্রদীপ ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতিতেও পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এরপর সংস্থার ছাত্রছাত্রীরা একের পর এক বিভিন্ন রাগ বন্দিশ, বিস্তার, তান সরগম পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। শিল্পী হিন্দোলী ব্যানার্জী সন্তুরে বৃন্দাবনী সাবং রাগে আলাপ, রূপক তালে গত এবং তিন তালে গত ও ঝালা বাজিয়ে শ্রোতাদের আপ্লুত করেন। তবলা সঙ্গতে অমিত চ্যাটার্জী অনবদ্য। পরবর্তী শিল্পী শ্রুতি গুপ্ত জৌনপুরী রাগে বিলম্বিত, একতাল, তিনতাল বন্দিশ এবং গারা রাগে দাদরা পরিবেশন করে শ্রোতাদের মন জয় করেন। তবলায় সুব্রত দণ্ডপাট ও হারমোনিয়ামে শঙ্কর বাইন তাদের পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করেন। পরবর্তী শিল্পী ঋতম সরকার ভীমপলশ্রী রাগে আলাপ, জোড়, ঝালা বিলম্বিত মত্ত তাল ও পরে দ্রুত তিন তালে ক্ল্যাসিকাল গীটারে ঝালা পরিবেশন করে শ্রোতাদের মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নেন। তবলা সঙ্গতে প্রাণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তার পিতা পণ্ডিত প্রয়াত আনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজনা স্মরণ করিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। পরের শিল্পী সেতারে পণ্ডিত পার্থপ্রতিম রায় শুদ্ধ বসন্ত রাগে আলাপ, জোড়, ঝালা, বিলম্বিত ও দ্রুত গত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে পণ্ডিত প্রয়াত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করিয়ে দেন এবং বেনারসী চৈতি পরিবেশন করেন যা আজকাল খুব কম শোনা যায়। তার নিবেদন দর্শককে আপ্লুত করে রাখে। তবলা সঙ্গতে উদীয়মান শিল্পী প্রমিত প্রামাণিক তার হাতের জাদুতে শ্রোতাদের মনে জায়গা করে নেন। পরবর্তী শিল্পী তরুণ প্রতিভা সুপর্ণ ভৌমিক পুরিয়া ধানেশ্রী রাগে বিলম্বিত খেয়াল ও দ্রুত তিন তাল বন্দিশ পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। তবলায় পণ্ডিত মনোজ পাণ্ডে তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রাখেন। শিল্পীর সঙ্গে হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন শঙ্কর বাইন। সর্বশেষ শিল্পী সংস্থার কর্ণধার সমীর জানা হারমোনিয়ামে বিভিন্ন রাগে গায়কী অঙ্গে রাগ যোগ, চারুকেশী ও ভৈরবী রাগে ধুন বাজিয়ে উপস্থিত সকল দর্শককে স্তব্ধবাক করে দেন। তাঁর পরিবেশনায় সকলেই মুগ্ধ হন ও অনেক শুভেচ্ছা জানান। পরিশেষে তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সঞ্চালনা করেন মৌ গুহ ও রাজর্ষি ভট্টাচার্য।

স্থানীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে একদিবসীয় আলোচনাসভা

উজ্জ্বল সরদার : রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধীন 'সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস অ্যান্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া' র আয়োজনে কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরের আশুতোষ হলে একদিবসীয় আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল গত ১৪ মার্চ মঙ্গলবার। আলোচনাসভার সূচনায় উপস্থিত ছিলেন আয়োজক সংস্থার সভাপতি অধ্যাপক সুগত বসু, সহসভাপতি ডঃ কল্যাণ কুমার চক্রবর্তী, ভারতীয় জাদুঘরের প্রাক্তন মহানির্দেশক শ্রী অনুপ মতিলাল, ভারতীয় জাদুঘরের শিক্ষা আধিকারিক ডঃ সায়ন ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সংস্থার পত্রিকার ১২ নম্বর সংখ্যা প্রত্নসমীক্ষা প্রকাশিত হয়। স্বাগতভাষণে অধ্যাপক সুগত বসু জানান এখানকার জেলা বা স্থানীয় ইতিহাসের সাথে বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক স্তরের যে ইতিহাস আছে তা আলোচনা করা এখন জরুরী। আলোচনাসভার প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপিকা দুর্গা বাসু। এই অধ্যায়ে প্রথম গবেষণাপত্র পাঠ করেন শ্রী শ্যামল বেরা, তিনি আলোচনা করেন 'স্থানীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় তারাপদ সাঁতরা'। দ্বিতীয় গবেষণাপত্র 'মুর্শিদাবাদের স্থানীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব' নিয়ে আলোচনা করেন শ্যামল দাস। অধিবেশনের শেষ গবেষণাপত্র 'তাম্রলিপ্তের ইতিকথা ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক কিছু কথা' নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন তাম্রলিপ্ত পৌরসভার পুরপিতা ডঃ দিপেন্দ্র নারায়ণ রায়। দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন ডঃ সাজ্জাদ আলাম রিজভি।

এই অধিবেশনের প্রথমপত্র 'মহিষমর্দিনীর ক্ষুদ্র প্রস্তরফলক– প্রেক্ষিত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা' বিষয়ে আলোচনা করেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বিশিষ্ট প্রত্নসমীক্ষক দেবীশঙ্কর মিদ্দ্যা। লেখক সাগর চট্টোপাধ্যায় পাঠ করেন 'প্রত্ন গ্রাম ছোট জাগুলিয়া' শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র। অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ছিল এই পত্রটি। বালকনাথ ভট্টাচার্য তার আলোচনায় পাঠ করেন 'মুর্শিদাবাদের অবহেলিত প্রত্নক্ষেত্র বারকোনা ও তৎসংলগ্ন নিম্ন ময়ূরাক্ষী এলাকায় অবস্থিত অন্যান্য প্রত্নক্ষেত্র' শীর্ষক গবেষণাপত্র। গবেষক আদিত্য মুখোপাধ্যায় আলোচনা করেন 'বীরভূমের ইতিহাস ও প্রত্ন ঐতিহ্য' শিরোনামের গবেষণাপত্র। এদিনের সেমিনারের শেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক রুপেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়। অধিবেশনে 'প্রত্নতত্ত্বের আলোকে খোসজুরি', 'দুই দশক পূর্বের একটি পত্রের মূল্যায়ন', 'ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের বাগড়ি পরগণা', 'মুণ্ডারি' প্রভৃতি শিরোনামের গবেষণাপত্র পঠিত হয়। কাস্টের আয়োজনে এক দিবসীয় এই আলোচনা সভার বিশেষ উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীমতী মালবিকা গোস্বামী। আগামী দিনে এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন আরও বেশী হবে বলে উদ্যোক্তারা বিশেষ আশাবাদী। রাজ্যের ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় বিশেষ অগ্রগতি সম্ভব যদি, এমন আলোচলনা সভার মাধ্যমে বিভিন্ন গবেষক, ক্ষেত্রসমীক্ষকদেরকে একত্রিত করা যায়।

নন্দলাল বসু ও যামিনী রায় আর্ট গ্যালারীতে বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিবেদক : সোমনাথ পাল : প্রতিটা শিল্পী চায় তার কাজকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের শিল্পকে নিয়ে যাবে কীভাবে ? তাই এই সকল শিল্পীদের পাশে থাকতে এবং তাদের প্রতিভাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এগিয়ে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য নাটক সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমি। ১৯৫৫ সাল থেকে রাজ্য আকাদেমি বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন কাজ ও শিল্প সংস্কৃতির আরও প্রচার এবং শিল্পীদের নানা বিষয়ে তাদের সাহায্য করে আসছে। প্রত্যেক বছর আকাদেমি শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করে, যেখানে বিভিন্ন জেলা থেকে শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে এবং নিজেদের শিল্পকলা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধারার সুযোগ পায়। আকাদেমি এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে শুধু শিল্পীদের কাজকে মানুষের কাছে তুলে ধারার সুযোগ এনে দেয়না মেধা অনুযায়ী শিল্পীদের পুরস্কৃত করে যা আগামীদিনে তাদের কাজকে আরও উৎসাহিত করে। আকাদেমি এই বছর আয়োজন করেছে বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনী ২০২৩ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ কালচারাল রিলেশন্স (আইসিসিআর) এর নন্দলাল বসু ও যামিনী রায় আর্ট গ্যালারীতে। চলবে আগামী ২২– ২৬ মার্চ, ২০২৩। রোজ বিকেল ৩টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এই বছর পাঁচজন বিশিষ্ট শিল্পীদের দ্বারা নির্বাচিত ১৯০টি ঐতিহ্যবাহী এবং সমসাময়িক শিল্প সামগ্রী প্রদর্শনীতে স্থানে পেয়েছে। বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন শ্রী সুনীল দে (পেইন্টিং), শ্রী সুব্রত গাঙ্গুলী (অঙ্কন), শ্রীমতী শুক্লা পোদ্দার (গ্রাফিক্স), শ্রী তাপস বিশ্বাস (ভাস্কর্য) এবং শ্রী রবিকান্ত দ্বিবেদী (ফটোগ্রাফি)। এবারে এই শিল্প প্রদর্শনীতে থাকছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা যেমন –পটচিত্র, মুখোশ ও পোড়ামাটির কাজ। আবার সমসাময়িক শিল্পকলার মধ্যে থাকছে পেইন্টিং, অঙ্কন, গ্রাফিক্স, ভাস্কর্য এবং ফটোগ্রাফি।

ছোটোদের গল্পলেখার কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বরেণ্য শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদার স্মরণে শিশু কিশোর আকাদেমি কলকাতা আয়োজনে এবং বীরভূম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় রবিবার সিউড়ি সিধো কানহু মঞ্চে শিশু সাহিত্যিক অন্বেষণ ছোটোদের গল্পলেখার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিচারক সুব্রত নাগ বলেন, খুব প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ১০ থেকে ১৩ বছর পর্যন্ত ক এবং ১৪ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত খ বিভাগে এই কর্মশালা হচ্ছে। এদের কাছ থেকে ভালো ভালো লেখা পাবো আশা করছি।

আঁতস কাঁচে

ভারতের হার

একদিনের সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে ২১ রানে হেরে সিরিজ খোয়ালো টিম ইন্ডিয়া। অস্ট্রেলিয়ার ২৬৯ রান তাড়া করতে নেমে ৪৯.১ ওভারে ২৪৮ রানে অলআউট হয়ে যায় ভারত! অজিরা সিরিজ জিতল ২-১ব্যবধানে। এ নিয়ে ভারতের মাটিতে ষষ্ঠবারের মতো ওয়ানডে সিরিজ জিতল অস্ট্রেলিয়া। আবার সিরিজ জয়ের সুবাদে আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরেও উঠে গেল অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় স্থানে নামল ভারত। প্রথম ম্যাচ জিতলেও, পরপর ২ ম্যাচই হেরে যায় ভারত।

লজ্জার নজির

'গোল্ডেন ডাক' এর লজ্জার রেকর্ডই করে ফেললেন ভারতের বর্তমানে সবচেয়ে মারকুটে ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব। অস্ট্রেলিয়া সিরিজে একদিনের ক্রিকেটে ৩ ম্যাচেই গোল্ডেন ডাক ভারতের গোল্ডেন বয়। ভারতের একমাত্র ব্যাটার যিনি দ্বিপাক্ষিক সিরিজের তিন ম্যাচেই গোল্ডেন ডাক অবস্থায় প্যাভিলিয়নে ফিরলেন। তিনটেই প্রথম বলে আউট। প্রথম ২ বার লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়েন। আর তৃতীয় ম্যাচে অ্যাস্টন অ্যাগরের বলে ক্লিন বোল্ড হয়ে যান।

নতুন নিয়ম

আইপিএলে এখন থেকে টসের সময়ই চূড়ান্ত একাদশ নির্ধারণ হবে না। বরং তা হবে টসের পর। টসের পর ব্যাটিং না বোলিং জেনে নিজেদের দলের চূড়ান্ত তালিকা জমা দিতে পারবেন অধিনায়করা। ফলে, পরিস্থিতি অনুযায়ী শক্তিশালী ও প্রতিভাবান ক্রিকেটার বদলের সুযোগ থাকছে। যাতে দলগুলো প্রথমে ব্যাটিং বা বোলিং করছে তার উপর নির্ভর করে সেরা একাদশ বেছে নিতে পারে। রাতে ম্যাচ হওয়ায় একাধিক ম্যাচেই শিশিরের প্রভাব পড়ে। সেই কারণেও এই সিদ্ধান্ত।

বেয়ারস্টো নেই

আইপিএল শুরুর আগে বড় বিপদেই পড়ল পঞ্জাব কিংস। চোট থেকেই সেরেই আইপিএল খেলার কথা ছিল জনি বেয়ারস্টোর। কিন্তু শেষমুহূর্তে মত বদল করলেন। চোট থেকে এখনো পুরোপুরি ফিট হতে পারেননি তিনি। আর কিছুদিনের মধ্যেই সেরে উঠবেন বলে তাঁর আশা। এই সময়টা আইপিএলের বদলে কাউন্টিতে অ্যাশেজের প্রস্তুতি সেরে নিতে চান তিনি। তাই খেলবেন না আইপিএল।

ওজিলের অবসর

মেসি-রোনাল্ডো-মদ্রিচরা যেখানে চুটিয়ে ক্লাব ফুটবল খেলছেন সেখানে ৩৪ বছর বয়সেই পেশাদার ফুটবলকে বিদায় জানিয়ে দিলেন অ্যাসিস্ট মেশিন মেসুত ওজিল। ২০১৮ সালে বিশ্বকাপের পরই অভিমানেই জাতীয় দল ছেড়ে দেন ওজিল। এরপরও জার্মান তারকা খেলে যাচ্ছিলেন ক্লাব ফুটবল। পেশাদার ফুটবলকে বিদায় জানান। ওজিল লেখেন, 'সবকিছু ভেবেচিন্তে আমি পেশাদার ফুটবল থেকে অবসরের কথা জানাচ্ছি। প্রায় ১৭ বছর ধরে পেশাদারী ফুটবল জীবনে আমি অনেক সম্মান পেয়েছি। এমন দারুণ সুযোগের জন্য আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

ভারতসেরা মোহনবাগান, বাংলায় বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস

বাগানে এলেন মুখ্যমন্ত্রী, দিলেন ৫০ লাখ, বললেন, তাঁর স্বপ্ন সত্যি হয়েছে

সুমনা মণ্ডল

জাতীয় লিগ, আই লিগের পর এবার আইএসএল। গোয়াতে রঙ ছড়াল সবুজ মেরুন। গঙ্গাপাড়ের ক্লাবের ঢুকল ভারতসেরা ট্রফি। টানটান উত্তেজনা, রুদ্ধশ্বাস লড়াই, টাইব্রেকারের রোমাঞ্চ। সবমিলিয়েও নীল নকশা মুছে দিয়ে গোয়ার সৈকতে ভাসল নে।কাই। এর আগে এটিকে চ্যাম্পিয়নের স্বাদ পেয়েছিল ঠিকই, এই প্রথমবার এটিকে মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হল। জুয়ান ফেরান্দো আগে পারেননি, তিনিও এই প্রথমবার পেত্রাতসদের হাত ধরে ঘরে নিয়ে এলেন ট্রফি। নির্ধারিত সময়ে ২-২ গোলে শেষ হয় ম্যাচ। গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানেও কোনো পক্ষ গোল করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত ফয়সালা হয় টাইব্রেকারেই। সেখানেই ঠান্ডা মাথায় বাজিমাত করে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। টাইব্রেকারের ৪-৩ ফলে চ্যাম্পিয়ন ভাগ্য নির্ধারিত হয়। হতাশায় ভেঙে পড়েন সুনীল ছেত্রী, রয় কৃষ্ণারা। উচ্ছ্বাসে মাতেন বুমৌস, পেত্রাতস, প্রীতমরা। এদিন ১৩ মিনিটের মাথায় গুরপ্রীতের ক্লিয়ার করা বল বক্সে হাতে ঠেকিয়ে ফেলেন রয় কৃষ্ণা। চোখ এড়ায়নি রেফারির। পেনাল্টি পেতেই তা কাজে লাগান দিমিত্রি পেত্রাতস। কোনো সুযোগ পাননি গুরপ্রীত। এরপর প্রতি আক্রমণে জোর বাড়ালেও বাগানের শক্ত ডিফেন্সের কাছে বারবারই প্রতিহত হতে হয় বেঙ্গালুরুর ফরোয়ার্ডদের। বিরতির ঠিক আগেই মোক্ষম ফাউলে ছেত্রীরা সুযোগ পেয়ে যান সমতা ফেরানোর। তাই হয়। পেনাল্টি থেকে গোল শোধ করে বিরতিতে যান সুনীল ছেত্রী। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য নাটকীয়তা বাড়ে। রয় কৃষ্ণার গোলে ৭৭ মিনিটে এগিয়ে যায় বেঙ্গালুরু। বাগান ফুটবলাররা পিছিয়ে পড়ে আরও আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ায়। কিন্তু মনবীর, বুমৌসদের একের পর এক শট প্রতিহত হয়। গোলমুখ যেন খোলা যাচ্ছিল না। ম্যাচের নির্ধারিত সময় শেষ হতে যখন পাঁচ মিনিট বাকি, তখনই ফের ফাউল করে বসে বেঙ্গালুরু। যেখান থেকে নিজের দ্বিতীয় ও দলের সমতা সূচক গোলটা করতে পারেন দিমিত্রি পেত্রাতস। এরপর

শেষ পাঁচ মিনিট মুহূর্মুহু চেষ্টা করলেও সবুজ মেরুন ব্রিগেড জয়সূচক গোল পায়নি। অতিরিক্ত সময়ে সেরা সুযোগটা পেয়েছিলেন মনবীর সিং। পেত্রাতস সাজিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হেড করেন মনবীর। ফলে, ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। যেখানে পরপর চার গোল করে দেন পেত্রাতস, লিস্টন কোলাসো, কিয়ান নাসিরি ও মনবীর সিং। অন্যদিকে সুনীল ছেত্রী, রয় কৃষ্ণা, অ্যালান কস্তা গোল করলেও একটি শট বাঁচিয়ে দেন বিশাল কাইথ, যা নিয়েছিলেন ব্রুনো রামিরেজ। অন্য শটটা বাইরে মারেন পাবলো পেরেজ। তাতেই আনন্দের বাঁধ ভাঙে সবুজ মেরুন জনতার।

পরেরদিনই কলকাতায় চলে আসেন সবুজ মেরুণ ফুটবলাররা। সেইসঙ্গে ট্রফিও। বিমানবন্দরের বাইরে আসতেই সমর্থকদের উচ্ছ্বাস-আবেগে ভেসে যান দিমিত্রি পেত্রাতস, প্রীতম কোটাল, বিশাল কাইথ, শুভাশিস বসুরা। কোনোমতে বেরিয়ে টিম বাসে উঠে তাঁরা পৌঁছোন মধ্য কলকাতায়। সেখানে মধ্যাহ্নভোজ সেরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয় গোটা দল। ছিলেন এটিকে মোহনবাগানের অন্যতম কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। তিনি জানান, মরসুমের শুরুতেই ঠিক করে নিয়েছিলেন দলের নাম এটিকে মোহনবাগান থেকে বদলে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস করবেন। দল আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেই সে কথা ঘোষণা করলেন। আগামী মরসুম নিয়ে এখনই ভাবছেন না। আপাতত সুপার কাপ নিয়েই ভাবছেন। সুপার কাপেও চ্যাম্পিয়ন হওয়াই লক্ষ্য। কোচ জুয়ান ফেরান্দো সাফল্যের কৃতিত্ব দিলেন সব ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফ-সহ দলের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে। অধিনায়ক প্রীতম কোটাল বলেন, দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় সবাই খুশি। অনেক লড়াই করে এই সাফল্য এসেছে। ভবিষ্যতে আরও সাফল্য পাওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। সোমবার ক্লাবে হয় উৎসব। গোয়ার মাঠে সাপোর্ট করতে গিয়েছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। আর মাঠে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোহনবাগান ক্লাবের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আবেগে ভেসে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা আর আন্তরিকতার কথা বলতে ভুল করলেন না। তিনি বলেন, 'আইএসএল ফুটবলের ফাইনালের দিন সকালবেলায় স্বপ্ন দেখেছিলাম মোহনবাগান খেতাব জিতেছে। তা সত্যি হয়েছে'। মুখ্যমন্ত্রী সফল খেলোয়াড় ও কোচদের হাতে উপহার হিসাবে মিষ্টির হাঁড়ি তুলে দেন। সমর্থকদের মিষ্টি খাওয়ানো ও ক্লাব উন্নয়নের জন্যে ৫০ লাখ টাকা অনুদান দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, অরূপ রায়, ক্লাব সভাপতি টুটু বসু, সচিব দেবাশিস দত্ত,সহ সচিব সত্যজিৎ চ্যাটার্জি ও ফুটবল সচিব স্বপন ব্যানার্জি সহ অন্যরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মোহনবাগানের মাঠে জয়োৎসবে ইস্টবেঙ্গলের নাম করলেন। বললেন, 'ইস্টবেঙ্গল এবার অনেকটা সময় পর দল গঠন করেছে। একটা আর্থিক অসুবিধের মধ্যে পড়েছিল। ফলে, ওরা দলটাকে ভাল করে তৈরি করতে পারেনি। সে'কারণেই এমন ফলাফল হয়েছে।'

সরল এটিকে, নতুন নাম মোহনবাগান সুপারজায়ান্টস

এটিকে উঠে যাক, চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতাও

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাগান জুড়ে যেন বসন্ত উৎসব। সবুজ মেরুন রঙের খেলা। একে তো গোয়ার মাঠে প্রথমবারের জন্য এটিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতসেরা হয়েছে মোহনবাগান, তাতেই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস ছিল সবুজ মেরুন জনতার। সেইমুহূর্তের আরও একটা সেরা খবর পেয়ে গেল এটিকের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার কাছ থেকে। বাগানের সামনে থেকে সরল এটিকে কাঁটা। এই ট্রফি জেতার সঙ্গে সঙ্গে অস্তিত্ব বিলীন হল এটিকের। নতুন মরসুমে মোহনবাগান খেলবে মোহনবাগান সুপারজায়ান্টস নামেই। মাঠেই আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এই ঘোষণা করেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। যা সবুজ মেরুন সমর্থকদের কাছে বাড়তি বোনাস পাওয়ার সমান। ক্লাব আইএসএল জেতার সঙ্গে সঙ্গে এটিকে মোহনবাগান কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেন এটিকে নাম সরে যাচ্ছে। পরের মরসুম থেকে ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস নামেই আইএসএলে নামে। ফলে জোড়া খুশির স্রোতে ভাসতে থাকে বাগান জনতা। প্রসঙ্গত ২০২০ সালে মোহনবাগানের সঙ্গে এক হয় তিনবারের আইএসএল চ্যাম্পিয়ন এটিকে। এরপরই নতুন কোম্পানি খুলে তার নাম হয়ে যায় এটিকে মোহনবাগান। প্রথমটায় বোঝা না গেলেও, একাধিপত্য বিস্তার করে প্রথম নামই। সর্বত্র উচ্চারিত হতে থাকে এটিকে। এরপরই ক্লাবের নামের আগে অন্য ক্লাবের নাম থাকায় বাগান সমর্থকরা ক্ষোভ উগড়ে দেন। সোশাল মিডিয়ায় লাগাতার চলে ক্ষোভ প্রকাশ। ক্লাবে, গ্যালারিতেও দেখা যায় রিমুভ এটিকে পোস্টার। অবশেষে ভারতসেরা হওয়ার দিনেই সুখবর দিলেন তিনি। মূলত এসজি সঞ্জীব গোয়েঙ্কার 'এসজি' থেকেই আইপিএলে দল ছিল পুনে সুপার জায়ান্টস আর গত বছর থেকে তার আইপিএলের দল লখনউ সুপার জায়ান্টসের নামে খেলছে। তার সঙ্গে মিল রেখেই মোহনবাগান এসজি তৈরি হল।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও খুশি এমন খবরে। তিনি মোহনবাগানের এই আইএসএলের জয়ের উৎসবে শামিল হয়ে আরও আবেগ উস্কে দেন। তিনি বলেন, মোহনবাগান কিন্তু ট্রফি জিতেছে। এটিকে মোহনবাগান নয়, শুধু মোহনবাগান। এটিকে শুনতে ভাল লাগে না। আমি অরূপকে (ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস) বললাম, সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে কথা বলতে। মোহনবাগান আগামীদিনে মোহনবাগানই থাকবে। নামটা বদলে শুধুমাত্র মোহনবাগান সুপারজায়ান্টস হচ্ছে।

৪ ভাগে হোক ওডিআই : সচিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : টি২০ জমানায় একদিনের ক্রিকেট আকর্ষণ হারাচ্ছে। একাধিক প্রাক্তন ক্রিকেটারই এই নিয়ে নানা মতামত দিয়েছেন। বেশিরভাগই মনে করেছেন টেস্ট তার ঐতিহ্য ধরে রাখলেও, টি২০ তার দাপট বাড়ালেও, বিলীন হতে পারে ওডিআইয়ের ভবিষ্যৎ। সচিন তেন্ডুলকরও মনে করেন, সত্যি আকর্ষণ হারাচ্ছে ওডিআই ক্রিকেট। তাঁর আমলে টেস্ট বাদে অন্যতম আকর্ষণ ছিল এই ওডিআই ফরম্যাটই। তিনি অবশ্য চান না এই ওডিআই ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যাক। বরং সমস্যার সমাধানে সবার প্রথম এগিয়ে এসেছেন তিনিই। ক্রিকেটের অন্যতম কিংবদন্তি পথ বাতলে দিয়েছেন কীভাবে আকর্ষণ বাড়তে পারে ওডিআই ফরম্যাটে। এক ওয়েবসাইটের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে নিজেই নিজের মত জানিয়েছেন সচিন। তাঁর মত, ওডিআই এখন যেভাবে হচ্ছে, তার বদল আনা জরুরি। তা চারভাগে ভাগ করে খেলা হলে তাতে আকর্ষণ বাড়তেই পারে। তিনি বলেছেন, এটা একেবারে একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে, এই নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। বিশেষ করে ম্যাচের ১৫তম ওভার থেকে ৪০তম ওভার, বিরক্তিকর হয়ে উঠছে।' এরপরই তিনি বলেছেন, 'ওয়ানডে ক্রিকেটে ২৫ ওভারের ইনিংস চালু করা উচিত। ম্যাচটাকে চার ভাগে ভাগ করে দেওয়া উচিত। ঠিক যেভাবে টেস্ট ক্রিকেট হয়। তাতে বলও হবে নতুন। গোটা ইনিংসে একটা বল ব্যবহার করলে পরের দিকে সেই বল রিভার্স সুইং হওয়ার সুযোগ থাকে। তবে দুই দিক থেকে আলাদা বল ব্যবহার করলে তা হয় না। এমনটাই মনে করেন সচিন। টেস্ট ক্রিকেটে ২০টি উইকেট তুলতে হয়। এখানে ১০টি উইকেট তুললেই চলবে। যদি কেউ প্রথম ইনিংসে আউট হয়ে যায়, সে আর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে পারবে না। দুটো ইনিংস মিলিয়ে ১০টি উইকেট নিলেই চলবে। তাতে ইনিংস ব্রেক বেশি হওয়ায় বাণিজ্যিকভাবেও সাফল্য আসবে।'

৩১ মার্চ আইপিএল শুরু, শেষ ২৮ মে

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ৩১ মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে এবারের আইপিএল। নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে গতবারের চ্যাম্পিয়ন গুজরাট টাইটানস ও এই টুর্নামেন্টের ইতিহাসে অন্যতম সফল দল চেন্নাই সুপার কিংসের ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে এবারের আইপিএল। দ্বিতীয় ম্যাচেই মুখোমুখি বীর-জারা। মোহালিতে শাহরুখ খানের নাইটদের প্রথম প্রতিপক্ষ প্রীতি জিন্টার পঞ্জাব কিংস। তবে কলকাতার দর্শকদের মাঠে আসার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত। প্রথম ম্যাচেই প্রতিপক্ষ আবার বিরাট কোহলি। ঘরের মাঠ ইডেনে ৬ এপ্রিল কলকাতা নাইট রাইডার্স খেলবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে। এবার ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের মধ্যে ৭৪টি ম্যাচ হবে টুর্নামেন্ট জুড়ে। এরমধ্যে গ্রুপপর্বে রয়েছে ৭০টি ম্যাচ। সব দলই ৭টি করে হোম ও অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে। বাকি ম্যাচগুলি হবে নিরপেক্ষ কেন্দ্রে। ৫২ দিনে এবার মোট ১২টি

স্টেডিয়ামে হবে আইপিএল-এর ম্যাচগুলি। ১০টি দলকে এবার ২টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ এ'তে আছে কলকাতা নাইট রাইডার্স, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালস, দিল্লি ক্যাপিটালস ও লখনৌ সুপার জায়ান্টস। গ্রুপ বি-তে আছে চেন্নাই সুপার কিংস, পঞ্জাব কিংস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ও গুজরাট টাইটান্স। মেগা ফাইনাল হবে ২৮ মে আহমেদাবাদেই। এবারের আইপিএল মোট ১২টি শহরে আয়োজিত হচ্ছে কলকাতা, লখনে।, দিল্লি, মোহালি, ধরমশালা, জয়পুর, আহমেদাবাদ, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, হায়দরাবাদ ও গুয়াহাটি।

সবাই বিরাট নন, ক্রিকেটে ওয়েট লিফটিংয়ের কোনো জায়গা নেই, বক্তা সেহওয়াগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : তাঁর কথা-তাঁর ট্যুইটে অনেকেই ব্যঙ্গ খুঁজে পান। হাসির রসদও। এরপর তাঁর কথায় ভাবতে বসতে হয়। অকুতোভয় ব্যাট করেছেন যতদিন ২২ গজে রাজ করেছেন। যখন যে বিষয়ে মুখ খুলেছেন, তখনও অকুতোভয়। এবার সরাসরি এনসিএ'র ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন বীরেন্দ্র সেহওয়াগ। ভারতীয় দলে দিনে দিনে চোট আঘাতের সংখ্যা বাড়ছে। কেন বাড়ছে? তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বীরু। সেইসঙ্গে নিজেদের অতীত যেমন টেনেছেন, তেমন বিরাটের উদাহরণও দিয়েছেন। সম্প্রতি চোটের কারণেই খেলতে পারছেন না জসপ্রীত বুমরাহ। একই কারণে অস্ট্রেলিয়া ওয়ান ডে সিরিজ থেকেও ছিটকে গেছেন শ্রেয়স আইয়ারও। আইপিএলেও অনিশ্চিত। শুধু দুই তারকাই নয়, রবীন্দ্র জাদেজা থেকে সঞ্জু স্যামসন বিভিন্ন কারণে বারবারই চোটের কারণে দল থেকে ছিটকে যাচ্ছেন, ফিরছেন। বারবার ক্রিকেটারদের এমন চোট আঘাতের কবলে পড়তে দেখেই বিরক্ত হয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার

বীরেন্দ্র সেহওয়াগ। এমন ঘটনার জন্য কার্যত এনসিএ'র ক্রিকেটারদের ফিটনেস প্রস্তুতির দিকেই আঙুল তুলেছেন তিনি। তাঁর মতে প্রতিটি ক্রিকেটারদের শারীরিক অবস্থা বুঝেই তাদের ফিটনেস ট্রেনিংয়ের চার্ট দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে সেহওয়াগ জানিয়েছেন, ভারতীয় দলের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই ছিলেন বাসু শঙ্কর। প্রতিটি ক্রিকেটারদের জন্যই একরকম চার্ট করে গিয়েছিলেন তিনি। কেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও বিরাট কোহলির জন্য একইরকম ফিটনেস সূচি প্রস্তুত হবে। যখন পঞ্জাব কিংস শিবিরে অশ্বিন ছিলেন সেই সময় তিনি আমায় বলেছিলেন যে তাঁকে ক্লিন অ্যান্ড জার্ক করতে হচ্ছে। কারণ সেটাই সেই সময় ট্রেন্ডিং ছিল'। এরপরই তিনি বিরাট কোহলির ওয়েট লিফটিংয়ের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি মনে করেন, ভারতীয় ক্রিকেটারদের ঘন ঘন চোট পাওয়ার পিছনে জিমে গিয়ে অতিরিক্ত ওজন তোলা অন্যতম প্রধান কারণ। তিনি পরিষ্কারই বলেছেন, আমরা আমাদের দিনে কোনো ওয়েট লিফটিং করিনি, কিন্তু তারপরও আমরা সারাদিন ক্রিকেট খেলতে পারতাম। এটা বিরাট কোহলির ফান্ডা হতে পারে। তবে সবাই বিরাট কোহলি নন। আপনার নিজের শরীরের উপর নির্ভর করে চার্ট তৈরি করতে হবে'। পাশাপাশি তিনি এও জানান, ক্রিকেটে ওয়েট লিফটিংয়ের জায়গা নেই। পরিবর্তে, এমন অনুশীলন করা উচিত যা আপনার খেলার উন্নতি ঘটাবে। ওয়েট লিফটিং শক্তি দেবে, পাশাপাশি ব্যথাও বাড়িয়ে তুলবে। আমাদের সময়ে আকাশ চোপড়া, গৌতম গম্ভীর, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন তেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলী, ভিভিএস লক্ষ্মণ, এমএস ধোনি বা যুবরাজ সিং, এরা কেউই পিঠ, হ্যামস্ট্রিং বা কোয়াড্রিসেপের আঘাতের কারণে বাদ পড়েনি'।

পর্বতারোহী পিয়ালি অন্নপূর্ণ ও মাকালু অভিযানে আর্থিক সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাহাড় কন্যা চন্দননগরের পিয়ালি বসাককে আর্থিক সাহায্য করল রাজ্য। সোমবার পিয়ালির হাতে দুই লাখ দুই হাজার টাকা তুলে দেন পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার নিগম লিমিটেডের পক্ষ থেকে সংস্থার চেয়ারম্যান তন্ময় ঘোষ। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় নারী ক্ষমতায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সেই সূত্রে পিয়ালির পাশে থাকা আমাদের এটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমরা চাই, নারীসমাজকে আরও

এগিয়ে নিয়ে যেতে মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে। গত বৃহস্পতিবার চন্দননগর থেকে বিকালে মিথিলা এক্সপ্রেসে পিয়ালি যাত্রা করেন। প্রায় দুমাস বিপদ সঙ্কুল এই অভিযানে সময় লাগবে প্রায় দুমাস।

মেসি ভক্ত কেরালার চাষিকে বাড়ি উপহার আরবের মেসি ভক্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভালোবাসার রঙ আসলে অনেকরকমের। কেউ সব ভুলে শুধুই ভালোবাসতে জানেন, আবার কেউ সেই ভালোবাসা দেখে মুগ্ধ হয়ে ভালোবেসে ফেলেন। তেমনই উদাহরণ তৈরি করল মেসির এক ভক্ত আর ভক্তের ভালোবাসায় মুগ্ধ এক আরব ব্যবসায়ী। কেরালার এক কৃষকের মেসিকে ভালোবাসা দেখে, তাঁকে একটা নীল-সাদা বাড়িই উপহার দিয়ে দিলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ব্যবসায়ী আফি আহমেদ। ২ বেডরুমের আর্জেন্টিনা হাউজে সাজানো রয়েছে আস্ত একটা বিশাল ফুটবল আর লিওনেল মেসির নীল সাদা জার্সি। যা দূর থেকে দেখেও চেনা যায় অবলীলায়।

এই উপহারের ঘটনাটা বেশ অন্যরকম। কাতার বিশ্বকাপ চলাকালীন এই কৃষকের সঙ্গে যোগাযোগ হয় আরব আমিরশাহির ব্যবসায়ী আফি আহমেদের। তিনিও মেসিও ভক্ত। সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন পোস্টে কেরালার ফুটবল পাগল মালাপ্পুরম জেলার ভাজাক্কাদ গ্রামের চাষি সুবায়ের বিশ্বকাপ জ্ঞান দেখে অভিভূত হয়ে যান তিনি। সুবায়ের ১৯০৪ থেকেই বিশ্বকাপের সবকিছুই যেন ঠোঁটস্থ রাখতে পারত। আর্জেন্টিনার ভক্ত যেমন,

তেমনই মেসিরও ভক্ত সে। সৌদি আরবের বিরুদ্ধে মেসির আর্জেন্টিনার হার দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। সমাজ মাধ্যমে তা ভাইরাল হতে সময় নেয়নি। নজরে এড়ায়নি এই ব্যবসায়ীর। এরপরই তাঁকে মেসির ম্যাচ দেখতে কাতারে আমন্ত্রণ জানান এই ব্যবসায়ী। কিন্তু সুবায়ের যেতে পারেননি। কারণ, বাড়িতে মা অসুস্থ ছিলেন। মাকে ছেড়ে কাতারে মেসির খেলা দেখতে আর যাওয়া হয়নি তাঁর। কিন্তু তাঁর মেসির প্রতি ভালোবাসা মুগ্ধই করেছিল এই ব্যবসায়ীকে। সুবায়ের সঙ্গে কথা বলে জেনেছিলেন, যে বাড়িতে থাকেন তিনি মাকে নিয়ে সেই বাড়িটা জরাজীর্ণ। কোনোওমতে মাথা গোঁজার ঠাঁই। বৃষ্টি হলেই ছাদ দিয়ে জল পড়ে। এরপরই আফি আহমেদ ঠিক করেন, কেরালার এই মেসি ভক্তকে একটা বাড়ি তৈরি করেই উপহার দেবেন। যেমন কথা, তেমন কাজও। শেষপর্যন্ত নীল সাদা রঙের 'আর্জেন্টিনা হাউজ' করেই উপহার দিলেন তিনি এই চাষিকে। যে বাড়ি দেখলে আবেগ উস্কে উঠবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যা পেয়ে অভিভূত সুবেইর। তাঁর হাতেই সম্প্রতি চাবি তুলে দেন আরবের ব্যবসায়ী আফি। চাবি তুলে দেওয়ায় গোটা গ্রামেই যেন বিশ্বকাপ জয়ের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। আবেগের উৎসবে মাতে গোটা গ্রাম।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com